ZEMINDARY MANAGEMENT
AND
MAHAJUNY BOOK KEEPING.

BY

JOGENDRA NATH BHATTACHARJYA M, A,. B, L,

THIRD EDITION.

—— :: ——

জমিদারি মহাজনী।

হিসাব।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল্‌

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ।

———

CALCUTTA.

PRINTED BY HARI PADA BOSU

81 COLLEGE STREET HINDU LAW PRESS,

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY

148, Baranoshi Ghose's Street.

———

1884

PREFACE.

I HAVE been led to publish this book at the request of some of my friends in the Education Department. There are several works on the subject; but almost all of them are written by men who seem to have had no direct connection with the management of Zemindary or trading business; and as is to be expected, under the circumstance, they are not only full of errors but most defective in some respects and redundant in others. This is not the place for a critical notice of all the books professing to deal with the subject; but that they are most defective and incomplete, suffice it to state that none of these books, gives any hint as to the mode in which Zemindary or Mohajani Nikash is taken. Now if there is any thing which it is absolutely necessary for a Zemindar or his agent to know, it is the mode in which an account is audited or a balance sheet passed. But it seems somewhat strange that books which profess to deal with the rules and principles of Zemindary accounts are altogether silent on these points.

2. A text book on Zemindary management ought to be not a mere collection of specimens of accounts and registers which can be seen in any village cutchery. Such a book ought to give some insight into Zemindary management and should embody those general principles, a knowledge of which is acquired by a long course of experience. There should be only such specimens as are required for the purpose of illustration.

3. I have made no attempt to give an exposition of the Rent Law, except so far as it is absolutely necessary for a land agent to know. A Zemindary gomashta or patwari may not know the distinction between Talooks which are founded on contract and those which are created by law; but it is absolutely necessary that he should know what items of information he must communicate to a law agent in order to institute a suit for arrears of rent or what inquiries he should make before granting a prayer for mutation of name.

4. In the chapter on mohajani accounts I have tried my best to explain the principles of Tukrari jumma-khoruch. The object of mercantile book-keeping being to keep a correct record of receipts and disbursements, to ascertain the profit and loss under each head and to find out at one glance what is due from or payable to a particular person, the system of book-keeping founded on Takrari jumma-khorach answers that purpose however extensive or diversified the business may be.

PALACE BURDWAN }
2nd May 1879. } JOGENDRA NATH BHATTACHARJYA.

PREFACE TO THE SECOND EDITION.

In this Edition I have made considerable additions and alterations. In the Zemindary part of the book a chapter has been appended containing a brief history of Land Revenue in India from the earliest times. The account which I have given of Akber's Revenue Settlement is derived partly from Sheristadar Grant's note published in the Appendix to the Fifth Report and partly from the original Ayen Akbaree.

In accordance with the suggestion of the authorities in the Education Department I have devoted a Chapter, in the Mahajan part of the book, in dealing with the Principles of Political Economy, so for as is necessary to understand the Causes which regulate the Price of Goods. The standard works on Political Economy in English deal with the subject with special reference to the condition of England and the European countries. But the economical condition of India is essentially different from that of Europe; and some of the topics usually dealt with in the English treatises would hardly be interesting to the Indian student. I have therefore tried to put the subject in such shape and form as to be suited to the requirements of vernacular schools in this country. The object of the present work being to deal with the general principles of Zemindary and Trading business, I have not been able to deal with the politico economical topics in an exhaustive manner. In this work I have only given a brief outline of the leading principles ; and exposed some of the popular fallacies common among the people in this country, so that the intelligent reader may learn to think for himself and correct his crude notions.

In the Mohajani Part proper the following are the topics dealt with :—

1. Internal Trade of India.
    (1). Condition of the towns.
    (2). Condition of the bulk of the people and their probable future.
    (3). Biweekly fairs.
    (4). Markets in towns.
2. Foreign Trade.
    (1). Early History.
    (2). The principal articles of Import and Export trade.
    (3). Joint Stock Company.
    (4). Foreign Merchants, Bankers, Commission-Agents.
    (5). Bill of Exchange, Insurance Policy, Bill of Lading.
3. Book-keeping.
    (1). Takrari Jama Kharach or Book-keeping by double entry.
    (2). Preparing Rewa or balance sheet.
    (3). The Subhankory system criticised.

Some of my critics found fault with my book on the ground that it is too brief ; others complained that the book is too learned for the boys in lower vernacular schools. As my book is mainly intended for Primary Patshala boys I have dealt with the several topics as briefly as possible. I have however explained the important topics in a manner not be found in any other book. In fact the books usually read in the schools do not contain the slightest reference to the subjects mentioned above ; and the wonder is that those books have the sanction of the authorities and critics. Those who are not ashamed to patronise Baboo Narsing must find some fault with my book ; and it is beyond my power to please them.

বিজ্ঞাপন।

শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত কতিপয় বন্ধু বর্গের অনুরোধে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল। জমিদারি মহাজনি বিষয়ক আরও কয়েক খানি পুস্তক প্রচলিত আছে, কিন্তু সেই সমস্ত নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও ভ্রম-সঙ্কুল। প্রথমতঃ মহাত্মা উড্রো সাহেবের আদেশানুসারে সোমড়া নিবাসী কালীপ্রসন্ন সেন কর্ত্তৃক "জমিদারি দর্শন" নামক পুস্তক প্রচারিত হয়। কালী প্রসন্ন বাবুর জমিদারি কার্য্যে অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু তাহার পুস্তকে চিঠা, খতিয়ান, জমাবন্দি প্রভৃতি জমিদারি সংক্রান্ত কয়েক প্রকার কাগজের উদাহরণ ব্যতীত অন্য কিছু লিখিত ছিল না। জমিদারি কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, কোন্ কাগজের দ্বারা কি বিষয় জানিতে পারা যায়, এবং জমিদারি হিসাব নিকাসাদি কিরূপে লইতে হয়, ইত্যাদি সম্বন্ধে কালি প্রসন্ন বাবুর পুস্তকে কোন প্রসঙ্গ ছিল না। কালী প্রসন্ন বাবুর পুস্তক প্রচারিত হওয়ার পরে শিক্ষাবিভাগসংক্রান্ত কতিপয় মহাত্মা তাঁহার পুস্তকের কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন করতঃ আপন আপন নামে জমিদারি বিষয়ক পুস্তক প্রচার করেন। এই সকল গ্রন্থকার এবং তাহাদিগেয় গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক। অধুনা শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "জমিদারি, মহাজনি বাজার হিসাব" নামক পুস্তক প্রায় সর্ব্বত্র অধীত হইয়া থাকে। নৃসিংহ বাবু যদিও সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্র, কিন্তু জমিদারি বা মহাজনী কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে এমত বিবেচনা হয় না। নৃসিংহ বাবুর গ্রন্থ কেবল অসম্পূর্ণতা দোস যুক্ত এমত নহে। তাঁহার গ্রন্থের প্রথমে যে উপক্রমণিকা আছে এবং শেষ ভাগে যে সকল প্রশ্নাদি সন্নিবেশিত আছে, সেই সমস্ত পাঠ করিয়া দেখিলে ঐ গ্রন্থ কিরূপ অসার ও ভ্রম সঙ্কুল জানিতে পারা যায়। নৃসিংহ বাবুর পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। নৃসিংহ বাবুর রচনা প্রণালী কিরূপ কদর্য্য তাহা এই কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে।

"লর্ড কর্ণোওয়ালিশ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত নামে একটি আইন প্রচারিত করিয়া যান। সেই আইন অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।

উহাই এতদ্দেশে জমিদারি সংক্রান্ত চিরস্থায়ী আইন স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে যেরূপ নিয়মে জমিদারি সকল চলিয়া থাকে উপরি উক্ত চির-স্থায়ী বন্দোবস্তই তাহার মূল। হিন্দু ও মুসলমান দিগের সময় যেরূপ নিয়ম ছিল দশশালা বন্দোবস্ত জারি হওয়াতে তৎসমুদয় রহিত হইয়া গিয়াছে। এই আইন প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে প্রজা অর্থাৎ কৃষকেরাই ভূমির যথার্থ অধিকারী বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজা প্রজাদিগের নিকট কেবল কর গ্রহণের অধিকারী ছিলেন এই মাত্র। অপরের ভূমি অধিকার করিতে হইলে ঐ ভূমির অধিকারীকে উহার বদলে যাহা কিছু দিতে হয় তাহাকে কর বা খাজনা কহা যায়; কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান দিগের রাজত্বকালে প্রজারা রাজ সরকারে যাহা খাজনা বলিয়া দাখিল করিত তাহার অর্থ ভিন্ন প্রকার। রাজা প্রজাদিগকে নিজ ভূমি ব্যবহার করিতে দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কর গ্রহণ করিতেন এরূপ নহে; প্রজাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়াই তিনি ঐ রক্ষার পরি-বর্ত্তে রাজভাগ গ্রহণ করিতেন ইহা মনু সংহিতায় স্পষ্টই লিখিত আছে। ইংরাজি ভাষায় যাহাকে রেণ্ট কহে কর বা খিরাজ তাহা নহে; কর বা খিরাজ ইংরাজি ট্যাক্স শব্দের প্রতিবাক্য।"

নৃসিংহ বাবুর গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত। ইহাতে নৃসিংহ বাবু স্বীয় রচনা শক্তির ও আইনজ্ঞতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

খামার কাহাকে বলে তৎ সম্বন্ধে নৃসিংহ বাবু বলিয়াছেন

"যেরূপ মধ্যবর্ত্তীদিগের আইন কর্ত্তৃক সৃষ্ট ভূম্যধিকারের সাধারণ নাম তালুক সেইরূপ উহাদের চুক্তি সংঘটিত ভূম্যধিকারের সাধারণ নাম খামার বা ফারম। ইজারা, ঠিকা কট্‌কিনা দরকট্‌কিনা প্রভৃতি খামারের অন্তর্গত।

নৃসিংহ বাবুর গ্রন্থের শেষভাগে যে সকল প্রশ্ন আছে তন্মধ্য হইতে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। কতদিন হইল জমিদারির সৃষ্টি হইয়াছে। কোন মহাত্মা এই-রূপ জমিদারি সৃষ্টি করেন?

২। জমিদারি সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে রাজা না প্রজা ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী ছিল?

৩। প্রজার নিকটে জমিদার দিগের কিকি দাওয়া আছে?

৪। জমিদারের নিকট প্রজার কিকি দাওয়া আছে?

৫। ডে বুক, কেস বুক, জরনাল, লেজার বিলবুক, বালান্সসিট ইনভাইস এই কয়েকটি শব্দের তাৎপর্য্য কি?

৬। একজন ফড়িয়া গ্রামে ।/০ করিয়া বেগুনের পন ক্রয় করিয়া সহরে (ক) পয়সায় ২ টা (খ) পয়সায় ৩ টা এই হিসাবে ৸/ পন বেগুন বিক্রয় করিল; তাহার লাভ কত হইবে, নৌকাভাড়া প্রভৃতিতে ╱১০ খরচ পড়িলে তাহার মোট লাভ কত হইবে?

৭। ঘরামি জনকে দিন ।০ ও গোলা জনকে ৶১০ দিতে হইলে ৯ দিনে ঘরামি, মজুর অপেক্ষা কত অধিক উপায় করিবে? কে কত উপায় করিবে?

৮। লেবুর দর ২ পয়সায় ৩টা কি ৩ পয়সায় ৪টা কি ।/০ আনায় ২০টা শস্তা হয়?

৯। ইন্দ্রের অমরা পুরে পারিজাত আছে।
দিনে শত লক্ষ ফুল ফোটে সেই গাছে॥
এক এক ফুলের মূল্য শওয়া মন সোনা।
চারিযুগে কত ফুল কত মন সোনা॥

জমিদারি মহাজনী কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হয় তৎসম্বন্ধে নৃসিংহ বাবু সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাহার গ্রন্থে পদার্থগত ভ্রম বা অভাব থাকা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কেহ এরূপ রচনাত্মক গ্রন্থের প্রণেতা ইহা সহসা বিশ্বাস হয় না।

বিবাহের সভায় বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীদিগের মধ্যে উদ্ভট এবং রহস্য জনক যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে সেই রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে; এবং সপকালি, বরোজকালি, লেবুর দর, বেগুনের দর, ক্যাস বহি, জরন্যাল লেজর ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন জমিদারি মহাজনি সংক্রান্ত পুস্তকের প্রশ্নাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত

হইয়াছে। নৃসিংহ বাবুর জমিদারি মহাজনীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য পুস্তক বিদ্যালয় সমূহে অধীত হয়, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

জমিদারি মহাজনী সংক্রান্ত পুস্তকে জমিদারি মহাজনী কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপে নিকাশ লইতে হয়, কিরূপে ঐ সকল বিষয়ক কাগজাদি বুঝিতে হয়, এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ থাকা প্রয়োজনীয়; এবং সেই বিবরণ সম্যকরূপে স্তবোধার্থে কতকগুলি উদাহরণ থাকাও আবশ্যক। উল্লিখিত উদ্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমার এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। নৃসিংহ বাবুর প্রণীত পুস্তকে আইন জন্য ও চুক্তি জন্য এই উভয় প্রকার তালুকের প্রভেদ কি? কার্য্য জন্য স্বত্ব কাহার নাম? জমির উপর সর্ব্ব সমেত কয় প্রকার স্বত্ব হইতে পারে? এই সমুদয় বিতর্কের মীমাংসা করিয়া নৃসিংহ স্বীয় আইনজ্ঞতা ও রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু জমিদারি মহাজনী হিসাবের পুস্তকে আইন শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা হয় না। বরং জমিদারি খরিদ করিতে হইলে, কিম্বা পত্তনি বা ইজারা বন্দোবস্ত করিতে হইলে, অথবা কোন প্রজার নাম খারিজ দাখিল করিতে হইলে, কি কি বিষয় সমস্ত জানা আবশ্যক তাহা এবম্প্রকার পুস্তকে লিখিত থাকা অসঙ্গত নহে।

মৎ প্রণীত পুস্তক প্রচারিত হওয়ার পরে নৃসিংহ বাবু ইহার অনেক অংশ আমার সম্মতি না লইয়া স্বীয় পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপ আইন বিরুদ্ধ এবং ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করা তাহার ন্যায় লোকের পক্ষে নিতান্ত অসংগত ইহা বলা বাহুল্য। আমার পুস্তকের যে যে অংশ নৃসিংহ বাবু অন্যায় মতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কোথায় কিরূপে সন্নিবেশিত করা উচিত তাহা স্থির করিতে নাপারিয়া বিষম গোলযোগ করিয়াছেন; এবং সেই সকল অংশ যে তাহার নিজের লেখনী প্রসূত নহে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। স্কুলের ডিপুটি ইনিস্পেক্টরগণ দেখিয়াও দেখিবেন না এবং শুনিয়াও শুনিবেন না। গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার ব্যয় লাঘব করিয়া প্রাইমারি শিক্ষার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন; কিন্তু প্রাইমারি শিক্ষা কিরূপ হইতেছে তাহা গবর্ণমেণ্টকে কে বুঝাইয়া দিবে।

জমিদারী।

প্রথম প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাজস্ব এবং রোডসেস দাখিলের বহি।

মহাজনী।

প্রথম প্রকরণ।

অর্থনীতি।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সুবর্ণ, রজত, টাকা, নোট

সপ্তম অধ্যায়।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

মহাজনী।

তৃতীয় প্রকরণ।

বৈদেশিক বাণিজ্য।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহাজনী চতুর্থ প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

বঙ্গদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত বৃত্তান্ত।

১। অতি প্রাচীন কালাবধি আর্য্য নরপতিগণ ভূমির উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ কর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া রাজকীয়ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, কৃষিজাত, শিল্পজাত এবং খনিজ প্রভৃতি পদার্থের অংশবিশেষ গ্রহনে, রাজার অধিকার থাকা, স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। বস্তুতঃ ভারতবাসিগণ অধিকাংশ কৃষিজীবী; সুতরাং, মুসলমানদিগের সময় পর্য্যন্ত, ভূমির কর ব্যতিরেকে রাজকোষের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের তাদৃশ অন্য উপায় ছিল না। অদ্যাপি ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষে, বিংশতি কোটি টাকার অধিক, ভূমির রাজস্ব হইতে আদায় হয়; ফলতঃ যে পরিমাণ রাজস্ব ভারতবাসিদিগকে প্রকৃত কর স্বরূপ দিতে হয় তাহার অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা অধিক ভূমির কর হইতে সংগ্রহ হয়। ইউরোপীয় দেশ সমূহে রাজকীয় আয়েব অধিকাংশ পণ্য দ্রব্যের শুল্কাদি হইতে সংগৃহীত হয়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় নরপতিগণের ভূমির রাজস্ব প্রধান উপজীব্য।

২। আদিমাবস্থায় লোকসংখ্যা অপেক্ষা ভূমির পরিমাণ অধিক থাকে; সুতরাং কোন্ ভূমির অধিকারী কে তদ্বিষয়ক তর্ক সচরাচর উপস্থিত হয় না। প্রজাগণ ইচ্ছামতে অরণ্যের বৃক্ষাদি কর্ত্তন এবং পতিত ভূমি কর্ষণ করে। প্রজাগণ ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিলে রাজা সেই শস্যের কিয়দংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিয়া রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ

করেন। ক্রমশঃ স্থানবিশেষে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; অথচ ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না। তখন কোন ব্যক্তির অধিকৃত ভূমি অপরে বলপূর্ব্বক অধিকার করিলে বিবাদ উপস্থিত হয়; এবং সেই বিবাদ ভঙ্গের নিমিত্ত দেশের শাসনকর্ত্তাগণ প্রথম অধিকারী ব্যক্তির অধিকার সমর্থন করেন; এইরূপে ভূমি সম্বন্ধে প্রথম স্বত্ব পরিজ্ঞান হয়।

৩। আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে রাজা ভূমির স্বত্বাধিকারী; সুতরাং ভূমির রাজস্ব রাজার প্রাপ্য। কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে রাজা যাহার অধিকার সমর্থন করেন তাহার স্বত্ব হইতে পারে; সুতরাং প্রজার ন্যায় রাজার কোন বস্তুতে স্বত্ব উৎ-পন্ন হইতে পারে না। রাজা ইচ্ছা করিলে যে কোন বস্তু অধিকার করিতে পারেন; এবং সেই বস্তু কোন প্রজার পরিশ্রম লব্ধ অথবা অধিকৃত না হইলে কেহ আপত্তি করে না। কিন্তু রাজা অধিকার করেন বলিয়া তাঁহার স্বত্ব হয় এমত বলা যায় না। ফলতঃ রাজা ভূমির স্বত্বাধি-কারী বলিয়া রাজস্ব গ্রহণ করেন ইহা বলা সম্পূর্ণ সংগত নহে। আদিমাবস্থায় ভূমিতে প্রজার কোন স্বত্ব থাকে না; সুতরাং রাজা ইচ্ছানুসারে অধিকার করিতে পারেন; অথবা এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে প্রজা কোন ভূমি অধিকার করিলে তাহার রাজস্ব দিতে হইবে। এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ না করিলে রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ এবং রাজ্যশাসন অসম্ভব হয়।

৪। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে এতদ্দেশের অধিকাংশ লোক কৃষি-জীবী। যদিও বহুকালাবধি এতদ্দেশে নানা শিল্প প্রচলিত আছে কিন্তু এতদ্দেশে ধনাঢ্য লোকের সংখ্যা অতি অল্প; সুতরাং শিল্পকার্য্যের দ্বারা অধিক লোক জীবনধারণ করিতে পারে না। ফলতঃ বিশেষ লাভ হউক বা না হউক এতদ্দেশীয় শ্রমজীবি লোকদিগের কৃষি ভিন্ন জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই; সুতরাং যে স্থলে ভূমির পরিমাণ অপেক্ষা লোক সংখ্যা অধিক তথায় ভূম্যধিকারিগণ ইচ্ছামতে উৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠাংশ গ্রহণের নিয়ম আছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভূম্যধিকারিগণ অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত

কর স্বরূপ স্বরূপ গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের ন্যায় যে দেশে কৃষি ভিন্ন অন্য উপায়ে শ্রমজীবি লোকগণ জীবন ধারণ করিতে পারে, সেই দেশে রাজা ভূমির রাজস্ব অতিরিক্ত লইতে পারেন না। ইংলণ্ডে ব্যবসায়ী লোকে শ্রমজীবি ভৃত্য রাখিয়া কৃষি কার্য্য করে। অন্য ব্যবসায়ে যেরূপ লাভ হয়, কৃষি কার্য্যে সেইরূপ লাভ না হইলে ব্যবসায়ী লোকে কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং ভূম্যধিকারিগণ অতিরিক্ত কর লইতে পারেন না। সকল ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সমান নহে; উৎকৃষ্ট ভূমি কর্ষণ করিয়া যে পরিমাণ অতিরিক্ত লাভ হয় তাহা ভূম্যধিকারীকে দিলে ব্যবসায়ীর ক্ষতি বোধ হয় না। যে স্থলে অপকৃষ্ট ভূমি কর্ষণ করিয়া লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তথায় উৎকৃষ্ট ভূমির অতিরিক্ত উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারীকে কর স্বরূপ দিতে হইলে কৃষিকার্য্যে ক্ষতি হয় না। পরন্তু ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে যে স্থানে লোকসংখ্যা অধিক. তথায় ভূম্যধিকারিগণ ইচ্ছানুসারে অতিরিক্ত কর লইতে পারেন।

৫। অতি পুরাকালে আর্য্য ভূপতিগণ কিরূপ প্রণালিতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে রাজ-ধর্ম্ম প্রকরণে বিধান আছে যে রাজা আপন অধিকার মধ্যে প্রত্যেক গ্রামে একজন অধিপতি নিযুক্ত করেন; গ্রামাধিপগণ দশগ্রামাধিপের অধীনে দশগ্রামাধিপ শতগ্রামাধিপের অধীনে শতগ্রামাধিপ সহস্র গ্রামাধিপ বা মণ্ডলাধিপতির অধীনে রাজস্বাদান এবং অন্যান্য তাবৎ রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু গ্রামাধিপ প্রভৃতির ভূমির সহিত স্বত্ব বা সম্বন্ধ থাকা প্রকাশ পায় না। দেশের সম্রাট বা রাজা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন; তাঁহারা দেশের শান্তি রক্ষা করিতেন; এবং কোন ব্যক্তি অপরাধ করিলে তাহার দণ্ড বিধান করিতেন।

৬। পরন্তু আদৌ এই সকল গ্রামাধিপগণের অধিকার আগম মুলক না হইলে ও কাল সহকারে তাহাদিগের মধ্যে অনেকে আপন আপন আধিপত্য দৃঢ় মুল করিয়া ক্রমশঃ কিয়ৎ পরিমাণ স্বত্ব সংস্থাপন

করিতে সমর্থ হইতেন ইহা সম্ভবপর বোধ হয়। ভারতবর্ষে কোন রাজবংশের আধিপত্য চিরকাল সমভাবে থাকে নাই। রাজা হীনবল হইলে প্রবল ভৃত্যকে ইচ্ছামতে পদচ্যুত করা দুঃসাধ্য হয়। গ্রামাধিপ প্রভৃতি বিশেষ ক্ষমতাশালী হইলে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠে। কোন কোন স্থলে জমিদারি বা তালুকদারি স্বত্ব এইরূপে প্রথম সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না।

৭। এতদ্দেশে জমিদার তালুকদার প্রভৃতির স্বত্ব উল্লিখিত কারণ ভিন্ন নানা প্রকারে প্রথম সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কোথা বা কোন ক্ষুদ্র রাজা অপেক্ষাকৃত প্রবলতর রাজার সহিত সংগ্রামে পরাভূত হইয়া প্রথম করদ অবশেষে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কোথা বা কোন রাজসৈন্যাধ্যক্ষ, যুদ্ধকালে রাজাকে সসৈন্য সহায়তা করিবার জন্য, নিজের এবং অধীন সেনাগণের ভরণ পোষণার্থ, বৃত্তি স্বরূপ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া, ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিদিগের ন্যায়, ক্রমশঃ জমিদার হইয়াছেন; এবং অধুনা যুদ্ধে রাজাকে সহায়তা করিতে না হইলে ও সেই ভূমি ভোগ করিতেছেন। কোথা বা কোন পূর্ব্বতন রাজার আত্মীয় অথবা কর্ম্মচারী আপন ভরণপোষণের নিমিত্ত যে ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে কর ধার্য্য হওয়ায় তাঁহার বংশাবলী এক্ষণে জমিদার হইয়াছেন।

৮। জমিদারি বা তালুকদারি স্বত্বের প্রথম উৎপত্তি যেরূপ হউক মুসলমানদিগের অধিকারের পূর্ব্বে এতদ্দেশে বহুতর ক্ষুদ্র করদ রাজ্য অর্থাৎ জমিদারি ছিল তৎপক্ষে সন্দেহ বিবেচনা হয় না। করদ রাজাগণ আপন অধিকার মধ্যে কেবল রাজস্ব আদান করিতেন এমত নহে; রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য তাঁহারা নির্ব্বাহ করিতেন। মুসলমান বাদসাহগণের আধিপত্য সময়ে প্রায় সমুদয় পুরাতন করদ রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল; বঙ্গদেশে পঞ্চকোট বিষ্ণুপুর প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

৯। পাঠানদিগের সময় এতদ্দেশের অধিকাংশ ভূমি প্রধান প্রধান সেনাপতি ও সরকারি কর্ম্মচারিদিগকে জাইগির অর্থাৎ বৃত্তি স্বরূপ প্রদত্ত ছিল। জাইগিরদারগণ কোন কোন স্থলে স্বয়ং প্রজাদিগের

রাজস্ব আদান করিতেন ; কেহ বা পুরাতন জমিদারের নিকট কর গ্রহণ করিতেন। ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে আকবর বাদসাহ বঙ্গদেশ স্বীয় অধিকার ভূক্ত করত পাঠান জাইগিরদারদিগের জাইগির সমস্ত খাস করিয়া বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারায় রাজস্ব আদানের প্রথা প্রথম প্রচলিত করেন। আকবর বাদসাহ তাঁহার অধিকৃত ভারতবর্ষ পার্শ্বলিখিত পঞ্চদশ সুবায় বিভক্ত করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক সুবা কতকগুলি সরকারে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সরকারে এক জন ক্রোরি বা আমিনের দ্বারা রাজস্ব আদানের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ ঊনবিংশ সরকারে বিভক্ত হইয়াছিল; এবং সুবা বিহার অষ্ট সরকারে বিভক্ত হইয়াছিল। এই সকল সরকারের নাম এবং তৎকালীন অবধারিত রাজস্ব নিম্নে লিখিত হইল।

		রাজস্ব।
১। অলাহাবাদ	... ...	৫,৩১০,৬৬৭
২। আগ্রা	... ...	১৩৬৫২৫৭
৩। অযোধ্যা	... ...	৫০৪৩৯৫৪
৪। আজমীড়	... ...	৭১৫৩৪৪৯
৫। গুজরাট	... ...	১০৯২৪১২২
৬। বিহার	... ...	৫৫৪৭৯৮৫
৭। বঙ্গ ও উড়িষ্যা	...	১৪৯৬১৪৮২
৮। দিল্লি	... ...	১৫০৪০৩০৮
৯। লাহোর	... ...	১৩৯৮৬৪৬০
১০। মুলতান	... ...	৯৬০০৭৬৪
১১। মালব	... ...	৬০১৭৩৭৬
১২। বিরার	... ...	১৭৩৭৬১১৭
১৩। খান্দেশ	... ...	৭৫৬৩২৩৭
১৪। আমেদনগর	...	
১৫। টাটা	... ...	১৬৫৬২৮৪
মায় সরঞ্জামী জমা		১৩,৩৪,২৮,৫৫২

আকবর বাদসাহ স্থবা বাঙ্গালা যে ১৯ সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহার নাম।	পরগণার সংখ্যা	স্থিত জমা
১। জিন্নতাবাদ অর্থাৎ গৌড় … …	৬৬	৪৭১১৭৪
২। পুরনিয়া … … … … …	৯	১৬০২১৯
৩। তাজপুর (পুরনিয়া জিলার পূর্ব্বাংশ)	২৯	১৬২০৯৬
৪। পাঁজরা (আধুনিক দিনাজপুর জেলা)	২১	১৪৫০৮১
৫। ঘোড়াঘাট (করতোয়া নদীর তীরে)	৮৪	২০৯৫৭৭
৬। বারবকাবাদ (মালদহ জিলার দক্ষিণাংশ এবং মুরসিদাবাদের উত্তরাংশ)	৩৮	৪৩৬২৮৮
৭। বাজুহায় (রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, মৈমনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জেলার অংশ)	৩২	৯৮৭৯২১
৮। শ্রীহট্ট … … … … … …	৮	১৬৭০৪০
৯। সুবর্ণগ্রাম (ঢাকা জেলা) … …	৫২	২৫৮২৮৩
১০। ফতেবাদ (নওয়াখালি জেলা) …	৩৪	১৯৯২৩৯
১১। চট্টগ্রাম … … … … …	৭	২৮৫৬০৫
১২। আকবর নগর (রাজমহল) … …	৫২	৬০১৯৮[illegible]
১৩। সরিফাবাদ (বীরভূম ও বর্দ্ধমান) …	২৬	৫৬২০[illegible]৮
১৪। সেলিমাবাদ (বর্দ্ধমান) … …	৩১	৪৪[illegible]৭৪৯
১৫। মান্দারন (হুগলি জেলার অন্তর্গত জাহনাবাদের নিকট; বর্দ্ধমান, বীরভূম হুগলি এই তিন জেলার পশ্চিমাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল)	১৬	২৩৫০৮৫
১৬। সপ্তগ্রাম … … … … …	৫৩	৪১৭১১৮
১৭। ভূবণা (ফরিদপুর (… … …	৮৮	২৯০২৫৬
১৮। খলিফাতাবাদ (যশোহর) … …	৩৫	১৩৫০৫৩
১৯। বাক্লা (বাখরগঞ্জ) … … …	৪	১৭৮২৬৩
মহাল খালসা	৪৮২	৬৩৪৪২৬০
মহাল জাইগির	৪০৪	৪৩৪৮৮৯২
		১০৬৯৩১৫২

আকবর বাদসাহ সুবা বেহার যে ৮ সরকারে বিভক্ত করেন তাহার নাম	পরগণ সংখ্যা	রকবা বিঘা	জমা
১। বিহার	৪৬	৯৫২৫৯৮	২০৭৯৯০৭
২। মুঙ্গের	৩১		৭৪০৯৩৩
৩। রোটাস তরফ সাসেরাম	৮	৪৭৩৩৪৩	৪০৩৭০৫
"তরফ ভোজপুর	১১		৬১৮২২১
৪। ত্রিহুত	৭৪	২৬৬৪৬৪	১০২১৯৮৬
৫। হাজিপুর [পাটনা]	১১	৪৩৩৯৫২	৬৮৩২৭৬
৬। সারন	১৭	২২৯০৫২	৪০৪৩০০
৭। চম্পারন	৩	৮৫৭১১	১৩৭৮৩৬
	২০০	২৪৪৪১২০	৫৫৪৭৯৮৪

১০। আকবর বাদসাহের সময় তাঁহার বিখ্যাত সচিব রাজা তুদার মল রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি ও তাহার অধিকারভুক্ত সমস্ত প্রদেশের জমা নূতন রূপে অবধারিত করিয়াছিলেন। সমস্ত ভূমি পরিমাপ পূর্ব্বক রকবা অর্থাৎ ক্ষেত্রফল এবং রকম অর্থাৎ কোন্ শস্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হয়তাহা প্রথম স্থিরীকৃত হয়। অনন্তর উৎকৃষ্ট, মধ্যম এবং অপকৃষ্ট এই ত্রিবিধ ভূমিতে প্রত্যেক বিঘায় যে পরিমাণ শস্য হয় তাহা অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণয় পূর্ব্বক সচরাচর যে পরিমাণ শস্য প্রতি বিঘায় উৎপন্ন হইতে পারে তাহা অবধারিত হয়। হিন্দু রাজগণের সময় ভূমির উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠ ভাগ কর স্বরূপ গ্রহণ করিবার বিধি ছিল ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি পরিমাণ গৃহীত হইত তাহা নিশ্চয় জানাযায় না। রাজা তুদারমল উল্লিখিত প্রকারে প্রত্যেক বিঘা ভূমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্ণয় পূর্ব্বক তৃতীয়াংশের মূল্য রাজস্ব অবধারিত করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজাদিগের সময় শস্যের অংশ কর দেওয়া নিয়ম ছিল ; কিন্তু আকবর বাদসাহের সময় এই নিয়ম হইয়াছিল যে প্রজা আপন ইচ্ছানুসারে শস্যের অংশ অথবা নির্দ্ধারিত হারে তাহার মূল্য করস্বরূপ দিতে পারিবে। ১৫৮২ অব্দে আকবর বাদসাহের সময় রাজা তুদারমল কর্তৃক উল্লিখিত প্রকারে যে মাহালে যে রাজস্ব অবধারিত হয় তাহা "আসল তুমার জমা" বলিয়া প্রসিদ্ধ

১১। বঙ্গদেশের আসল তুমার জমা এক কোটী সাত লক্ষ টাকা অবধারিত হইয়াছিল ; এবং সুবা বেহারের আসল তুমার জমা ৫৫ লক্ষ টাকা অবধারিত হইয়াছিল। সুবা বাঙ্গালার আসল তুমার জমার মধ্যে ৬৩ লক্ষ টাকা খালসা দপ্তর অর্থাৎ মাল মতালকের সামিল ছিল ; অবশিষ্ট ৪৩ লক্ষ টাকা সুবাদার দেওয়ান এবং প্রধান সেনাপতি প্রভৃতির জায়গিরের উৎপন্ন। আকবর বাদসাহের সময় সমস্ত জায়গির জমাবন্দি হইয়াছিল ; নবাব নাজিম, দেওয়ান, প্রধান সেনাপতি প্রভৃতির জায়গির যাহা সম্পূর্ণ রূপে মাল সামিল হয় নাই ঐ সকল জাইগিরের অন্তর্গত মাহাল সমুদায়ের খাজনা পৃথক্ রূপে আদায় তহসিল হইত। জাইগির ভিন্ন অপরাপর সমস্ত মাহালের খাজনা খালাসা দপ্তরের অধীনে আদায় হইত।

১২। আকবর বাদসাহ বেতন ভোগী কর্ম্মচারীদ্বারা প্রজাদিগের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্বাদায়ের প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ইজারা বা ঠিকা বিলিদ্বারা করাদায় নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই নিষেধ অধিক কাল বলবৎ ছিল এমত বোধ হয় না। বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের খাজনা বেতন ভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারা, প্রজাদিগের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আদায় করা অতিশয় কষ্ট সাধ্য। অধুনা এতদ্দেশে জমিদার এবং তালুকদার দিগের দ্বারা যে রূপ সরকারি খাজনা আদায় হয়, আকবর বাদসাহের অব্যবহিত পরে তাহার সূত্রপাত হয়। আকবর বাদসাহের সময় অথবা অনতিকাল পরে প্রত্যেক পরগনার রাজস্বাদান সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহের ভার একজন চতুধুরীর অর্থাৎ চৌধুরীর উপর অর্পিত হয়। এবং খাজনা আদায় সংক্রান্ত হিসাব কাগজ পত্রাদি প্রস্তুত করিয়া সুবাদারের নিকট দাখিল করিবার জন্য প্রত্যেক পরগণার একজন কাননগো নিযুক্ত হইত। কখন কখন চৌধুরি ও কাননগো এই উভয়বিধ কার্য্যের ভার এক ব্যক্তির উপর অর্পিত হইত। ক্ষিতীশ বংশাবলি নামক নবদ্বীপ রাজগণের ইতিহাস গ্রন্থে দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত যে সকল সনন্দ অর্থাৎ শাসনের অনুবাদ আছে, তাহাতে জানা যায় যে সাহাজিহান বাদসাহের সময় চৌধুরিদিগের স্বত্ব ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল] কিন্তু

জাহাঙ্গির বা সাহজিহান বাদসাহের সময়ে জমিদার শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ আলমগির বাদসাহ এবং নবাব মুরসেদকুলিখাঁর সময় ইতমামদারি বা জমিদারি বন্দবস্তের প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়। যে জমিদার যথানিয়মে রাজস্ব আদায় দিতেন তিনি নিকটবর্ত্তি কোন জমিদারি ক্রয় করিয়া অথবা বল পূর্ব্বক দখল লইয়া সনন্দের প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে সনন্দ দেওয়া হইত; কোন খাস মহালের খাজনা সহজে আদায় না হইলে অথবা কোন জমিদার আপন দেয় রাজস্ব আদায় দিতে অসমর্থ হইলে যাহার দ্বারা সহজে খাজানা আদায় হওয়া সম্ভব তাহার সহিত বন্দবস্ত হইত। এইরূপে দিনাজপুর বর্দ্ধমান নবদ্বীপ প্রভৃতি জমিদারির অতি স্বল্পকাল মধ্যে কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছিল।

নিম্নে সুবা বাঙ্গলার অন্তর্গত কয়েকটি প্রধান জমিদারির সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত লিখিত হইল।

১। দিনাজপুর।

১৬৫৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার সুবাদার সুজা খাঁর নিকট উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ শুকদেব ঘোষ প্রথম সামান্য কয়েক মহালের চৌধুরায়ি ও তালুকদারি শাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুকদেবের পুত্র প্রাণনাথ সন্নিহিত কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদারের জমিদারি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া বাদসাহের নিকট ফরমান পাইয়াছিলেন। ১৭২৩ খৃঃ অব্দে প্রাণনাথের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার দত্তক পুত্র রামনাথ তাঁহার জমিদারির অধিকারী হইয়া বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। রাজা রামনাথের জমিদারির অন্তর্গত ১২১ পরগণা ছিল; তাহার ক্ষেত্রফল চারি হাজার বর্গ মাইল অপেক্ষা অধিক ছিল। রাজা রামনাথের সময় তাঁহার জমিদারির সাত লক্ষ টাকা সদর জমা অবধারিত ছিল। রামনাথের পরে মুরশিদাবাদের নবাবদিগের কর্ত্তৃক নানাবিধ আবয়াব অর্থাৎ অতিরিক্ত অঙ্কবার হইয়া ক্রমশঃ উক্ত জমা বৃদ্ধি হইয়াছিল। অবশেষে দশসালার বন্দবস্ত সময়ে সদর জমা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অতি অল্পকাল মধ্যে অধিকাংশ জমিদারি বিক্রয় হইয়া যায়। এক্ষণে যে পরিমাণ অবশিষ্ট আছে তাহা পুর্ব্বতন জমিদারির চতুর্থাংশের ন্যূন।

২ নবদ্বীপ।

১৬০৮ খৃঃ অব্দে রাজা মানসিংহের নিকট ভবানন্দ মজুমদার নামক একব্যক্তি নদীয়া প্রভৃতি ১৪ পরগণার চৌধুরায়ি ও কাননগো পদের শাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবানন্দের বংশ পরম্পরায় এই জমিদারির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ইংরাজ অধিকারের সময়ে এই জমিদারির অন্তর্গত ৮৪ পরগণা ও কিসামং ছিল; এবং ইহার ক্ষেত্রফল তিন হাজার বর্গ মাইল অপেক্ষা অধিক ছিল। ইহার সদর জমা ৮ লক্ষ টাকা অবধারিত ছিল। দশসালার বন্দবস্তের পরে কয়েক বৎসর মধ্যে এই জমিদারি অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল; এক্ষণে যৎ কিঞ্চিৎ মাত্র অবশিস্ট আছে।

৩। বর্দ্ধমান।

১৬৫৭ খ্রী অব্দে লাহোর প্রদেশীয় ক্ষত্রিয় কুলজাত আবুরায় বর্দ্ধমান পরগনার ফৌজদারের অধীনে চৌধুরী ও কোতোয়ালি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবুরায়ের উত্তরাধিকারী বাবুরায় বর্দ্ধমান পরগণার জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করিয়া প্রথম জমিদার হইয়াছিলেন। মুরসেদ কুলিখাঁর সময় রাজা কীর্ত্তিচাঁদ কর্ত্তৃক এই জমিদারির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কীর্ত্তিচাঁদ স্বীয় বাহুবলে বর্দ্ধমানের সন্নিহিত অনেক গুলি জমিদারি অধিকার করিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট শাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দশ শালার বন্দবস্তের সময় এই জমিদারির অন্তর্গত প্রায় ৮০ পরগনা ছিল এবং ইহার সদর জমা ৪০ লক্ষ টাকা অবধারিত ছিল। আধুনিক বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার অধিকাংশ এই জমিদারির অন্তর্গত।

৪। রাজসাহী—

ইংরাজ অধিকারের প্রথম সময়ে বঙ্গদেশে যে কয়েকটি প্রধান জমিদারি ছিল তন্মধ্যে রাজসাহী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার অন্তর্গত ১৮১ পরগণা ছিল; এবং ইহার ক্ষেত্রফল ১২০০০ বর্গ মাইলের অধিক ছিল। দশ শালার বন্দবস্তের সময় ইহার সদর জমা ২৩ লক্ষ টাকা অবধারিত হইয়াছিল। পরন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে এই জমিদারির অধিকাংশ বাকি রাজস্বের দায়ে বিক্রয় হইয়াছিল; এবং এক্ষণে স্বল্প মাত্র

অবশিষ্ট আছে। নাটোরের অধিকার বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বহুতর ক্ষুদ্র জমিদারির সৃষ্টি হইয়াছে। নড়াইল গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি জমিদারি ইহার অধিকার ভুক্ত ছিল। কলিকাতার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি নাটোরের জমিদারির অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন।

৫। বিষ্ণুপুর।

বিষ্ণুপুর অতি প্রাচীন রাজ্য। বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের যে শক প্রচলিত আছে তাহার ১১৮৮ বৎসর অতীত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে একজন রাজপুত আসিয়া এই জমিদারি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঁকুড়া জেলা সমস্ত এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান বাদসাহদিগের বন্দবস্তের কাগজে বিষ্ণুপুরের ১,২৯,৮০৩ টাকা পেসকস জমা বন্দবস্ত থাকা লিখিত আছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিষ্ণুপুরের রাজগণের নিকট সেই জমা আদায় হইত কি না তাহা সন্দেহ স্থল। ইংরাজ অধিকারের প্রথম সময়ে বিষ্ণুপুরের সদর জমা চারি লক্ষ টাকা অবধারিত হয়। কিন্তু নানা কারণে তৎ-কালীন রাজাদিগের অবস্থা এতদূর অবসন্ন হইয়াছিল যে তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি আধমন পূর্ব্বক ঋণ করিতে হইয়াছিল। পরন্তু কোনমতে তাঁহাদিগের রাজ্যরক্ষা হইল না। বর্ত্তমান শতাব্দের প্রারম্ভেই বিষ্ণু-পুরের রাজাদিগের সমস্ত অধিকার নিলামে বিক্রয় হয়; এবং বর্দ্ধমানা-ধিপ মহারাজা ক্রয় করায় তাঁহার অধিকারভুক্ত আছে।

৬। বীরভূম।

নবাব মুরসেদ কুলিখাঁর সময় আসাহুল্লা নামক একজন পাঠানকে বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রদেশীয় অসভ্য জাতিগণের আক্রমণ নিবারণ জন্য, এই জমিদারি প্রদত্ত হইয়াছিল। এই পাঠান জমিদারের বংশাবলী নগরের পাঠান রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার অন্তর্গত ২৪টি পরগণা ছিল: এবং ইহার সদর জমা প্রথমতঃ ৩৬৮০০০ টাকা অবধারিত ছিল। বঙ্গের শাসন কর্ত্তা আলিবর্দ্দি খাঁ যে সময়ে মারহাট্টাদিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় নাগোরের পাঠান রাজা সহায়তা করা দূরে থাকুক. বরং আক্রমণকারিদিগকে সহায়তা

করিয়াছিলেন; অপিচ মুসলমান অধিকারের শেষ সময় বীরভূমের জমিদারগণ সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার না করায়, নবাব মীরকাসিম বীরভূম জমিদারির স্থিত জমা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়া ৮ লক্ষ টাকা সদর খাজনা অবধারিত করেন। ইংরাজ অধিকারের প্রথম সময়ে নাগোরের পাঠান রাজাদিগের জমিদারি বিক্রয় হইয়া যায়; তাহাদিগের বংশাবলী বীরভূম জেলার অন্তর্গত নগর নামক স্থানে আছে; কিন্তু জমিদারি সম্পত্তি তাহাদিগের কিছুমাত্র নাই।

মুরসেদ কুলিখাঁর সময়ে উল্লিখিত কয়েকটী বৃহৎ জমিদারি ভিন্ন পুটিয়া, যশোহর, রোকনপুর, মহম্মদ সাহি, ফতেসিংহ,মহম্মদ আমিনপুর সাতসৈকি,ত্রিপুরা,পঞ্চ কোট,তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি আরও কতকগুলি জমিদারি এবং তদ্ভিন্ন কতকগুলি হুজুরি তালুক ছিল। ইংরাজ অধিকার সময়ে পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ জমিদারি সকল বিক্রয় এবং বাটোয়ারা হওয়ায়, ও নিষ্কর ভূমির কর ধার্য্য হইয়া তৌজি পত্তন হওয়ায়, আর পূর্ব্বতন জমিদারদিগের অধীন মজকুরি তালুকদারগণের মধ্যে অনেকে স্বাধীন ভাবাপন্ন অর্থাৎ জমিদারের কাছারিতে খাজানা দাখিল না করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কালেক্টরিতে খাজনা দাখিল করিতে পারায় এক্ষণে এতদ্দেশে বহুসংখ্যক জমিদারি এবং তালুক হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইংরাজ অধিকার।

যে সময়ে এবং যেরূপে ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রথম আধিপত্য লাভ করেন তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। ১৭৫৭ খৃঃঅব্দে পলাসির যুদ্ধ হয়; বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌলা রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার পুরি এবং রাজ-কোষ অধিকার করিলেন; কিন্তু তৎকালে রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করা

বিহিত বিবেচনা করিলেন না। মিরজাফরের সহিত পূর্ব্বাবধি ষড়যন্ত্র ছিল; মিরজাফর বিশেষ তেজস্বী বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন না। তাঁহাকে সুবাদারি পদে ইংরেজ বিজয়ী পুরুষগণ অভিষিক্ত করিলেন। মির-জাফর নিজে ক্ষমতা হীন; কেবল ইংরাজদিগের প্রসাদে বংঙ্গের সিংহা-সনে আরোহন করিয়াছিলেন; সুতরাং ইংরাজদিগকে তাঁহার কিছু অদেয় ছিল না। রাজকোষে যে কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল সমস্ত ইংরাজদিগকে দিলেন; তদ্ব্যতীত কলিকাতার দক্ষিণ প্রদেশস্থ ২৪টী পরগণার জমিদারি স্বত্ব ২২২৯৫৮ টাকা জমায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত হইল।

১৭৬০ খৃঃঅব্দে ইংরাজগণ মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাহার জামাতা মিরকাসিমকে সুবাদারি পদে অভিষিক্ত করিলেন। মিরকাসিম বর্দ্ধমান, মেদনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন চাকলার রাজস্বাদানের স্বত্ব কোম্পানিকে দিলেন। সুবা বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ রাজস্ব দিয়াও মির-কাসিম ইংরাজদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। ইংরাজগণ অল্প কাল মধ্যে মিরকাসিমকে পদচ্যুত করিয়া মিরজাফরকে পুনরায় সুবাদার নাম দিলেন। মিরকাসিমের প্রদত্ত বর্দ্ধমান প্রভৃতি তিন জেলা ইংরাজ দিগের অধিকৃত থাকিল। মিরজাফরের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র নজম দ্দৌলা তদীয় পদে অভিষিক্ত হইলেন। নজমদ্দৌলা রাজ্য রক্ষা এবং সেনা রক্ষার ভার ইংরাজদিগকে দিয়া স্বয়ং বৃত্তিভোগী হইলেন।

যে রূপে ইংরাজগণ আপনাদিগের আধিপত্য ক্রমশঃ সংস্থাপন করিয়া ছিলেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই স্থলে অনাবশ্যক। ১৭৬৫ খৃঃঅব্দে লর্ড ক্লাইভ পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, সেই বৎসরে দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে সুবা বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেও-য়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মোগল বাদসাহদিগের সময়ে বঙ্গের সুবাদার শান্তি রক্ষা সংক্রান্ত কার্য্য করিতেন; এবং দেওয়ান রাজস্বাদান সংক্রান্ত কার্য্য করিতেন। নজমদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যেরূপ নির্ব্বন্ধ হয় তাহাতে সেনা রক্ষা সংক্রান্ত কার্য্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে বাদসাহের নিকট দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া

সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিলেন। সুবাদার নজমদ্দৌলা নাম মাত্র নবাব নাজিম রহিলেন।

১৭৬৫ খৃঃঅব্দে বাদসাহের নিকট দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া পর বৎসর লর্ডক্লাইভ স্বয়ং মুরশিদাবাদে পুণ্যাহ করিলেন। পরন্তু সেই সময়ে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা ইংরাজগণ কিছুমাত্র জানিতেন না; সুতরাং ১৭৬৮ সাল পর্য্যন্ত সমস্ত ভার এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের উপর অর্পিত ছিল। ১৭৬৯ সালে কয়েক জন ইংরাজ পরিদর্শক স্বরূপ নিযুক্ত হইাছিল। ১৭৭০ সালে অতি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়; তাহার কথা বংঙ্গবাসিগণ অদ্যাপি ভুলিতে পারেন নাই। এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষে বঙ্গের তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। ১৭৭১ খৃঃঅব্দে ইংরাজ কর্ম্মচারির দ্বারা রাজস্বাদনসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করা স্থিরীকৃত হইল। ১৭৬৯ সালে যাহারা পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন,তাহারা কালেক্টর অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রাহক হইলেন; কলিকাতায় রিবিনিউ বোর্ড হইল; এবং খালসা দপ্তরের কাছারি কলিকাতায় হইল। ১৭৭২ সালে কালেক্টরদিগকে উঠাইয়া লইয়া পুনরায় দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের উপর সমস্ত ভার দেওয়া হইল।

১৭৭২ খৃঃঅব্দে বঙ্গদেশের সকল জমিদারি ডাক নিলামে উচ্চ জমায় ৫ বৎসরের জন্য ইজারা বিলি করা হইয়াছিল। কিন্তু ইজারদার দিগের নিকট খাজনা সুচারুমত আদায় না হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ক্ষতি হইল। ১৭৭৮ হইতে ১৭৮০ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর জমিদারদিগের সহিত বন্দবস্ত হইত।

১৭৮৬ সালে সুবা বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা ৩৬ জিলায় বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক জেলায় এক জন ইংরাজ কালেক্টর নিযুক্ত হয়। কয়েক বৎসর অবধি অল্পকালের নিমিত্ত ইজারাবিলি দ্বারা রাজস্বাদান অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হওয়ায়, অবশেষে ১৭৯০ খৃঃঅব্দে তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল দশ বৎসরের জন্য জমিদার দিগের সহিত বন্দবস্ত করিবার অনুমতি প্রচার করেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদিগের আদেশানুসারে এই দশ সালার বন্দবস্ত চিরস্থায়ী হওয়ার ঘোষণা ১৭৯৩ খৃঃঅব্দে প্রচারিত হয়।

দশসালার বন্দবস্তে সুবা বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব সিক্কা ২৩৬৮০৯৮৯ টাকা কোম্পানি ২৮৫৮৭৭২২ টাকা অবধারিত হয়। দশ শালার বন্দবস্ত সময়ে যে সমুদয় ভূমি নিষ্কর ছিল তাহার উপর কর ধার্য্য হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে ভূমির রাজস্ব ৩৫২০৮৮৬৬ টাকা অবধারিত আছে।

১৭৯৩ সালের ঘোষণানুসারে যে বন্দ বস্ত হয় তাহা অদ্যাপি বলবৎ আছে। পরন্তু পথকর প্রভৃতি আদায়ের আইন হওয়ায় উক্ত বন্দবস্ত সম্পূর্ণরূপে চিরস্থায়ী আছে এমত বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ি বন্দবস্ত করিয়া এতদ্দেশের রাজস্বের ক্ষতি করিয়াছেন। এক্ষণে যদিও অনেক জমিদারের জমিদারিতে বিশেষ লাভ হইয়াছে তথাপি ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে দশ সালার বন্দবস্তের সময় জমিদারগণের তাদৃশ লাভ ছিল না; এমন কি অনেক জমিদার কিছুমাত্র লাভ না থাকাতেও মায়া বশতঃ ছাড়িতে না পারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। জমিদারগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রজাপীড়ন করেন ইহা সত্য বটে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের খাসে তহসিল হইলে যে প্রজা পীড়ন হইত না কে বলিতে পারে। জমিদারি বন্দবস্ত হওয়ায় রাজস্ব বিভা-গের কার্য্য অতি সহজ হইয়াছে; অথচ খাজানা অনায়াসে আদায় হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ভাবি লভ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু ভাবি লভ্যের আশা পরিত্যাগ না করিলে উপস্থিত ক্ষতি নিবা-রণের উপায় ছিল না। যথাসময়ে রাজস্ব সংগ্রহ না হইলে রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ দুঃসাধ্য হয়। ফলতঃ তৎকালীন অবস্থা সমস্ত বিবেচনা করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস দশ সালার বন্দবস্ত চিরস্থায়ী করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে জমিদারগণ বাকি রাজস্ব আদায় দিতে অক্ষম হইলে তাহা-দিগকে কারারুদ্ধ করিবার প্রথা ছিল। কিন্তু এক্ষণে যথা সময়ে খাজনা আদায় না দিলে মহাল নিলামে বিক্রয় হয় বাকি রাজস্বের দায়ে যে নিলাম হয় তাহাকে বয় ছোলতানি বলে। নিলামে ষোল আনা অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহাল ক্রয় করিলে ক্রেতা বিনা দায় সংযোগে প্রাপ্ত হয়; এবং পূর্ব্ব স্বামী অল্প জমায় কোন বন্দবস্ত করিয়া থাকিলে তাহা

রহিত করিবার ক্রেতার অধিকার হয়। পরন্তু যেসকল তালুক ১৮১৯ সালের ১১ আইন অনুসারে রেজষ্টরি করা থাকে তাহা রহিত হয় না। জমিদারি স্বত্ব ইচ্ছামত দান বিক্রয় করিতে পারা যায়; এবং পুত্র পৌত্রাদি যথাশাস্ত্র অধিকারী হয়।

কেহ জমিদারি স্বত্বে ভোগবান হইলে ১৮৭৬ সালের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরিতে নাম জারি করিতে হয়। মহালে অধিক অংশভাক্ থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে কেহ আপন অংশের পৃথক তৌজি পত্তনের প্রার্থনা করিতে পারে। তৌজি পৃথক থাকিলে, মহালের কোন অংশের মালিক খাজনা দিতে অক্ষম হইলে, অপর মালিকের অংশ বিক্রয় হয় না।

মহালে অধিক অংশভাক্ থাকিলে কালেক্টরি হইতে জমি বাটোয়ারার প্রার্থনা করা যাইতে পারে।

লাখরাজ সম্বন্ধে ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনে এইরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে কোম্পানির দেওয়ানি সনন্দ প্রাপ্তির পূর্ব্বতন লাখরাজ ভুক্তি প্রমাণ হইলে, তাহার উপর কস্মিন কালে কর ধার্য্য হইবেক না। ১৭৬৫ সালের পরের অথচ ১৭৯০ সালের পূর্ব্বের লাখরাজ ১০০ বিঘার ন্যূন হইলে, জমিদার বাজাপ্ত করিয়া উপস্বত্ব ভোগী হইবার এবং ১০০ বিঘার অধিক হইলে গবর্ণমেণ্ট উপসত্ব ভোগী হইবার বিধান হয়। কর ধার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ এই নিয়ম হয় যে ১১৭৮ সালের পূর্ব্বের লাখরাজ হইলে অর্দ্ধ জমায় বন্দবস্ত হইবে; ১১৭৮ সালের পরের অথচ ১১৯০ সালের পূর্ব্বের হইলে পূরা জমায় লাখরাজদারের সহিত বন্দবস্ত হইবে। একশত বিঘার অধিক পরিমাণ লাখরাজ বাজাপ্ত হইলে স্বাধীন তালুকের ন্যায় গণ্য হইবার বিধান হয়। একশত বিঘার ন্যূন লাখারাজ জমিদার কর্ত্তৃক বাজাপ্ত হইলে পেটা তালুক ন্যায় গণ্য হইবার বিধান হয়। বাজাপ্তি লাখরাজের জমা চিরস্থায়ী হইত। ১৭৯০ সালের পরের লাখরাজ সম্বন্ধে এইরূপ বিধান হইয়াছিল যে জমিদার আপন ক্ষমতায় খাস করিয়া লইতে পারিবেন। এক্ষণে ১৭৯৩ সালের পূর্ব্বের লাখরাজ আর বাজাপ্ত হইতে পারে না। ১৭৯৩ সালের পরের লাখরাজের করধার্য্য জমিদার পূর্ব্বের ন্যায় আপন ক্ষমতায় করিতে পারেন না; নিয়মিত

সময়ের মধ্যে আদালতে নালিস করিলে করধার্য্য হইতে পারে। ১০০ বিঘার অধিক ভূমি ৬০ বৎসরের অধিক কাল নিষ্কর ভোগ করিলে গবর্ণমেণ্ট আর করধার্য্য করিতে পারেন না। ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারা অনুসারে লাখরাজ জমির বিবরণ যুক্ত যে কাগজ কালেক্টরিতে দাখিল হইয়াছিল তাহা লাখরাজের তায়দাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০০ বিঘার ঊর্দ্ধ লাখরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজাপ্ত হওয়ায় প্রায় সকল জেলাতে দশ সালার বন্দবস্তের পরে বহুতর নূতন তৌজি পত্তন হইয়াছে।

জমিদারি কার্য্যপ্রণালী।

প্রথম অধ্যায়।

জমিদার শব্দের প্রকৃত অর্থ ভূম্যধিকারী ; কিন্তু বঙ্গদেশের সকল প্রকার ভূম্যাধিকারীকে জমিদারবলা যায় না ; লাখেরাজদার, আয়মাদার প্রভৃতি সকলেই ভূমির অধিকারী কিন্তু তাহাদিগকে জমিদার বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা দশসালার বন্দবস্তের সরত অনুসারে কোন পরগণা কিম্বা কোন পরগণার নির্দ্দিষ্ট অংশের প্রজাগণের নিকট খাজনা আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সরবরাহ করেন তাঁহারাই বঙ্গদেশের জমিদার বলিয়া খ্যাত। দশসালার বন্দবস্তের পূর্ব্বে জমিদার গণের সহিত চির-স্থায়ী বন্দবস্ত ছিল না। মুসলমান বাদসাহদিগের অধিকারকালে এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সময়ে সরকারি রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার দিগের সহিত মেয়াদি বন্দবস্তের রীতি ছিল। নিয়মিত কাল অন্তে দ্বিতীয় বন্দবস্তের সময়ে নির্দ্ধারিত জমার হ্রাস বৃদ্ধি হইত এবং কখন কখন

পূর্ব্বতন জমিদার সরকারি রাজস্ব সরবরাহ করিতে অক্ষম হইলে, অপর ব্যক্তির সহিত বন্দবস্ত করার প্রথা ছিল। কিন্তু দশসালা বন্দবস্তের সরত অনুসারে গবর্ণমেণ্ট জমিদার দিগকে ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং ইচ্ছামতে কোন জমিদারকে অধি-কারচ্যুত করিতে পারেন না; এবং জমিদার দিগের যতই আয় বৃদ্ধি হউক না কেন তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব কোন মতে বৃদ্ধি হইতে পার না।

অধুনা যে সকল ভূম্যাধিকারী জেলার কালেক্টরিতে খাজনা দাখিল করেন তাঁহাদিগের মধ্যে জমিদার এবং তালুকদার এই দুই শ্রেণী প্রধান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কোন পরগণা কিম্বা পরগণার অংশ বিশেষের অধিকারীকে জমিদার বলাযায়। পরগণা অথবা পরকোনা শব্দের প্রকৃত অর্থ উপরিভাগ। মুসলমান বাদসাহ দিগের সময়ে এতদ্দেশে কতক গুলি সুবা এবং তদধীন কতকগুলি সরকার অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল। সরকারের অন্তর্গত বিভাগের নাম পরগণা। এক একটি পরগণা কতকগুলি মৌজার সমষ্টি। মৌজা এবং গ্রাম অবিকল প্রতি শব্দ নহে। কোথা এক মৌজার মধ্যে চারি পাঁচ খানি গ্রাম থাকে এবং কোন কোন স্থলে চারি পাঁচ মৌজার অংশ লইয়া এক গ্রাম হয়। কোথা দুই তিন মৌজার জমি পিতল গোলা অর্থাৎ বিমিশ্রিত থাকে; কোথায় এক মৌজার অভ্যন্তরে আর এক মৌজার ছিট্‌ জমি থাকে। মৌজার রকবা অর্থাৎ ক্ষেত্র ফলেরও কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। কো-থাও বা দুই বিঘাতে এক মৌজা হয়; আবার কোথাও বিশ হাজার বিঘার অধিক রকবা বিশিষ্ট মৌজা দেখা যায়। মৌজার সীমা এবং রকবা সম্বন্ধে কোন নিয়ম না থাকার কারণ কি তাহা এক্ষণে নিশ্চয় জানা যায় না। এইরূপ অনুমান হয় যে অতি প্রাচীন কালে যে সময় অধিকাংশ জমি অরণ্য ময় ছিল, সেই সময়ে কতকগুলি লোক একস্থানে দলবদ্ধ হইয়া বাস করতঃ যে ভূমি আবাদ করিত তাহা রাজস্বাদানের নিমিত্ত এক মৌজা বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় মৌজার সীমা সম্বন্ধে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা হইয়াছে। পরগণার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অংশ স্থলবিশেষে ডিহি, তপ্পা, তোক, তরফ, বা লাট বলিয়া উক্ত হয়; এবং একাধিক পরগণার সমষ্টি, স্থলবিশেষে,

চাকলা বা সরকার বলিয়া উক্ত হয়। পরগণা, চাকলা, ডিহি, তপ্পা প্রভৃতির প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব আদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের খাজনা সরবরাহ করত জমিদারগণ উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকেন। এক কিম্বা অল্পসংখ্যক মৌজার অধিকারিগণ বঙ্গদেশে তালুকদার বলিয়া পরিগণিত। পশ্চিম প্রদেশে পরগণার অধিকারিগণ তালুকদার বলিয়া অভিহিত এবং মৌজার মালিক জমিদার নামে প্রসিদ্ধ।

বঙ্গদেশে তালুকদারগণ প্রধানতঃ তিনশ্রেণীতে বিভক্তঃ—

১। হুজুরি অথবা খারিজা তালুকদার।

২। মজকুরি অথবা সিকিমি তালুকদার।

৩। পত্তনিদার প্রভৃতি চুক্তি মুলক তালুকদার।

প্রথমোক্ত তালুকদারগণ অধুনা কোন জমিদারের অধীন নহেন। তাঁহারা দশসালা বন্দবস্তের সরত অনুসারে স্বয়ং জেলার কালেক্টরিতে খাজনা দাখিল করেন। ফলতঃ হুজুরি তালুকদার এবং জমিদারদিগের মধ্যে এক্ষণে কোন প্রভেদ নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর তালুকদারগণ জমিদারের নিকট রাজস্ব দাখিল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদিগের তালুক জমিদারের দশসালা বন্দবস্তের কাগজে উল্লিখিত আছে; এই নিমিত্ত মজকুরি (অর্থাৎ প্রকাশিত) অথবা সিকিমি (অর্থাৎ পেটাও তালুক) বলা যায়।

দশসালা বন্দবস্তের সরত অনুসারে জমিদার ও হুজুরি তালুকদারগণ অনেক অংশে ভুমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী; কিন্তু তাহাদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণ নহে। যে বস্তুতে সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকে তাহা ইস্ছামতে ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু জমিদার আপন ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রজাকে উচ্ছেদ কিম্বা তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন না। দশসালা বন্দবস্তের পুর্ব্ব হইতে যে সকল প্রজা কিম্বা মধ্যবর্ত্তি তালুকদার এক নিয়মে খাজনা দিয়া আসিতেছে তাহাদিগের নিরিখ কখনই বৃদ্ধি হইতে পারে না কোন জোত দ্বাদশ বৎসরের অধিক কাল দখলে থাকিলে জোত স্বত্ব উৎপন্ন হয়। জোত স্বত্ববান প্রজাকে জমিদার ইচ্ছানুসারে উচ্ছেদ করিতে পারেন না। কিন্তু প্রজা কোন কবুলিয়তে [illegible] না থাকিলে আপন
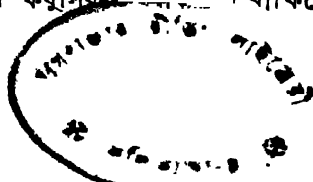
ইচ্ছানুসারে জোত পরিত্যাগ করিতে পারে। ফলতঃ জমিদার ভূমির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী নহেন; তাঁহার অধিনস্থ তালুকদার এবং জোত স্বত্ববান প্রজাগণও কিয়ৎ পরিমাণে ভূমিতে স্বত্ব বিশিস্ট।

জমিদার ও হুজুরি তালুকদারগণের জেলার কালেক্টরিতে খাজনা দাখিল করিতে হয়। নিয়মিত সময়ের মধ্যে সরকারি খাজনা দাখিল করিতে না পারিলে সমুদায় মহাল নীলাম হইয়া যায়। পূর্ব্বে বাকি খাজানার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হওয়া রীতি ছিল না; মহালের অন্তর্গত কয়েক মৌজা লাট অর্থাৎ তোক করিয়া নীলাম হইত, এই নিমিত্ত অদ্যাপি কালেক্টরির খাজনাকে লাটবন্দির খাজনা বলিয়া থাকে এবং অনেকানেক জমিদারি লাট নামে প্রসিদ্ধ।

জমিদার এবং হুজুরি তালুকদারগণের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগের মহাল চিরস্থায়ী জমায় পত্তনি বন্দবস্ত করেন। পত্তনি বন্দবস্ত করিলে মালিক জমিদারের সহিত মহালের কোন সংশ্রব থাকে না। পত্তনিদার নিয়মিত সময়ের মধ্যে খাজনা দিতে অশক্ত হইলে জমিদার জেলার কালেক্টরিতে প্রর্থনা করত পত্তনি তালুক নীলাম করাইয়া আপন প্রাপ্য খাজনার টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। পত্তনি তালুক যে প্রণালীতে বাকি খাজানার জন্য নীলাম হয় তাহাকে লোকে অষ্টম বলিয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে ১৮১৯ সালের অষ্টম কানুন অনুসারে উক্তরূপ নীলাম হয়। ১৮১৯ সালের পূর্ব্বে পত্তনি বন্দবস্ত আইন সঙ্গত ছিল না। ঐ সালে বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের উদ্যোগে পত্তনি তালুক সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়। পত্তনি বন্দবস্তের সুবিধা এই যে খাজনা অতি সহজে আদায় হয়। কিন্তু ইহাতে মহালের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না; এবং ভবিষ্যৎকালে আয় বৃদ্ধি হওয়ার পথ একবারে রুদ্ধ হয়। জমিদারগণ যেরূপ পত্তনি বন্দবস্ত করেন তদ্রূপ পত্তনিদারগণ কোন কোন স্থলে দরপত্তনি বন্দবস্ত করিয়া থাকেন; এইরূপে ছেপত্তনি চাহারম পত্তনি প্রভৃতি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জমিদারি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে জেলার কালেক্টরিতে জমিদারি সংক্রান্ত কিরূপ কাগজ ও বহি আদি থাকে তাহা জানা আবশ্যক। জেলার কালেক্টরিতে সকল জমিদারির খাজনা দাখিল করিতে হয়; এবং জমিদারি সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার বহি ও কাগজ জেলার কালেক্টরিতে থাকে।

১। বন্দবস্তের কবুলতি ডৌল পঞ্চসনা।

২। ৭ আইন সংক্রান্ত নামজারির রোবকারি এবং মহালওয়ার মৌজাওয়ার দরমিয়ানি প্রভৃতি রেজষ্টরি।

৩। থাক বস্তা সংক্রান্ত নক্সা এবং তৌজি নিকাস।

৪। তৌজি সেরেস্তা সংক্রান্ত বহি ও রিটারন।

৫। রোডসেস সংক্রান্ত রিটারন।

১। যে সকল মহাল দশ সালার বন্দবস্ত সময়ে বন্দবস্ত হইয়াছিল সেই সকল মহালের কবুলতি এবং কিস্তিবন্দি জেলার কালেক্টরিতে দাখিল আছে। ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের ২৫ ধারামতে জমিদারগণ যে কাগজ কালেক্টরিতে দাখিল করিতেন তাহা পঞ্চসনা বলিয়া খ্যাত। পঞ্চসনা কাগজে জমিদারির অন্তর্গত সমুদয় মৌজার নাম এবং কোন কোন স্থলে রকবা জমা ইত্যাদি লিখিত থাকে।

২। ৭ আইন সংক্রান্ত মহালওয়ারি মৌজাওয়ারি ও দরমিয়ানি এই তিন খানি প্রধান বহি। মহালওয়ারি এ. রেজষ্টরি বহিতে জেলার তৌজিভুক্ত তাবং জমিদারির নাম, নম্বর, মালিকের নাম, স্বত্বের পরিমাণ এবং অন্তর্গত মৌজা সমুদায়ের নাম, রকবা অর্থাৎ ক্ষেত্রফল এবং মহালের রাজস্বের পরিমাণ লিখিত থাকে। মৌজাওয়ার রেজষ্টরিতে জেলার তৌজিভুক্ত জমিদারি সমুদয়ের অন্তর্গত মৌজার নাম রকবা এবং যে তৌজির মহালের অন্তর্গত তাহার নম্বর নাম ইত্যাদি লিখিত থাকে। কোন মহালের নাম ধরিয়া অনুসন্ধান জানিতে হইলে মহালওয়ারি রেজিষ্টরি দেখিলে জানা যায়; এবং কোন মৌজার নাম ধরিয়া মৌজা-

ওয়ারি রেজষ্টরি দেখিলে, কোন মহালের অন্তর্গত সেই মৌজা ইত্যাদি বিবরণ জানিতে পারা যায়।

এই সকল রেজষ্টরি রীতিমত রাখিতে হইলে কোন মহালের বর্ত্তমান জমিদার কে এবং কোন জমিদারের স্বত্ব কিরূপ ইত্যাদি বিবরণ জানা আবশ্যক। এই নিমিত্ত ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের বিধানমতে কোন জমিদারি দান বিক্রয় অথবা পূর্ব্বস্বামীর উপরমাদি কারণে হস্তান্তর হইলে, যে ব্যক্তির অধিকার হয় তাহার নাম এবং স্বত্বের বিবরণ জেলার কালেক্টরিতে দরখাস্তের দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। নাম জারির দরখাস্ত দাখিল করিলে যদি কেহ আপত্তি না করে অথবা আপত্তি করিলে যেরূপ মীমাংসা হয় তদনুসারে দরমিয়ানিরেজষ্টরি প্রস্তুত হয় এবং মহাল ওয়ারি রেজষ্টরিতে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিত হয়। এতাবতা মহালওয়ারি রেজষ্টরি ও দরমিয়ানি রেজষ্টরি দেখিলে কোন মহালের বর্ত্তমান অধিকারী কে এবং তাহার স্বত্ব কিরূপ তাহা জানা যায়।

৩। পূর্ব্বে কোন মৌজার সীমা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল না। গ্রামের সীমানাদার প্রভৃতি সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিত; পরন্তু সীমা সংক্রান্ত বিবাদ হইলে মীমাংসা করা অতিশয় কঠিন হইত। এক্ষণে এতদ্দেশে সর্ব্বত্র থাক হইয়া যাওয়ায় মৌজা সকলের সীমা এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে তাহা অতি সহজে ইচ্ছামত পরিচিহ্নিত করা যায়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এতদ্দেশে প্রথম থাকবস্ত আরম্ভ হয়; এক্ষণে সর্ব্বত্র থাকের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। থাকনক্সা কিরূপ তাহা এই পুস্তকের পরিশিষ্টে যে আদর্শ আছে, তাহা দেখিলে প্রতীতি হইবেক। গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব অথবা উত্তর পশ্চিম দিকের অন্যতম কোণ হইতে থাকবস্তার পরিমাপ আরম্ভ হয়। প্রথম যে কোণ হইতে পরিমাপ আরম্ভ হয় তাহা নক্সায় এবং ফিল্ড বুকে ১নং ষ্টেসন বলিয়া লিখিত হয়; গ্রামের ভূমি বামপার্শ্বে রাখিয়া ক্রমান্বয়ে কোণ সমুদয় ২, ৩, ৪ প্রভৃতির ষ্টেসন বলিয়া লিখিত হয়। এক ষ্টেসন হইতে আর এক ষ্টেসন পর্য্যন্ত সীমা রেখার বিয়ারিং অর্থাৎ রোক

কম্পাসের দ্বারা নির্ণয় হয় ; এবং ঐ রেখার দৈর্ঘ্য চেনের দ্বারা পরিমাপ হয়। সীমা রেখার বিয়ারিং ও দৈর্ঘ্য ফিল্ড বুকে ক্রমশঃ লিখিত হইতে থাকে। পরিমাপ শেষ হইলে ফিল্ড বুক হইতে নক্সা প্রস্তুত হয়।

নিজগ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তিগ্রাম সমুদয়ের জমিদারগণের কর্ম্মচারীদিগের সাক্ষাতে সীমা পরিমাণ হয়। সীমাসম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আইনানুসারে যেরূপ নিষ্পত্তি হয় তদনুসারে থাকনক্সা সংশোধন করা হয়। গ্রামের অভ্যন্তরে অপর মৌজার ছিটা জমি অথবা সিদ্ধ লাখরাজ জমি থাকিলে তাহা পৃথক রূপে ঘের করত নক্সায় চকনামা করা থাকে। থাক নকসার একপার্শ্বে ফিল্ড বুক আর নিম্নভাগে ষ্টেট মেণ্ট অর্থাৎ স্বত্বের বিবরণ লিখিত থাকে। মূল মৌজা কোন তৌজির সামিল, তাহার জমিদার কে এবং অভ্যন্তরস্থ চক সমুদয় অন্য কোন মৌজার ছিটাজমি অথবা কাহার লাখারাজ ইত্যাদি, থাক নকসার নিম্ন ভাগে যে ষ্টেটমেণ্ট থাকে তাহা দেখিলে জানা যায়। কোন কোন থাক নকসায় গ্রামের ক্ষেত্র ফল লিখিত থাকে। থাক নকসা প্রতি মাইল ১৬ ইঞ্চি স্কেলে প্রস্তুত হয় ; থাক নকসার ১ ইঞ্চি সরল রেখায় ২৸০ দুই বিঘা পঞ্চদশ রৈখিক কাঠা হয়।

থাকের সময়ে কালেক্টরির কাগজের অতিরিক্ত যে গ্রাম প্রকাশ হয় তাহা ইজাদি মহল বলিয়া গণ্য হয়। থাকের সময়ে কালেক্টরির কাগজের লিখিত কোন গ্রাম অপ্রাপ্য হইলে আদম নিসান বলিয়া লিখিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে এক্ষণে এতদ্দেশের সর্ব্বত্র থাক হইয়াছে। যে কোন মৌজার থাক নকক্সা প্রয়োজন হইলে জেলার কালেক্টরিতে পাওয়া যায়। থাক নকসা লইয়া কম্পাস এবং চেনের দ্বারা গ্রামের সীমানা অতি সহজে পরিচিহ্নিত করা যাইতে পারে। থাক নকসা দ্বারা কি রূপে সীমা পরি চিহ্নিত করিতে হয় তাহা পরিমিতি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। যে স্থলে তিন মৌজার ভূমি সংলগ্ন থাকে তথায় থাক নকসায় পতাকা চিহ্ন থাকে ; গ্রামের সীমানদার মণ্ডলগণ ঐ স্থান দেখাইয়া দেয় ; তথা হইতে থাক বস্তার মাপবহি অনুসারে বিয়ারিং লইয়া দ্বিতীয় ষ্টেসন

পর্য্যন্ত মাপ করিতে হয়; এইরূপ থাক নকসা ভাওড়াইলে মৌজার সীমা পরি চিহ্নিত হয়।

৪। জমিদারি কাছারিতে যেরূপ প্রত্যেক অধীন তালুক প্রভৃতির একটি পৃথক হিসাব থাকে, কালেক্টরির তৌজির সেরেস্তায় সেই রূপ প্রত্যেক জমিদারির তলব ওয়াশিল বাকির হিসাব থাকে। তৌজি বহি দেখিলে কোন মহালের রাজস্ব কোন কিস্তিতে কত টাকা দেয় এবং তন্মধ্যে কত টাকা দাখিল হইয়াছে অথবা কত টাকা দিতে বাকি আছে তাহা জানা যায়।

৫। পূর্ব্বে কোন্ মহালের প্রজা কে এবং বাৎসরিক খাজনা কত টাকা ইত্যাদি জমিদারের কাগজ না দেখিলে, জানিবার উপায় ছিল না। সুতরাং কোন জমিদারি নূতন ক্রয় করিয়া, পূর্ব্ব জমিদারের কাগজ প্রাপ্ত না হইলে খাজনা আদায় করা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু পথকর সংক্রান্ত আইনানুসারে প্রত্যেক জমিদার এবং তালুকদার তাহার অধীন তালুকদার এবং প্রজাদিগের নাম এবং বাৎসরিক খাজনার পরিমাণ সম্বলিত রিটারণ জেলার কালেক্টরিতে দাখিল করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল রিটারণ দেখিলে সকল মহালের প্রজাদিগের নাম ও বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ জানা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

জরিপ।

বিস্তীর্ণ জমিদারি খাসে চালাইতে হইলে অর্থাৎ প্রজাদিগের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খাজনা আদায় তহসিল করিতে হইলে জমি জমা সংক্রান্ত নানাবিধ কাগজ আবশ্যক হয়। ঐ সমস্ত কাগজ প্রস্তুত করণার্থে সর্ব্বাগ্রে মহাল জরিপ করিতে হয়। জরিপ শব্দের অর্থ পরিমাপ; জরিপ ব্যতিরেকে জমাবন্দি অর্থাৎ প্রজাদিগের দেয় জমা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

ফলতঃ জমি জমা সংক্রান্ত তাবৎ প্রকার কাগজের মূল জরিপ। অত-এব জমিদারি জরিপের পদ্ধতি কি রূপ এবং চিঠা খতিয়ান আদি কিরূপে লিখিত হয় তাহা বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক।

জমিদার মাত্রেরই জরিপ করিবার অধিকার আছে; প্রজাগণের মোকাবেলায় জরিপ হইয়া থাকে। প্রজাগণ জরিপ আমিনের তলব অনুসারে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আপন আপন জমি পরিচিহ্নিত করিয়া না দিলে স্থানীয় আদালতে তাহাদিগের নামে নালিশ চলিতে পারে। প্রত্যেক মৌজা পৃথক্ রূপে জরিপ হয়; দুই তিন মৌজার জমি একত্রে জরিপ হইলে পৃথক্ রূপে জমাবন্দি করা যায় না। প্রত্যেক মৌজার আয় ব্যয় স্থিতি নিশ্চিত রূপে জানা আবশ্যক;এই হেতু ভিন্ন ভিন্ন মৌজা পৃথক্ রূপে জরিপ হয়। যে সমেয় ক্ষেত্রে ফসল না থাকে এবং যে সময়ে ভূমি জলময় না থাকে, সেই সময়ে জরিপের সুবিধা হয়; এই নিমিত্ত প্রায় পৌষ মাঘ মাসে জরিপ আরম্ভ হয়। জরিপ আমিনকে যেরূপ হুকুম নামা প্রদত্ত হয় তাহার উদাহরণ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইল।

জরিপ তিন প্রকার। ১। একান্দাজ বা ঢালা জরিপ। ২। গতাগত। ৩। ওটবন্দি বা লোকসান তজবিজ। উঠিত পতিত, হাজিরা, পলাতকা ইত্যাদি তদারক জন্য ওটবন্দি ও গতাগত তজবিজ হয়; তৎ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক। একন্দাজ বা ঢালা জরিপ ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। কম্পাসের দ্বারা জরিপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। কম্পাস ব্যতিরেকেও জরিপ হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গলা জরিপে ক্ষেত্রবণ্টক নক্সা প্রস্তুত হয় না।

কিরূপ প্রণালীতে জমিদারি জরিপ হইয়া থাকে তাহা জরিপি-চিঠা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে বোধগম্য হইতে পারে। গ্রামের একপ্রান্ত হইতে জরিপ আরম্ভ হয়; প্রত্যেক কিতা অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট আইলের অন্ত-র্গত ভূমিখণ্ড স্বতন্ত্র মাপ করিতে হয়। জরিপি চিঠাতে প্রত্যেক কিতা জমির দীর্ঘ প্রস্ত ক্ষেত্রফল চতুঃসীমা এবং কি প্রকারের জমি কোন্ প্রজার জোতের অন্তর্গত ইত্যাদি সমুদায় বিবরণ লিখিত থাকে; কম্পা-সের জরিপে এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক আইলের বিয়ারিং লেখা থাকে। জমি

জরিপ হইলে প্রত্যেক কিতাতে ১।২ করিয়া ক্রমান্বয়ে নম্বর দিতে হয়; এই নম্বরকে দাগ বলে। যে মহাল একবার জরিপ হইয়াছে সেই মহাল পুনরায় জরিপ করিতে হইলে জরিপি-চিঠায় গুজস্তার সহিত শোধবাদ দিতে হয়; অর্থাৎ, সাবেক জরিপ অপেক্ষায় কি পরিমাণ কমিবেশি হয় তাহা লিখিত হয়।

মাপের নিয়ম সকল স্থানে সমান নহে। বঙ্গদেশে প্রায় সর্ব্বত্র বিঘার মাপ প্রচলিত। সচরাচর ১৮ইঞ্চি হাতের চারি হাতে এক রৈখিক কাঠা এবং ৮০ হাতে এক রৈখিক বিঘা বা রসি হয়। ৮০ হাত দীর্ঘ এবং ৪ হাত প্রস্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ ১ এক কাঠা; এইরূপ ২০ কাঠা অর্থাৎ ৮০ হাত দীর্ঘ এবং ৮০ হাত প্রস্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ ১ বিঘা। অতএব প্রতীয়মাণ হইতেছে, যে ৩২০ বর্গ হস্তে ১ কাঠা এবং ৬৪০০ বর্গ-হস্তে ১ বিঘা হয়; কিন্তু পরগণা বিশেষে হাত কাঠি এবং বিঘার মাপের অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। কোন কোন পরগণায় হাতকাঠির পরিমাণ ২০ ইঞ্চি' কোথাও বা ২১ ইঞ্চি, আবার স্থল বিশেষে ২২ ইঞ্চিতে হাতকাঠি হয়। এইরূপ বিঘার মাপও সর্ব্বত্র সমান নহে; অর্থাৎ পরগণা বিশেষে ১২০।১২৫ হাতে বিঘা হয়। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে দ্রোণ কালির মাপ প্রচলিত। এই সকল মাপের নিয়ম পরি-শিষ্টে লিখিত হইল। জরিপি চিঠার সদর অর্থাৎ প্রথম পৃষ্ঠায় হাত-কাঠি এবং রসির মাপ লিখিত থাকে। জেলার কালেক্টরিতে পূর্ব্ব কালের কাননগোদিগের দাখিল করা নিরিখনামা নামক কাগজেও পরগণার প্রচলিত হাতকাঠি ও রসির মাপ লেখা থাকে। আকবর বাদ-সাহের সময় যে পরিমাপ হইয়াছিল তাহার এক বিঘায় অধুনাতন প্রচলিত মাপের তিন বিঘা হয়।

জরিপ সমাধা হইলে জরিপি-চিঠা হইতে খতিয়ান বা পৈঠা প্রস্তুত হয়। চিঠাতে ধারাবাহিক রূপে প্রত্যেক কিতা জমির বিবরণ লিখিত থাকে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন্ প্রজার দখলে মোট কত জমি তাহা সহসা দেখিয়া স্থির করা যায় না। খতিয়ানে প্রত্যেক প্রজার দখলে যত কিতা জমি থাকে তাহার দাগের সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বিবরণ লিখিত

হয়। খতিয়ানের সদর পৃষ্ঠায় মৌজার মোট জমি এবং হাসিল পতিত মাল লাখরাজ ইত্যাদির খোলাসা থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জমাবন্দি।

খতিয়ান হইতে জমাবন্দি বা জমিসঙ্গ জমার তেরিজ প্রস্তুত হয়। জমাবন্দি অর্থাৎ জমা নির্দ্ধারণ কিরূপে করিতে হয় তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। মনে কর খতিয়ানে (ক) নামক প্রজার দখলে সর্ব্বসমেত ২০ বিঘা জমি লিখিত আছে; তন্মধ্যে ৩ বিঘা আওল অর্থাৎ উৎকৃষ্ট; ৫ বিঘা দোএম এবং অবশিষ্ট ১২ বিঘা সুয়েম। এমত অবস্থায় উপরি উক্ত তিন প্রকার জমির নিরিখ যদি পরগণার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে যথাক্রমে ২৲ টাকা, ১৷০ টাকা এবং ১৲ টাকা হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে জমাবন্দি নির্দ্ধারিত হয়।

জোত শ্রী কলিমদ্দি মণ্ডল

জমি	নিরিখ		মহুকুফ হাজত	বাকি জমা	সোধ গুজস্তা	কমি	বেশি
আওল							
৩/০			৩		৩		
দোএম							
৫/০	১৷০	৭৷০	১৷				
সুয়েম							
১২/০	১৲	১২৲		১১	১১		
একুন ২০/০ কাত		২৫৷০	৫৷০	২০৲	২৫		

পরগণার প্রচলিত নিরিখ অনুসারে যে জমা নির্দ্ধারিত হয় জমিদার আপন ইচ্ছানুসারে সেই জমা সকল প্রজার নিকট আদায় করিতে পারেন না। জোতস্বত্ববান প্রজাগণ গুজস্তা অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসরের আদায় জমা অপেক্ষা অধিক খাজনা দিতে বাধ্য নহে। উপরি উক্ত উদাহরণে পরগণার নিরিখ সূত্রে ২৫৷৷° টাকা জমা অবধারিত হয়; কিন্তু প্রজার গুজস্তা জমা যদি ২০৲ টাকা হয় তাহা হইলে সে ২০৲ টাকার অধিক দিতে বাধ্য নহে। এমন স্থলে জমিদার রীতিমত নুটীস দিয়া জমা বৃদ্ধির জন্য আদালতে নালিশ করিতে পারেন; কিন্তু যদি তাহা না করেন অথবা জমা বৃদ্ধির নালিশ করিয়া কৃতকার্য্য না হইলে জমাবন্দি কাগজে অতিরিক্ত ৫৷৷° টাকা বন্দ্‌বস্তি হাজত উল্লেখে মহুকুফ অর্থাৎ মাপ দেওয়া হয়। ফলতঃ পরগণার নিরিখ অনুসারে সকল প্রজার নিকট খাজানা আদায় হয় না। জমাবন্দি প্রভৃতি কাগজে পরগণার নিরিখ ঠিক রাখিবার জন্য তদনুসারে জমা নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু আদায়ি জমা প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যূন হইলে মহুকুফ হাজত দেওয়া হয়; এবং অধিক হইলে কবুলাবেশি কিম্বা অন্য কোন প্রসঙ্গে অতিরিক্ত জমা বার করিয়া লওয়া হয়। জমাবন্দি কাগজে উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক প্রজার জমার হিসাব লিখিত থাকে; এই সকল পৃথক্ পৃথক্ হিসাব সঙ্কলন করিয়া প্রত্যেক প্রজার নাম ও জমার অঙ্ক সম্বলিত জমার তেরিজ প্রস্তুত হয়; এবং জমার তেরিজের অন্তর্গত জমার অঙ্ক সমুদয় একোয়াল করিয়া মহালের মোট হস্তবুদ অর্থাৎ স্থিত জমা নির্দ্ধারিত হয়। জমাবন্দি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় মাহালের মোট হস্তবুদ লিখিত হয়, তৎপরে জমার তেরিজ এবং শেষভাগে প্রত্যেক প্রজার জমাবন্দির পৃথক্ হিসাব থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়।

দেহাতি তহসিল ও দেহাতি নিকাস।

দেহাতি জমি জমা সংক্রান্ত স্থায়ী কাগজের মধ্যে চিঠা খতিয়ান এবং জমাবন্দি এই তিন প্রকার প্রধান। দেহাতি-তহসিল সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাগজের মুল জমাবন্দি। যেরূপ চিঠা হইতে খতিয়ান এবং খতিয়ান হইতে জমাবন্দি হয় সেইরূপ জমাবন্দি হইতে তহসিল সংক্রান্ত সমুদয় কাগজ প্রস্তুত হয়। দেহাতি তহসিল সম্বন্ধীয় বাৎসরিক কাগজ প্রধানতঃ তিন প্রকার।

১। আমদানি স্নুমার।

২। কড়চা।

৩। জমাওয়াসিল বাকি।

কড়চা এবং আমদানি স্নুমার জমিদারি বর্ষের আরম্ভ হইতে পত্তন হয় এবং আখিরিতে মোরত্তফ অর্থাৎ শেষ হয়। যে দিবস পুণ্যাহ হয় অর্থাৎ যে দিবস জমিদারের হুকুম অনুসারে প্রজাদিগের নিকট নূতন বর্ষের খাজনা প্রথম আদায় হয় সেই দিবস হইতে জমিদারি বৎসরের আরম্ভ। প্রজাগণ যখন যে খাজনা দেয় তজ্জন্য তাহাদিগকে দাখিলা বা কবচ দিতে হয়। প্রতি দিবস যে টাকা আদায় হয় তাহা আমদানি স্নুমারে সেহা অর্থাৎ জমা হয়। আমদানি স্নুমার এবং জমাবন্দি এই উভয় কাগজ হইতে কড়চা বা তৌজি প্রস্তুত হয়; কড়চায় প্রত্যেক প্রজার নামে পৃথক্ এক একটি হিসাব থাকে। এই হিসাবে প্রজার নিকট হাল খাজনা বকেয়া খাজনা সুদ ইত্যাদি বাবতে যত টাকা পাওনা হয় তাহা এক দিকে লিখিত হয়। অপর দিকে ইস্তক পুণ্যাহ নাগাইদ আখিরি এই কালের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে যত টাকা আদায় হয় তাহা ওয়াসিল দেওয়া হয়। কড়চার দ্বারা প্রজাদিগের চলিত হিসাবের বাকি সহজে জানিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন তারিখে যত টাকা ওয়াসিল দেওয়া থাকে তাহা একুন করিয়া

মোট পাওনা হইতে মিনাহ অর্থাৎ বাদ দিলে চলিত হিসাবের বাকি স্থির হয়।

প্রজার বাকি নাদারদ অর্থাৎ সমুদায় পাওনা টাকা আদায় হইলে প্রজাকে ফারখতি দেওয়া হয়। বৎসরের আখিরির পূর্ব্বে প্রজাগণ যদি সমুদয় বাকি পরিশোধ করিয়া ফারখতি হাসিল না করে তাহা হইলে বাকি টাকা আগামি বর্ষের কড়চায় বকেয়া বাকি উল্লেখে আগত করিয়া লওয়া হয়। জমিদারি বৎসরের আখিরিতে কড়চা এবং আমদানি সুমার মোরত্তব হইলে জমাওয়াসিল বাকি কাগজ প্রস্তুত হয়। কড়চাতে প্রত্যেক প্রজার চলিত হিসাব পৃথক্ রূপে লিখিত থাকে কিন্তু তদ্দারা সুবিধা রূপে গোসোয়ারা অর্থাৎ সমষ্টি করা যায় না। জমাওয়াসিল বাকির দ্বারা মহলের মোট জমা এবং তম্মধ্যে যত টাকা আদায় হয় ও যে যে বাবতে যত টাকা বৎসরের আখিরিতে বাকি থাকে তাহা জানিতে পারা যায়। জমাওয়াসিল বাকির লতা সর্ব্বত্র সমান নহে। ভিন্ন স্থানের প্রয়োজনানুসারে জমাওয়াশিল বাকির লতার বিভিন্নতা হইয়া থাকে। পরন্তু তলব, আদায় ও বাকি সংক্রান্ত অঙ্ক সমষ্টি করা জমা ওয়াসিল বাকির উদ্দেশ্য; সুতরাং উক্ত তিন শ্রেণীতে জমা ওয়াসিল বাকির লতা সমুদয় বিভক্ত। কোন কোন জমিদারের সেরেস্তায় জমা ওয়াসিল বাকিতে অনর্থক বহুসংখ্যক লতা থাকে; তজ্জন্য উক্ত কাগজ এরূপ বিস্তৃত ও জটিল হইয়া উঠে যে তদ্দারা কিছুই পরিষ্কার রূপে বোধগম্য হয় না। ফলতঃ নিকাসের জন্য এবং আদায় ওয়াসিল বাকি নির্ণয় করিবার জন্য যে যে অঙ্ক গোসোয়ারা করা আবশ্যক জমাওয়াসিল বাকিতে তাহারই পৃথক্ লতা থাকা উচিত।

দেহাতি পাটোয়ারি ও গোমস্তাগণ যদি কোন পরগণার কাছারির অধীন হয় তাহা হইলে পরগণার নায়েবের নিকট নতুবা জমিদারের সদর কাছারিতে বৎসরের আখিরিতে নিকাশ দিবার জন্য দেহাতি কড়চা ও জমাওয়াশিল বাকি প্রভৃতি কাগজ দাখিল করে। ঐ সমস্ত কাগজ দাখিল হইলে পর দেহাতি নিকাশ হইয়া ফর্দ্দি প্রস্তুত হয়; দেহাতি ফর্দ্দির যে উদাহরণ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা মনো-

যোগ পূর্ব্বক দেখিলেই দেহাতি নিকাসের প্রণালী বোধগম্য হইতে পারে। দেহাতি নিকাসি ফর্দ্দিতে সর্ব্ব-প্রথমে জমাগুজস্তা অর্থাৎ গত বৎসর মহালে যত টাকা স্থিত ছিল তাহা লিখিত হয়; তৎপরে চলিত বৎসরের আবাদ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে যদি কোন প্রজা পলায়ন কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জোত পরিত্যাগ করায় অথবা নদী ভঙ্গ প্রভৃতি কারণে স্থিত জমার কমি হয় তাহা হইলে পলাতকা কমি, ইস্তফা কমি, নদীভঙ্গ কমি, ইত্যাদি উল্লেখে মোট যে টাকা কমি হয় তাহা জমা-গুজস্তা হইতে বাদ দেওয়া হয়। যেরূপ কমি হইলে গুজস্তা জমা হইতে খারিজ দিতে হয়; সেইরূপ পড়তি আবাদ পলাতকা পত্তন ইত্যাদি কারণে স্থিত জমায় বৃদ্ধি হইলে নিকাশি ফর্দ্দিতে ইজাফা পড়তি আবাদ গয়রহ উল্লেখে গুজস্তা জমার উপর বার করিয়া লইতে হয়। এই প্রণালীতে জমাগুজস্তা হইতে কমিঅঙ্ক বাদ দিয়া বেশি অঙ্ক বার করত চলিত বৎসরের স্থিত জমা নির্ণীত হইলে তাহার উপর বকেয়া বাকি স্থদ এবং বাজে বাবতান আদি অঙ্ক বার করা হয়। হাল খাজানা, বকেয়া খাজানা, স্থদ, বাজে বাবতান, এই সমুদয় অঙ্ক সমষ্টি করিলে চলিত বৎসরের মোট পাওনা অবধারিত হয়; এই মোট পাওনা টাকা হইতে মুজরাই সরঞ্জামি, হুকুমি খরচ, এবং ইরসাল খরচ বাদ দিলে যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা মহালে প্রজাদিগের নিকট পাওনা থাকিলে বিলাত বাকি নাচুবা তহবিল বাকি উল্লেখে লিখিত হয়; যদি কিয়দংশ প্রজা দিগের নিকট পাওনা থাকে তাহা হইলে সেই অংশ বিলাত বাকি এবং অবশিষ্ট টাকা গমস্তার তহবিল সাব্যস্ত হয়। নিকাসি ফর্দ্দি প্রস্তুত করিতে হইলে যে যে অঙ্কের প্রয়োজন তাহা গমস্তার দাখিলি জমা-ওয়াসিলবাকি কাগজের সদর পৃষ্ঠা দেখিলে জানা যায়; যদি গোমস্তার কাগজে সন্দেহ হয় অর্থাৎ যদি এরূপ বিবেচনা হয় যে জমাওয়াসিল বাকিতে যত টাকা বিলাত লিখিত আছে মহালে প্রজাদিগের নিকট বাস্তবিক তাহা স্থিত নাই, তাহা হইলে অন্য কোন আমলা নিযুক্ত করিয়া মহালের বাকি ওয়াসিলাত করিতে হয়। ওয়াসিলাত করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহাকে ওয়াসিলাতের আমিন কহে।

ওয়াসিলাতের আমিন প্রত্যেক প্রজার দাখিলা কারখতি তলব দ্বারা দৃষ্টি করতঃ বাকিজায় প্রস্তুত করে। বাকিজায়ে প্রত্যেক প্রজার নিকটে যত টাকা পাওনা থাকে তাহা লিখিত হয়; এবং সেই সমুদয় বাকি সমষ্টি করিলে মহালের মোট বিলাত বাকি অবধারিত হয়। কমি বেশির অঙ্ক সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেও এইরূপ তদন্ত করিতে হয়।

নিকাসি ফর্দ্দি বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না জানিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় দেখিতে হয়।

১। জমাওজস্তার অঙ্ক গুজস্তা কাগজের সহিত ঐক্য আছে কি না।

২। কোন প্রজা যদি ভোগ পলাতকা হয়, অর্থাৎ ফসল ভোগ করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে মহালের গমস্তা সেই প্রজার বাকি খাজনার জন্য নিজে দায়িক হয়; এই নিমিত্ত রপ্তাওয়ারি কাগজ অর্থাৎ পলাতকা তেরিজে যে যে প্রজার নাম থাকে, তাহারা চলিত বৎসরে ফসল ভোগ করিয়াছে কি না অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৩। যে প্রজা জোত ইস্তফা করে তাহার বকেয়া বাকি আছে কি না দেখা উচিত; বকেয়া বাকি থাকিলে ইস্তফা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

৪। যে প্রজা পলায়ন কিম্বা জোত পরিত্যাগ করে তাহার গুজস্তা জমা কত ছিল দেখা উচিত; নতুবা কখন কখন এরূপ ঘটে যে প্রজার বাস্তবিক যত টাকা জমা ছিল পলাতকা হইলে গমস্তা প্রভৃতি স্থিত জমা হইতে তদপেক্ষা অধিক টাকা কমি দেয়।

৫। বকেয়া বাকির অঙ্ক গুজস্তা ফর্দ্দির সহিত ঐক্য আছে কি না দেখা উচিত।

যে সুদ বার করা হয় তাহাতে কোন কপট সহ আছে কি না।

৭। বাজে বাবতান সমুদয় অঙ্ক বার হইয়াছে কি না অর্থাৎ কোন অঙ্ক ছাট আছে কি না বিশেষ দ্রষ্টব্য।

৮। কোন অঙ্ক বার করিতে অথবা খারিজ দিতে সহ আছে কি না।

৯। মুজরাই সরঞ্জামি হুকুমি খরচ ইত্যাদি যে খরচ মুজরা দেওয়া হয় তাহা বাস্তবিক খরচ হইয়াছে কি না এবং যে যে খরচের হুকুম আবশ্যক তাহার হুকুম ছিল কি না।

১০। যে টাকা ইরসাল খরচ লিখিত থাকে বাস্তবিক তাহা ইর-সাল হইয়া সদর কাছারির আমদানি সুমারে জমা আছে কি না।

নিকাসি ফর্দ্দিতে গমস্তার দস্তখত এবং বিলাত ও তহবিল বাকির অঙ্ক মবলগ বন্দি করিয়া লইতে হয়। দেহাতি নিকাশ মঞ্জুর হইলে এক প্রস্থ পরগণাতি নায়েব কর্ত্তৃক মোহর ছেপ্ত অথবা অন্য কোন প্রকারে নিশানি হইয়া গমস্তাকে প্রদত্ত হয়; অপর প্রস্থ সেরেস্তায় দাখিল থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরগণাতি কাছারি।

পরগণাতি কাছারি হইতে বহু সংখ্যক মৌজার তহসিল হয়। পর-গণাতি কাছারির কর্ত্তৃত্ব ভার যে আমলার উপর অর্পিত থাকে তাহাকে নায়েব কহে। নায়েব পরগণার আদায় তহসিলের জন্য নিজে জমিদারের নিকট দায়িক। দেহাতি গোমাস্তা সকল নায়েবের দ্বারা নিযুক্ত হয় এবং তাহারা সকল বিষয়ে নায়েবের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকে। পরগণাতি কাছারি প্রধানতঃ জমা এবং সুমার এই দুই সেরাস্তা অর্থাৎ বিভাগে বিভক্ত। জমা সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারীকে জমা নবিস এবং স্থল বিশেষে কারকুন কহে। জমা নবিশের অধীনে একজন পেস্কার এবং আবশ্যক মত কতকগুলি মহুরর থাকে। সুমার সেরেস্তার প্রধান কর্ম্ম-চারীকে সুমার নবিস কহে। সুমার নবিসের অধীনে একজন তৌজি নবিস এবং কতকগুলি মহুরর থাকে। দেহাতি আমিন এবং পাটোয়ারি-দিগের দাখিলি জমি জমা সংক্রান্ত সমুদয় কাগজ জমা সেরেস্তায় নিকাস ও গোসোয়ারা হয়। আমিনগণ জরিপ সমাধা করিয়া চিঠা পৈঠা আদি কাগজ পরগণাতি কাছারিতে দাখিল করিলে জমা সেরেস্তায় ঐ সমস্ত মোকাবেলা হয় এবং যদি তাহাতে কোনরূপ তঞ্চকতা অথবা ঠিক সহ,

কষট্টসহ খতিয়ান সহ ইত্যাদি কোন রূপ ভ্রম প্রকাশ না হয় তাহা হইলে ঐ সমস্ত কাগজ হইতে পরগণাতি রকবাবন্দি বহি প্রস্তুত হয়। রকবাবন্দি বহিতে পরগণার অন্তর্গত প্রত্যেক মৌজার নাম এবং মোট রকবা হাসিল পতিত মাল লাখেরাজ ইত্যাদি খোলাসা লিখিত থাকে।

একন্দাজ জরিপ আমিনের চিঠা পৈঠা য় তঞ্চকতা প্রকাশ হইলে পরতাল অর্থাৎ দ্বিতীয়বার জরিপ হয়। জরিপ বিশুদ্ধরূপে হইয়াছে কি না তাহা কাগজ দেখিয়া নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। চিঠা এবং খতিয়ানে যদি ঠিক সহ, কষট্টসহ, খতিয়ান সহ, প্রভৃতি সঙ্কলন কিম্বা হিসাবের ভ্রম থাকে তাহা অনায়াসে সংশোধন করা যাইতে পারে; কিন্তু রকম ফের অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জমি অপকৃষ্ট বলিয়া লিখিত থাকিলে পরতাল জরিপ ব্যতিরেকে তাহা প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। জেলার কালেক্টরিতে মৌজাওয়ার রেজেষ্টরি অর্থাৎ প্রত্যেক মাহালের অন্তর্গত সমুদায় মৌজার নাম সঙ্কলিত বহিতে থাকবস্তার জরিপ অনুযায়ী যে রকবা লিখিত থাকে তাহা জরিপি চিঠার সহিত ঐক্য করিয়া দেখা উচিত। যদি মৌজাওয়ার রেজেষ্টরির সহিত জরিপি চিঠার লিখিত মোট রকবা পরিমাণের প্রভেদ অতিরিক্ত না হয় তাহা হইলে জরিপ অনেক অংশে বিশুদ্ধ এরূপ মনে করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা জরিপে দাগ ছাট গ্রেপ্ত অর্থাৎ নির্ণয় করা যায় না। কম্পাসের দ্বারা জরিপ করিয়া ক্ষেত্রবণ্টক নক্সা প্রস্তুত করত থাক নক্সার সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে জরিপ প্রায় বিশুদ্ধ হয়।

জমাবন্দি কাগজ কোন কোন স্থলে জমা সেরেস্তা হইতে প্রস্তুত হয়। আমিনের দ্বারা উক্ত কাগজ সঙ্কলিত হইলে জমা সেরেস্তায় উহার নিকাস হইয়া থাকে। জমাবন্দি স্থায়ী কাগজ; এবং উহা আদায় তহ-সিল সম্বন্ধীয় সমুদয় কাগজের মূল; এই নিমিত্ত উক্ত কাগজ বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক নিকাস করিয়া দেখা উচিত। জমাবন্দি কাগজে জমিদারের ক্ষতিজনক কোন ঠিক সহ কিম্বা কষট্ট সহ থাকিলে ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ফলতঃ জমাবন্দি কাগজে যাহাতে কোন প্রকার সহ অর্থাৎ ভুল না থাকে তজ্জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা উচিত।

যেরূপ চিঠা পৈঠা হইতে গোসোয়ারা করিয়া রকবাবন্দি বহি প্রস্তুত হয় তদ্রূপ প্রত্যেক মৌজার পৃথক্ পৃথক্ জমাবন্দি গোসোয়ারা করিয়া পরগণাতি তেরিজ সঙ্কলিত হয়। পরগণাতি তেরিজের দ্বারা পরগণার মোট হস্তবুদ এবং মাসিক তলব ইত্যাদি বিষয় জানিতে পারা যায়। পরগণাতি তেরিজ হইতে প্রতিমাসে এক এক খানি তলববন্দ কাগজ প্রস্তুত হয়। তলববন্দ কাগজে প্রত্যেক গোমাস্তার তহসিলাধীন মাহালের নাম এবং মাসিক খাজনার তলব লিখিত থাকে। তলব বন্দ কাগজ জমা-সেরেস্তায় সঙ্কলিত এবং তদনুসারে খাজনার তলব চিঠি মফঃস্বলে জারি হয়।

পরগণাতি আয় ব্যয়ের হিসাব রাখাই সুমার সেরেস্তার প্রধান কার্য্য। যখন যে টাকা মফঃস্বল হইতে আমদানি হয় তাহা আমদানি সুমারে সেহা অর্থাৎ জমা হয় এবং প্রতি দিবস যে টাকা মুজরাই সরঞ্জমি কিম্বা অন্য কোন বাবতে খরচ হয় তাহা সুমারে খরচ লেখা হইয়া থাকে। দৈনিক জমা খরচ মোরত্তফ হইলে তাহার নীচে বাকিয়ান বা কৈফিয়ত লিখিত হয়। বাকিয়ানের দ্বারা মজুত তহবিল নির্ণয় হয়; বাকিয়ান কিরূপে লিখিত হয় নিম্নের উদাহরণ দেখিলে প্রতীতি হইবে। মনেকর এক দিবসের আমদানি ৫০০ টাকা এবং খরচ ১০০ টাকা; এমত অবস্থায় যদি পূর্ব্ব দিবসের মজুত তহবিল১২০০ টাকা থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বাকিয়ান লিখিত হয়।

সাবেক মজুত————১২০০
নিজরোজ আমদানি——৫০০

একুণে ১৭০০
মিনাহ খরচা————১০০

বাকি মজুত তহবিল——১৬০০
মঃ একহাজার ছয় শত টাকা ইতি।

যদি মজুত তহবিল হইতে কাহাকে হাওলাৎ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাকিয়ানে তহবিল মজুদাদ এবং তহবিল হাওলাৎ উল্লেখে পৃথক জায়

দেওয়া থাকে। কর্জ্জা টাকা যে দিবস আদায় হয় সেই দিবসের বাকিয়ানে মজুত তহবিলে উদয় হাওলাৎ উল্লেখে বার করিয়া লওয়া হয়। যদি উপরিউক্ত বাকিয়ানে মজুত তহবিল ১৬০০ টাকার মধ্যে ৫০০ টাকা হাওলাৎ দেওয়া থাকে এবং সেই হাওলাতি টাকার মধ্যে ৩০০ টাকা আদায় হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কৈফিয়ৎ লিখিত হয়।

তহবিল মজুদাদ——————১১০০ তহবিল হাওলাৎ——————৫০০

উদয় হাওলাৎ নিজরোজ } ——————৩০০ দাখিল উদয় হাওলাৎ——————৩০০

মজুত তহবিল——————১৪০০ বাকি তহবিল হাওলাৎ——————২০০

সুমার সেরেস্তার আয় ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজের মূল আমদানি সুমার। আমদানি সুমার হইতে খতিয়ান করিয়া তৌজি প্রস্তুত হয়; তৌজিতে প্রত্যেক মহালের চলিত হিসাব থাকে। দেহাতি তহসিল সম্বন্ধে যেরূপ কড়চা, পরগণাতি তহসিল সংক্রান্ত কাগজের মধ্যে তৌজিও সেইরূপ। আমদানি সুমারে যে টাকা জমা হয় তৌজিতে তাহা ওয়াসিল দেওয়া হয়; এবং জমা সেরেস্তা হইতে যে তলববন্দ প্রস্তুত হয় তদনুসারে তৌজিতে তলববার হয়। কোন মাহালে কত টাকা আদায় হইয়াছে এবং কত টাকা বাকি আছে তাহা তৌজি দেখিলে সামান্যতঃ জানিতে পারা যায়। জমিদারি বৎসর যে দিবস আরম্ভ হয় অর্থাৎ পুণ্যাহের দিবস হইতে আমদানি সুমার এবং তৌজি পত্তন হয় ও আখিরিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় পুণ্যাহের পূর্ব্ব দিবসে মোরত্তফ হয়। বৎসরের শেষে যদি কোন মাহালের বাকি নদারদ অর্থাৎ নিঃশেষিত রূপে আদায় না হয় তাহা হইলে যে টাকা বাকি থাকে তাহা আগামী বর্ষের তৌজিতে বকেয়া বাকি উল্লেখে আগত করিয়া লওয়া হয়। তৌজি সঙ্কলন করিয়া ওয়াশিলাতের কাগজ প্রস্তুত হয়। কোন মাহালে কত টাকা এক বৎসরের মধ্যে আদায় হইয়াছে তাহা ওয়াশিলাত দেখিলে জানা যায়।

পরগণাতি জমা সেরেস্তায় পরগণাতি ওয়াসিল বাকি এবং সুমার সেরেস্তায় নিকাসি জমা খরচ প্রস্তুত হয়; দেহাতি ওয়াসিল বাকি সমুদয় গোসয়ারা করিয়া পরগণাতি ওয়াসিল বাকি সঙ্কলিত হয়। পরগণাতি ওয়াসিল বাকিতে প্রত্যেক মৌজার নাম এবং তলব আদায় বাকি ইত্যাদি সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক পৃথক পৃথক লতা অনুসারে গোসোয়ারা হয়। নিকাসি জমা খরচের প্রথম পৃষ্ঠায় মোট আদায় লিখিত হয়; তৎপরে আদায়ের তেরিজ এবং সর্ব্ব শেষ ভাগে ভিন্ন ভিন্ন বাবতে যত টাকা বৎসরের মধ্যে ব্যয় হয় তাহা লিখিত হইয়া বাকিয়ান করা হয়।

জমিদারের সদর কাছারিতে পরগণাতি নিকাস হয়। দেহাতি নিকাস যে প্রণালীতে হয় পরগণাতি নিকাসও সেই প্রণালীতে হইয়া থাকে। পরন্তু পরগণাতি কাছারিতে কখন কখন জমিদারের অনুমতি বিনা টাকা খরচ হয়; সেই সকল খরচ ন্যায় সঙ্গত কি না জানার জন্য, নিকাসি ফর্দ্দি প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে, জমাখরচের লিখিত খরচের অঙ্ক সমুদয় বিশেষ রূপে দেখা উচিত; যদি কোন খরচ অন্যায় বিবেচনায় না মঞ্জুর করা হয় তাহা হইলে তদনুসারে বাকিয়ান সংশোধন করিতে হয়। পরগণাতি জমা খরচের লিখিত খরচের অঙ্ক সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বাহাল বাজাপ্ত করতঃ বাকিয়ান সংশোধন হইলে তৎপরে আদায় তহসিল সংক্রান্ত কাগজের নিকাস আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ প্রত্যেক মৌজার ফর্দ্দি ও ওয়াসিল বাকি দেখিতে হয়; তৎপরে ঐ সমুদয় কাগজের সহিত পরগণাতি ওয়াশিল বাকি ঐক্য আছে কি না দেখা আবশ্যক। পরগণাতি ওয়াসিল বাকিতে যদি কোন সহ না থাকে অথবা যদি সহ থাকে তাহা সংশোধন করতঃ নিকাসি ফর্দ্দি প্রস্তুত হয়। দেহাতি ফর্দ্দি যে প্রণালীতে প্রস্তুত হয় পরগণাতি ফর্দ্দিও সেই প্রণালীতে হইয়া থাকে; এবং দেহাতি ফর্দ্দি বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না জানার জন্য যে যে বিষয় দেখা আবশ্যক পরগণাতি নিকাস লইতে হইলেও সেই সকল বিষয় দেখা উচিত।

সপ্তম অধ্যায়।

আদায় তহসিল।

অনেক স্থলে অধীনস্থ তালুকদার এবং প্রজাগণ সেচ্ছাপূর্ব্বক খাজনা আদায় করে না। পত্তনি তালুকদারগণ নিয়ম মত খাজনা আদায় না করিলে জেলার কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করতঃ পত্তনি তালুক নিলাম করাইয়া চলিত বৎসরের খাজনা আদায় হইতে পারে; খাজনা বাকির জন্য জেলার কালেক্টরের দ্বারা পত্তনি তালুকের যে নীলাম হয় তাহাকে অষ্টম কহে; বৎসরের মধ্যে দুই বার অর্থাৎ বৈশাখ মাসে এক বার আর একবার কার্ত্তিক মাসে অষ্টম হয়; বকেয়া বাকির জন্য অষ্টম হয় না। পত্তনি তালুকদারের বকেয়া বাকি থাকিলে অন্যান্য শ্রেণীর তালুকদার বা প্রজার ন্যায় তিন বৎসরের মধ্যে দাওয়ানি আদলতে নালিস করিতে হয়।

কৃষিজীবি প্রজাগণ রীতি মত খাজনা আদায় না করিলে জমিদার নিজের ক্ষমতায় ক্ষেত্রের ফসল ক্রোক করিয়া আদালতের সাহায্যে ফসল ক্রোক দিয়া নীলাম করাইতে হয় তাহা ১৮৬৯ সালের ৮ আইনে বিধিবদ্ধ আছে। জোতস্বত্ববান প্রজার এক বৎসরের অধিক কাল খাজনা বাকি থাকিলে, খাজনা বাকির নালিসে জোত উচ্ছেদের প্রার্থনা করা যাইতে পারে। যে তারিখে নালিস ডিক্রি হয় তাহার ১৫ দিবসের মধ্যে যদি প্রজা ডিক্রির টাকা সমুদয় পরিশোধ করে তাহা হইলে জোত উচ্ছেদ রহিত হয়। প্রজাগণ সরারতি করিয়া খাজনা আদায় নাকরিলে অজ বাকির উপর শতকে ২৫৲ টাকা হিসাবে খেসারত পাঁওয়া যায়; খেসারতের প্রার্থনা করিলে কিস্তি খেলাপি সুদ পাওয়া যায় না।

যে তারিখে খাজনা পাওনা হয় সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে নালিস নাকরিলে তামাদি অর্থাৎ ব্যবহার হানি হয়; ১২৮২ সালের

খাজনা যদি বাকি থাকে তার জন্য ১২৮৫ সালের ৩০ সা চৈত্র তারিখের মধ্যে নালিস না করিলে তামাদি হয়। খাজনা বাকির ডিক্রি ৫০০ টাকার ন্যূন হইলে ডিক্রির তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে জারি করিতে হয়; তিন বৎসরে পরে আর জারি হয় না।

কোন প্রজার নামে বাকি খাজনার নালিসি আরজি প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিবরণ আবশ্যক।

১। প্রজার নাম সাকিন থানা পরগণা।

২। জোতের জমি যে মৌজা এবং পরগণার অন্তর্গত তাহার নাম।

৩। একুন দাবি মায় সুদ অথবা খেসারত।

৪। জোতের জমির পরিমাণ এবং বার্ষিক জমা।

৫। কোন তারিখ হইতে কোন তারিখ পর্য্যন্ত আদায় বাদে কত বাকি।

৬। জোত উচ্ছেদের প্রার্থনা থাকিলে জোতের অন্তর্গত প্রত্যেক কিতা জমির চৌহদ্দি।

জমিদার প্রজার নিকট খাজনা লইতে অস্বীকার হইলে প্রজা স্থানীয় আদালতে আপন দেয় টাকা আমানত করিতে পারে। প্রজা আদালতে খাজনা আমানত করিলে জমিদারের উপর নুটিস জারি হয়। প্রজা যে পরিমাণ খাজনা আমানত করে তদপেক্ষা জমিদারের অধিক প্রাপ্য থাকিলে নুটিস জারির তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রজার নামে নালিস করিতে হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

নিরিখ বৃদ্ধি ও জমাবৃদ্ধির নালিস।

যে সকল প্রজা বা মধ্য বর্ত্তীত লুকদার দশসালার বন্দবস্তের পূর্ব্ব হইতে এক নিয়মে খাজনা দিয়া আসিতেছে তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি হয় না।

দশসালার বন্দবস্তের পরে জে সকল প্রজার নিরিখ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাদিগের নিরিখ কোন কোন কারণে বৃদ্ধি হইতে পারে। কি কি কারণে নিরিখ বৃদ্ধি ও জমা বৃদ্ধির নালিস চলিতে পারে তাহা ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারায় লিখিত আছে; তাহার বিশেষ বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক। যে বৎসর হইতে জমা বৃদ্ধির দাবি করা অভিপ্রায় হয়, তাহার পূর্ব্ব বৎসর পৌষ মাসে জেলার কালেক্টরের দ্বারা প্রজাকে নুটিস দিতে হয়। যদি ১২৯০ সাল হইতে জমা বৃদ্ধির দাবি করা স্থির হয় তাহা হইলে ১২৮৯ সালে পৌষ মাসে নুটিস দিতে হয়; এবং ঐরূপ নুটিস দিলে ১২৯১ সালের বৈশাখ হইতে আষাঢ় এই তিন মাসের মধ্যে জমাবৃদ্ধির নালিস দায়ের করিতে হয়। উক্ত মেয়াদের মধ্যে নালিস দায়ের না করিলে ১২৮৯ সালের নুটিসের মুলে আর নালিস চলে না। জমাবৃদ্ধির নুটিসের উদাহরণ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইল।

নবম অধ্যায়।

সিকস্তি পয়স্তি।

বৃহৎ নদী সমুদয়ের তীরস্থ ভূমি স্রোতের প্রবাহে সচরাচর সিকস্ত অর্থাৎ নদীগর্ভগত হয়; এবং কিছুকাল পরে অপর পারে পুনরুত্থাপিত হয়। জমি ভগ্ন হইবার পূর্ব্বে যাহার যেরূপ স্বত্ব থাকে পুনরুত্থিত হইলে সেই সেই ব্যক্তি স্বত্ববান হয়। পূর্ব্বাধিকারিগণ পুনরুৎপন্ন ভূমি অধিকার না করিলে যাহার ভূমির সংলগ্নে পয়স্ত হয় সেই ব্যক্তি অধিকার প্রাপ্ত হয়। কোন জমিদারির সংলগ্নে নূতন চর উদ্ভব হইলে সেই জমিদার ঐ নূতন চরের স্বত্বাধিকারী হন। কিন্তু সেই নূতন চর গবর্ণমেণ্টের নিকট পৃথক রূপে বন্দবস্ত করিয়া লইতে হয়। নূতন চরে যে পরিমাণ জমাস্থিত হয় তন্মধ্যে জমিদারি মালিকানা স্বরূপ শতকে ১০

টাকা এবং আদায় খরচা শতকে ২০ জমিদার পাইয়া থাকেন; এবং মোট স্থিত জমার দশ অংশের সাত অংশ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে হয়। জমিদার বন্দবস্ত করিয়া না লইলে অপরের সহিত বন্দবস্ত হয়; তাহা হইলে জমিদার আদারি টাকার মধ্যে শতকে ১০ টাকা হিসাবে মালিকানা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাইয়া থাকেন। পয়স্ত চরে মধ্যবর্ত্তী তালুকদার এবং চিরস্থায়ী প্রজাগণেরও স্বত্ব হয়; এবং তাহারা জমিদারের নিকট উচিত জমায় বন্দবস্ত করিয়া লইতে পারে।

দশম অধ্যায়।

মধ্যবর্ত্তী তালুকদার এবং প্রজাদিগের নাম দাখিল খারিজ ও জোতবাটোয়ারা।

মধ্যবর্ত্তী তালুকদারগণ জমিদারের সেরেস্তায় আপন আপন নাম দাখিল খারিজ করিতে আইন অনুসারে বাধ্য। যদি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে কিম্বা ক্রয় করতঃ কোন তালুকের অধিকারী হইয়া জমিদারের সেরেস্তায় পূর্ব্ব মালিকের নাম খারিজে আপন নাম পত্তন না করে তাহা হইলে জমিদার তাহার নিকট খাজনা না লইয়া পূর্ব্ব মালিকের নামে খাজনা বাকির নালিস করতঃ ডিক্রি জারিতে তালুক নীলাম করাইতে পারেন; অথবা পূর্ব্বমালিক জীবিত না থাকিলে খাজনা আদায় তহসিলের জন্য ক্রোক সাজোয়াল নিযুক্ত করিতে পারেন। পত্তনি তালুক হস্তান্তর হইলে যে নিয়মে নাম খারিজ দাখিল হয় তাহা ১৮১৯ সালের অষ্টম কানুনে বিধিবদ্ধ আছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে তালুক হস্তান্তর হইলে যে ব্যক্তি নাম খারিজ দাখিলের প্রার্থনা করে সেই ব্যক্তি বাস্তবিক পূর্ব্ব মালিকের উত্তরাধিকারী কি না জানা উচিত; সন্দেহ স্থল হইলে এস্তাহার দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি কেহ আপত্তিকারী উপস্থিত হয় তবে সেই ব্যক্তির আপত্তি

সম্ভূত কি না বিবেচনা করিয়া নাম খারিজদাখিলের প্রার্থনা মঞ্জুর করা স্থির করিতে হয়।

খোসকবলায় খরিদ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি নাম দাখিল খারিজের প্রার্থনা করে তাহা হইলে নীচের লিখিত কয়েকটি বিষয়ের তদারক আবশ্যক।

১। পূর্ব্ব মালিকের বিক্রয় করিবার স্বত্ব ছিল কি না।

২। ক্রয় লেখ্য আইন অনুসারে সিদ্ধ কি না। অর্থাৎ রীতি মত ষ্ট্যাম্প যুক্ত ও রেজষ্টরি কৃত কি না।

৩। ক্রয় লেখ্য পত্রে জমি জমা ও স্বত্বের বিবরণ প্রকৃত রূপে লিখিত আছে কি না বিশেষ দ্রষ্টব্য; প্রজাগণ অনেক স্থলে সরাসরি জোত মৌরসি বলিয়া বিক্রয় কবলায় উল্লেখ করে; এবং জমি জমার প্রকৃত পরিমাণ না লিখিয়া, জমি অধিক, জমা অল্প, লিখিয়া থাকে।

৪। নাম খারিজ দাখিলের পূর্ব্ব তারিখ পর্য্যন্ত বাকি খাজনা কাহার নিকট আদায় হইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া লওয়া উচিত।

জোত বাটোয়ারা পূর্ব্বক দাখিল খারিজের জন্য কেহ প্রার্থিত হইলে জমি উত্তম, অধম বিবেচনায় তোক করিয়া বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা অনেক স্থলে উত্তম জমি অল্প জমায় দখল রাখিবার জন্য নিকৃষ্ট অংশ বিনামিতে খারিজ দাখিল করিয়া কিছু দিবস পরে বিনামিদারের দ্বারা ঐ অংশ প্রজা ইস্তফা করিতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

জমিদারি খরিদ।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর হইলে ক্রেতার যেরূপ স্বত্ব হয় তাহা ১৮৮২ সালের ৪ আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত আইন

লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে কোন সম্পত্তি বাচনিক ক্রয় বিক্রয় হইতে পারিত। কিন্তু একণে যেরূপ আইন হইয়াছে তাহাতে ১০০ টাকার অধিক মূল্যের কোন সম্পত্তি রেজষ্টরি ক্রয়লেখ্য ব্যতীত বিক্রয় হইতে পারে না। ১০০ টাকার কম মূল্যের সম্পত্তি রেজষ্টরিকৃত ক্রয়লেখ্য অথবা অধিকার ত্যাগ এবং স্বীকারের দ্বারা দান বিক্রয় হইতে পারে। ১৮৮২ সালের ৪ আইন জারি হইবার পূর্ব্বে রেজষ্টরি আইন অনুসারে ১০০ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি সংক্রান্ত ক্রয়লেখ্য পত্রাদি রেজষ্টরি না করিলে কোন আদালতে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত না, সুতরাং সেই দলিল অকর্ম্মণ্য হইত। একণে কেবল দলিল অকর্ম্মণ্য হইবেক এমত নহে; ১০০ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের সম্পত্তি রেজষ্টরি দলিল ব্যতিরেকে বিক্রয় হইবেক না।

জমিদারি ক্রয় করিতে হইলে যেরূপ অনুসন্ধান জানা আবশ্যক তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। জমিদারি ক্রয় করিতে হইলে প্রথমতঃ বিক্রেতার নাম জেলার কালেক্টরিতে জারি আছে কি না দেখা উচিত।

২। বিক্রেতা যথার্থ স্বত্বাধিকারী কি না অর্থাৎ প্রস্তাবিত মহাল লইয়া অন্য কোন ব্যক্তির সহিত স্বত্ব ঘটিত মোকদ্দমা হওয়া সম্ভব কি না জানা কর্ত্তব্য।

৩। বিক্রেতা আইন অনুসারে বিক্রয় করিতে সমর্থ কি না।

৪। প্রস্তাবিত মহাল কোন প্রকার দায় সংযুক্ত আছে কি না স্থানীয় রেজষ্টরি আপিসে সন্ধান জানা কর্ত্তব্য।

৫। মহালের হস্তবুদ জমা এবং প্রজাদিগের স্বত্ব কিরূপ তদ্বিষয়ে রোডসেস আপিশে তদন্ত জানা আবশ্যক।

৬। মহালের মোট রকবা জানা জন্য থাক নক্সা এবং মৌজাওয়ার রেজষ্টরি দেখা কর্ত্তব্য।

৭। আবাদ যোগ্য পতিত জমি কি পরিমাণ আছে তাহার স্থানীয় অনুসন্ধান জানা উচিত।

৮। নদী ভঙ্গ কিম্বা জলপ্লাবনে ক্ষতি হয় কি না।

৯। নিকটবর্ত্তী জমিদারদিগের সহিত সীমা সরহদ্দের গোলযোগ আছে কি না।

১০। প্রস্তাবিত মহালের অন্তর্গত মৌজা সমূহ এক চাপে এবং আর অন্যের মধ্যে কি না।

১১। মহালে অন্য কোন সরিক আছে কিনা।

রেবেনিউ সেল অর্থাৎ খাজানা বাকির নীলামে জমিদারি খরিদ করিতে হইলে প্রথম চারি দফার কোন বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় না। জমিদারি ক্রয় করিলে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে দখলিকার হইলে ১৮৭৬ সালের ৭ আইন অনুসারে নাম জারি করিতে হয়। সরিকান মহাল হইলে জেলার কালেক্টরিতে হিসাব পৃথক্ করিয়া লওয়া উচিত। সরিকান মহালে তৌজি পৃথক্ না থাকিলে, সরিক জমিদার খাজনা দিতে অসমর্থ হইলে, সমুদায় মহাল নীলাম হয়। সরিকান মহালে সরিক জমিদারদিগের সহিত এজমালিতে আদায় তহসিল বিশেষতঃ জরিপ জমাবন্দি জমানিসস্ত করিতে অনেক অসুবিধা হয়। এই নিমিত্ত সরিকান মহালের জমি জেলার কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, ছাহাম বাটোয়ারা করিয়া লওয়া বিধি আছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৃহৎ জমিদারি সমুদয়ের রাজস্ব চারি কিস্তিতে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে হয়; সকল কিস্তি সমান নহে; দেশ বিশেষে ফসল অনুসারে কিস্তির পরিমাণ ধার্য্য আছে। যে জমিদারের বহুসংখ্যক নম্বর জমিদারি থাকে তাহার প্রধান কাছারিতে একখানি কোয়াটরের বহি থাকে। কোয়াটরের বহির দক্ষিণ ভাগে কিস্তি অনুসারে দেয় খাজনা পথকর আদির পরিমাণ লিখিত হয়; এবং কোয়াটরের টাকা দাখিল হইলে বামভাগে ওয়াসিল দেওয়া হয়। কোয়াটরের শেষ দিনের কিছু পূর্ব্বে

টাকা দাখিল করা কর্ত্তব্য। নতুবা কোন গোলযোগ বশতঃ কোয়াটরের শেষ দিনে টাকা দাখিল না হইলে জমিদারি নিলাম হইতে পারে। জমিদারি পত্তনি বিলি থাকিলে কোয়াটারের শেষ দিনের পূর্ব্বে জমিদার খাজনা দাখিল করিয়াছে কি না তাহা পত্তনিদারের জানা আবশ্যক।

জমিদারি বাকি রাজস্বের দায়ে নিলাম হইলে অধীন পত্তনি প্রভৃতি। তালুক রহিত হইতে পারে; এই নিমিত্ত পত্তনি তালুক কালেক্টরিতে রেজেষ্টরি না থাকে সেই সকল তালুকের জমিদার সরকারি রাজস্ব দাখিল করিয়াছে কি না তাহা পাওনা দারের অনুসন্ধান রাখা আবশ্যক হয়।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জমিদার এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীর ভূম্যধিকারিদিগের উপর পথকর ও সরকারি ইমারত কর এই দুইটি নুতন কর নিসস্ত হইয়াছে। যে প্রণালীতে পথকর আদায় হয় তাহা ১৮৮০ সালের ৯ আইনে বিধিবদ্ধ আছে। সাধারণতঃ কৃষিজীবী প্রজাদিগের বার্ষিক জমার উপর প্রতি টাকায় ৫ এক পয়সা, লাখরাজদারদিগের স্থিত জমার উপর প্রতি টাকায় ১০ এবং তালুকদার ও জমিদারদিগের স্ব স্ব দেয় রাজস্বের উপর প্রতি টাকায় ৫, এক পয়সা এবং তাহাদিগের মুনফার উপর ১০ দুই পয়সা পথকর আদায় হয়। মধ্যবর্ত্তী তালুকদার এবং লাখেরাজদার প্রভৃতির পথকর আদায় সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম, সরকারি ইমারতকর সম্বন্ধেও সেইরূপ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

মহাজনি।

অর্থনীতি।

বাণিজ্যের দ্বারা সংসারের কিরূপ কার্য্য হয় তাহা জানিতে হইলে অর্থশাস্ত্র বিষয়ক মূলতত্ত্ব কথঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। বাণিজ্যের দ্বারা বণিকদিগের মধ্যে অনেকে বহু অর্থ লাভ করে; সুতরাং ব্যবসায়িদিগের সম্বন্ধে বাণিজ্য ইষ্ট জনক তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাণিজ্যের দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার বা অপকার হয় তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। সুতরাং সাধারণ লোকের মধ্যে নানা মত ভেদ লক্ষিত হয়। কেহ বলেন বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে; কেহ বা দেশের উন্নতি হইতেছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন। ফলতঃ অর্থ-শাস্ত্রের তত্ত্ব আলোচনা ব্যতিরেকে বাণিজ্যের দ্বারা সংসারের কিরূপ কার্য্য হয় তাহা জানা যায় না।

বাণিজ্য দ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি।

সাধারণ লোকের এইরূপ সংস্কার যে সুবর্ণ রজত, মণি, মাণিক্যাদি দেশে যত অধিক হয় তত দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। এই ভ্রম বশতঃ পূর্ব্বকালে কোন কোন দেশের রাজপুরুষগণ সুবর্ণ রজত যাহাতে বিদেশ হইতে আমদানি অধিক হয়; এবং রপ্তানি না হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অদ্যাপি আমা-দিগের দেশে অনেকে, প্রকৃত বৃত্তান্ত না জানা হেতু, বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বে ভারতবাসিদিগের যে পরিমাণ সুবর্ণ রজত সঞ্চিত থাকিত এক্ষণে তাহা নাই; সুতরাং ভারতবাসিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র হইয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য রপ্তানি হওয়া দূরে থাকুক প্রতি বৎসর অন্যূন সাতকোটি টাকার স্বর্ণ রৌপ্য আমদানি হয়; সুতরাং ভারতবাসিদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা টাকা অধিক হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশে টাকা অধিক হইলে দেশের লোকে অধিক ঐশ্বর্য্য শালী হয় এমত নহে। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে

দেশের ঐশ্বর্য্য কি।

পারা যায়, যে সুবর্ণ রজতাদি দেশের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য নহে; যে পরিমাণ ভোগ্যবস্তু দেশে উৎপন্ন হয় এবং তাহার বিনিময়ে অন্য দেশ হইতে যে পরিমাণ ভোগ্য বস্তু পাওয়া যায় তাহাই দেশের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। অকস্মাৎ পৃথিবীর সকল লোকের সুবর্ণ রজত দ্বিগুণিত হইলে তন্নিবন্ধন কাহার ভোগ সুখের কিছুমাত্র তারতম্য হয় না; সুবর্ণ রজত দ্বিগুণিত হওয়ায় সকল বস্তুর মূল্য দ্বিগুণিত হয়; যেরূপ আয় বৃদ্ধি হয় সেইরূপ ব্যয় বৃদ্ধি হয়; কাহার লাভ হয় না।

কৃষি শিল্পাদির দ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হয়।

আমাদিগের শরীর ধারণ এবং শারীরিক ও মানসিক সুখ সচ্ছন্দতার জন্য যে সকল দ্রব্য প্রয়োজনীয়, তন্মধ্যে জল বায়ু, পার্থিব রজঃ প্রভৃতি কতকগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়; তদ্ভিন্ন আর সমস্ত মনুষ্যের পরিশ্রম ও কৌশলের দ্বারা, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, উৎপন্ন এবং অবস্থান্তরিত হইয়া আমাদিগের প্রয়োজনোপযোগী হয়। কৃষক, শিল্পী, ধীবর অথবা পশুরক্ষক আদির দ্বারা যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন কিম্বা অবস্থান্তরিত হয় তাহা দেশের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীর উপকার হয় কি না তাহা জানিতে হইলে, এই সকল দ্রব্য কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা পর্য্যালোচনা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৃষি শিল্পাদির দ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্যের উৎপত্তি।

কৃষি

সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় লোক সংখ্যা অল্প থাকে; সুতরাং তৎকালিন লোকগণ মৃগয়া লব্ধ পশুমাংস অথবা বন্য ফল মূল ভক্ষণ এবং পশু চর্ম্ম পরিধান করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। পরন্তু মৃগয়া জীবি জাতিগণের অবস্থা অতিশয় ক্লেশকর; কোন কারণে মৃগয়া করিতে অথবা ফল মূল আহরণ

করিতে অক্ষম হইলে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। এমন কি খাদ্য দ্রব্যের অভাব বশতঃ অনেকে অনশনে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। মৃগয়া-জীবিগণ কিছুকাল যেস্থানে বাস করে,সেইস্থানের স্বভাবজাত খাদ্য দ্রব্য সমুদয় অতি শীঘ্র নিঃশেষিত হয়; সুতরাং তাহারা কখন এক স্থানে স্থায়ী হইয়া বাস করিতে পারে না। প্রাথমিক অবস্থায় খাদ্য দ্রব্যের অভাব না হইলে অতি অল্প কাল মধ্যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; তখন স্বভাব জাত ফল মূল আহার অথবা মৃগয়া দ্বারা জীবন ধারন করা কঠিন হইয়া উঠে। খাদ্য দ্রব্যের অভাব জনিত ক্লেশ নিবারণ জন্য সকলে সচেষ্ট হয়; ক্রমশঃ জ্ঞানের উন্নতি হয়; এবং কথঞ্চিৎ জীবনোপায় লাভের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতে একস্থানে খাদ্যোপযোগী ফলমুলোৎপাদক বৃক্ষলতা তৃণাদি রোপণ করায় কত সুবিধা তাহা লোকে বুঝিতে পারে। এইরূপে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হয়; এবং ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যের উপযোগী অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ কৌশল আবিষ্কৃত হইলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অসংখ্য পরিমাণে বৃদ্ধি হয়।

কৃষিকার্য্যের দ্বারা আহারীয় দ্রব্য যত অধিক উৎপন্ন হয় লোক সংখ্যা তত বৃদ্ধি হয়। ক্রমশঃ দেশের সমস্ত উৎকৃষ্ট ভূমি আবাদ হয়। অবশেষে নিকৃষ্ট ভূমি আবাদ অথবা পূর্ব্বের আবাদি ভূমিতে অধিক শস্যোৎপাদন ভিন্ন দেশের সকল লোকের উদর পূর্ত্তি সম্ভব হয় না। কিন্তু নিকৃষ্ট ভূমি আবাদ অথবা পূর্ব্বের আবাদি ভূমিতে অধিক শস্যোৎপাদন করিতে হইলে যেরূপ পরিশ্রম অধিক হয়, তাদৃশ লাভ অধিক হয় না। এক ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে ভূমিতে দশ মণ শস্যোৎপাদন করিতে পারে, দুইজন অথবা তিনজন পরিশ্রম করিলে যদিও কিছু অধিক শস্য হয়, কিন্তু কদাচ দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ পরিমাণে হয় না। ফলতঃ দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে অতিরিক্ত লোকের উদর পূর্ত্তির নিমিত্ত যদিও নিকৃষ্ট ভূমি আবাদ অথবা পূর্ব্বের আবাদি ভূমিতে অধিক শস্যোৎপাদন করা যায়, কিন্তু কৃষকগণ যে পরিমাণ শস্য ভক্ষণ করে, সকল স্থানে সেই পরিমাণ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। তখন যাহাদিগের উৎকৃষ্ট ভূমি যথেষ্ট না থাকে, তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্যের অভাবে কষ্ট

ভোগ করিতে হয়। বস্তুতঃ মহামারী দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লবাদি না ঘটিলে লোক সংখ্যা অতি শীঘ্র বৃদ্ধি হয়; কিন্তু দেশের ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না। যে পরিমাণ লোকের খাদ্যোপযোগী দ্রব্য দেশে উৎপন্ন হয়, দেশের লোক সংখ্যা সেই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়; তদপেক্ষা অধিক হইলে পূর্ণমাত্রায় আহার না পাওয়ায় অনেকে দেশান্তর গমন করে; অথবা নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

শিল্প

কৃষি কার্য্যের দ্বারা খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু মনুষ্যের সুখসচ্ছন্দতার নিমিত্ত বস্ত্র, গৃহ, আসন, শয্যা, পাদুকা, ছত্র, পান-পাত্র, ভোজন-পাত্র, নৌকা, রথ, অস্ত্র শস্ত্রাদি নানাবিধ দ্রব্য প্রয়োজনীয়। এই সকল দ্রব্যের উপকরণ সামগ্রী পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় অথবা কৃষিপ্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন হয়; কিন্তু আদিম অবস্থায় এই সকল নির্ম্মাণ কৌশল পরিজ্ঞাত থাকে না। ক্রমশঃ জ্ঞানের উন্নতি হয়, এবং নানাবিধ শিল্প কৌশল আবিষ্কৃত হয়। শিল্পের দ্বারা যত উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মিত হয় তত অল্প পরিশ্রমে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়। তখন কৃষকগণ যে পরিমাণ শস্য ভক্ষণ করে তদপেক্ষা অধিক উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়; এবং সেই অতিরিক্ত শস্যের বিনিময়ে কৃষক এবং জমিদারগণ শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য লাভ করা সুসাধ্য হইলে শিল্পজীবিগণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া শিল্পের উন্নতি করিতে পারে।

শিল্পকার্য্য যত বিভক্ত হয় তত অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

সকল প্রকার শিল্প কার্য্যে কিছু না কিছু নৈপুণ্য আবশ্যক। কোন কোন শিল্প কার্য্যে বহুকাল শিক্ষা এবং অভ্যাস ব্যতিরেকে নৈপুণ্য লাভ করা যায় না। একজন তন্তুবায় এক দিবস পরিশ্রম করিলে একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি কখন তন্তুবায়ের কার্য্য করে নাই, সে যদি কোন ক্রমে তন্তু চালাইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও দশ দিনে একখানি বস্ত্র সুচারুমতে বয়ন করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। একজন কুম্ভকার এক দিবস পরিশ্রম করিয়া শতাধিক

ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে ; কিন্তু কুম্ভকারের কার্য্য করা যাহার অভ্যস্ত নহে, সে একদিবস পরিশ্রম করিয়া একটি ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। একজন অক্ষরসংযোজক এক দিবস পরিশ্রম করিয়া যে পরিমাণ অক্ষর সংযোজনা করিতে পারে, ঐ কার্য্য যাহার অভ্যস্ত নহে সে একমাস পরিশ্রম করিয়া তাহা কদাচ সক্ষম হয় না। কোন বিশেষ প্রকারে অঙ্গ সঞ্চালনা অভ্যাস হইলে ক্রমশঃ আর পরিশ্রম বোধ হয় না। তখন অনায়াসে অধিক কার্য্য করিতে পারা যায়। ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন শিল্প ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইলে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদয় স্বয়ং প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলে কদাচ তাহা হয় না।

ভারতবর্ষের ব্যবসায় অনুসারে জাতিভেদ।

যে সকল শিল্প কার্য্যে বহুকাল শিক্ষা অথবা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত শিল্প দ্রব্য সকল লোকে উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। আমাদিগের দেশে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতীয় লোকে করিয়া থাকে ; এবং সকলে আপন আপন দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করে। শিল্পজীবিগণ আপনাদিগের পুত্র প্রভৃতিকে বাল্যকাল হইতে স্ব স্ব ব্যবসায়ের সহায়তা কার্য্যে নিযুক্ত করে; এবং স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহারা অতি সহজে পৈতৃক ব্যবসায়ে নৈপুণ্য লাভ করে। এইরূপে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে ব্যবসায় অনুসারে জাতি ভেদ হইয়াছে ; এবং ব্যবসায় অনুসারে জাতি ভেদ হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের স্বাতন্ত্র্য বদ্ধমূল হইয়াছে। ব্যবসায় অনুসারে জাতিভেদ বদ্ধমূল হওয়ায় শিল্পজীবিগণ আপন জাতীয় ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা এবং পুরুষানুক্রমে অভ্যাস নিবন্ধন সহজে নৈপুণ্য লাভ করে। সুতরাং জাতি ভেদ আমাদিগের দেশে কোন কোন স্থলে শিল্পের উৎকর্ষ সাধক হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

শিল্প কার্য্য যত বিভক্ত রূপে সম্পাদিত হয় এবং যত নূতন কৌশল অস্ত্র শস্ত্র যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়, তত অল্প পরিশ্রমে অধিক পরিমাণে দ্রব্য

উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কৃষিজাত দ্রব্য অধিক উৎপাদন করিতে হইলে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি হয়; এবং অনেক স্থলে অধিক উৎপাদিত করা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু প্রায় সকল শিল্পজাত দ্রব্য অধিক উৎপাদন করিতে হইলে ব্যয় বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং ব্যয়ের সুলভ হয়। অধিকাংশ শিল্প দ্রব্যের উপকরণ পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় অপরিমিত পাওয়া যায়; সেই সকল শিল্প দ্রব্য অধিক উৎপাদন করা আবশ্যক হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া ভিন্ন লোকের দ্বারা সম্পাদিত করা সম্ভব হয়; সুতরাং বিভক্ত রূপে কার্য্য হওয়ায় অল্প পরিশ্রমে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়; এবং তন্নিবন্ধন ব্যয়ের সুলভ হয়। কিন্তু যে দ্রব্যের উপকরণ সামগ্রী যথেষ্ট পাওয়া যায় না তাহা অনেক স্থলে অধিক উৎপাদন অসম্ভব।

কৃষি এবং শিল্পের ব্যয় স্বতন্ত্র নিয়মে ন্যুনাধিক হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

কৃষি শিল্পাদির উপাদান।

কৃষি শিল্প পশুরক্ষণাদি সকল প্রকার কার্য্যে—

১। উপকরণ—

২। শ্রমজীবি লোক—

৩। শ্রমজীবি লোকদিগের জীবন ধারণ নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য—

এই তিন আবশ্যক। সর্ব্ব প্রকার উপকরণ পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় অথবা পরিশ্রমের দ্বারা সংগ্রহ বা উৎপাদন করিতে হয়। কুম্ভকার, জল মৃত্তিকাদি উপকরণ হইতে ঘট নির্ম্মাণ করে; এই সকল উপকরণ সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। কিন্তু তূলা রেসম প্রভৃতি বস্ত্রের উপকরণ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না; মনুষ্যের পরিশ্রমের দ্বারা স্বাভাবিক

(১) উপকরণ।

নিয়মানুসারে উৎপন্ন হয়। অস্ত্র শস্ত্র লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত; লৌহ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না; মনুষ্যের পরিশ্রম দ্বারা খনিজ দ্রব্য হইতে উদ্ধৃত হয়। পৃথিবীতে চেতন অচেতন উদ্ভিদ যে সকল দ্রব্য স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহাই কৃষি শিল্প প্রভৃতি কার্য্যের মূল উপকরণ। কোন কোন উপকরণ পৃথিবীতে সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। সুতরাং যে যে দ্রব্য উৎপাদন কার্য্যে কেবল সেই সকল উপকরণ আবশ্যক তৎসমুদয় অপরিমিত উৎপাদন করা যায়। কিন্তু সকল প্রকার দ্রব্যের উপকরণ পৃথিবীতে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় না। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ভূমি বীজ জল সূর্য্যের উত্তাপ ইত্যাদি উপকরণ আবশ্যক; সূর্য্যের উত্তাপ এবং জল প্রায় সর্ব্বত্র স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং যে দেশে পাওয়া যায় না সেই সকল দেশে কৃষিকার্য্য আদৌ চলিতে পারে না। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ভূমি সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় না; যদিও ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি পরিশ্রম দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় কিন্তু তাহা করিতে হইলে যেরূপ পরিশ্রম হয়,* তদনুরূপ উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় না। ফলতঃ যে দ্রব্যের উপকরণ অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় না, সেই দ্রব্য ইচ্ছামত অধিক উৎপাদন করা যায় না।

পরিশ্রম

পরিশ্রমের দ্বারা কোন দ্রব্য সৃষ্টি হয় না, পরন্তু পরিশ্রমের দ্বারা

(২) পরিশ্রম।

১। কোন দ্রব্য স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উৎপন্ন হয়।

২। কোন দ্রব্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে আনীত হয়।

৩। কোন দ্রব্য অবস্থান্তরিত হয়।

৪। উল্লিখিত ক্রিয়া সাধক যান রথ অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

৫। অথবা শিল্পী প্রভৃতির শিক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাদিত হয়

মৃত্তিকার মধ্যে বীজ নিহিত করিলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ হয়; মনুষ্যের পরিশ্রমে মৃত্তিকা খনন এবং বীজ রোপণ না হইলে কখন সেই স্থানে সেইরূপ বৃক্ষ হয় না। সমুদ্র এবং লবণাম্বু হ্রদ

সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তি প্রদেশ ভিন্ন প্রায় আর কোথাও লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ যে আকারে লবণ প্রয়োজন সেই আকারে প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু লবণ সকল দেশে সকল লোকের প্রয়োজনীয়। সুতরাং মনুষ্যের পরিশ্রম দ্বারা প্রথমতঃ বিশোধিত হয়; এবং পরে যে স্থানে আবশ্যক সেই স্থানে আনীত হয়। এইরূপ যে স্থানে যে দ্রব্য প্রয়োজন সেই স্থানে সেই দ্রব্য আনীত হইলে সকলের অনায়াস লভ্য হয়; সুতরাং লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় এবং তন্নিবন্ধন দেশের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া বলা যাইতে পারে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, জাহাজ নৌকা, বিদ্যালয়, দুর্গ, আয়ুধাগার ইত্যাদির দ্বারা দেশের ভোগ্যবস্তু বৃদ্ধির সহায়তা হয়। সুতরাং এই সকল কার্য্যে যাহারা পরিশ্রম করে তাহাদিগের পরিশ্রমে দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়।

দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লব মহামারি আদি নিবন্ধন লোক সংখ্যা হ্রাস না হইলে শ্রমজীবিলোকের অভাব হয় না। তবে সকল দেশের লোক সমান চতুর পরিশ্রমী বা উদ্যমশীল নহে। সুতরাং স্বভাবজাত তাবৎ উপকরণ দ্রব্য যথেষ্ট থাকা সত্বেও কোন কোন দেশের লোক অতি কষ্টে দিন যাপন করে।

অসভ্যজাতিগণ অত্যন্ত অদূরদর্শী হয়। যে কার্য্যে আশু ফললাভ হয় না সেই কার্য্যে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। যে সকল কার্য্যে বহুকাল শিক্ষা আবশ্যক অসভ্য জতিগণ সেই সকল কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং বিশেষ শাসন ব্যতিরেকে অসভ্য জাতিগণ উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

দেশ যত সুশাসিত হয় তত সকল লোকের পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। যে দেশে দস্যুগণ অনায়াসে জীবনোপায় লাভ করে, অথচ পরিশ্রম করিয়া ফলভোগ করা যায় না, সেই দেশে, কোন প্রকারে দিনপাত হইলে ভাবি উন্নতির জন্য কেহ চেষ্টিত হয় না। কৃষি শিল্প প্রভৃতি কার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত কথঞ্চিৎ পরিমাণে রাজ পুরুষগণের সহায়তা আবশ্যক। রাজপুরুষগণ না বুঝিয়া হস্তক্ষেপ করিলে যেরূপ ক্ষতি হয়, তাহারা যদি সম্পূর্ণ ঔদাস্য অবলম্বন করেন তাহা হইলে সেইরূপ

ক্ষতি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এক্ষণে নানা স্থানে কয়লার খনি প্রকাশিত হইয়াছে; গবর্ণমেণ্ট ভূতত্ববিৎ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া যদি এই সকল প্রকাশ করিবার চেষ্টা না করিতেন তাহা হইলে এসকল খনি কোন কালে প্রকাশ হইত না। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর আদির দ্বারা ব্যবসায়ের যে সুবিধা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ ব্যতীত তাহা কদাচ হইত না। ফলতঃ রাজপুরুষগণ চেষ্টা করিলে শ্রমজীবি লোকদিগকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতে পারেন; এবং তাঁহারা যদি শ্রমজীবি লোকদিগকে করভারে পীড়িত করেন অথচ অলস এবং দুর্বৃত্ত লোক সকল প্রোৎসাহিত হয় তাহা হইলে দেশের কোন মতে শ্রীবৃদ্ধি হয় না। দেশের লোক যত পরিশ্রমী হয় এবং অল্প পরিশ্রমে যত অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে তত দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।

মূলধন।

(৩) মূলধন।

কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি তাবৎ প্রকার কার্য্যে মনুষ্যের পরিশ্রম আবশ্যক। কিন্তু মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্যে পরিশ্রম করিলে যেরূপ সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কৃষি শিল্পাদিতে সেরূপ হয় না। সুতরাং কৃষি শিল্পাদি কার্য্যে পরিশ্রম করিতে হইলে খাদ্য দ্রব্য পূর্ব্বাহ্লে সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। আমাদিগের দেশে কৃষকগণ যে শস্য উৎপাদন করে, তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া রাজস্ব দেয়, কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে; এবং সম্বৎসরের খাদ্যোপযোগী অবশিষ্ট অংশ সঞ্চিত রাখে।

খাদ্যদ্রব্য সকল ব্যবসায়ের মূল ধন।

কৃষক শিল্পজীবি প্রভৃতির নিজের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত না থাকিলে মহাজনের নিকট বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া ঋণ করে। ফলতঃ খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত না থাকিলে ভাবি লাভের জন্য লোক কখন পরিশ্রম করিতে সমর্থ হয় না। খাদ্য দ্রব্য সকল ব্যবসায়ের মূলধন। সাধারণ লোকের এইরূপ সংস্কার যে টাকা ব্যবসায়ের মূলধন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে টাকা ব্যবসায়ের প্রকৃত মূলধন নহে। কৃষকের যদি

টাকা না থাকে অথচ সংসারের খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে কৃষি কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। এবং সে যদি আপনি তুলা উৎপাদন করিয়া আপনি বস্ত্র বয়ন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে টাকা না থাকিলেও বস্ত্র বয়ন কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধক হয় না। টাকা দ্বারা বিনিময়ের সুবিধা হয়। বিনিময়ের সুবিধা হইলে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে সক্ষম হয়; সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে টাকার দ্বারা দেশের কৃষি শিল্পাদির উন্নতি হয়। পরন্তু টাকা ব্যতিরেকে কোন উপায় বিনিময় কার্য্য যদি সম্পাদন হয়, তাহা হইলে টাকার অভাব জন্য কৃষি শিল্পাদি কার্য্যের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় না।

কৃষি শিল্পাদি কার্য্যে মূলধন বিনিয়োগ করিলে বিনষ্ট হইয়া পুনরুৎপন্ন হয়।

মনুষ্যের পরিশ্রম ব্যতিরেকে কৃষি শিল্পাদি কার্য্য সম্পাদন হয় না। সুতরাং কৃষি শিল্পাদি কার্য্যের নিমিত্ত শ্রমজীবিদিগের শরীর ধারণোপযোগী খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি আবশ্যক। খাদ্য দ্রব্যাদি উপভোগ করিলে এক কালে বিনষ্ট হইয়া যায়; পরন্তু শ্রমজীবি লোক সকল কৃষি শিল্পাদি কার্য্য করিলে অধিকতর ভোগ্যবস্তু উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তির খাদ্য দ্রব্যাদি সঞ্চিত থাকে সে যদি সেই সকল দ্রব্য কৃষি শিল্প প্রভৃতি কার্য্যে বিনিয়োগ না করিয়া, কতক গুলি অলস লোক প্রতিপালন করে, তাহা হইলে সেই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আর কিছু উৎপন্ন হয় না। অলস লোকে যাহা ভক্ষণ করে, তাহা একবারে বিনষ্ট হয়; কিন্তু কৃষি শিল্পাদি কার্য্যে শ্রমজীবি লোকগণ যাহা উপভোগ করে তৎপরিবর্ত্তে অধিকতর দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এবং সেই উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করিয়া তদপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়।

অলস লোকে যাহা ভক্ষণ করে তাহা পুনরুৎপন্ন হয় না।

দেশের অর্থশালী লোক সকল মণি মাণিক্যাদি ক্রয় অথবা অতি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন; তাহাতে কতক গুলি শ্রমজীবি লোক কিছুদিনের নিমিত্ত জীবনোপায় লাভ করে বটে; কিন্তু বিলাসের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে যদিও কোন দ্রব্য উৎপাদিত হয়, সেইদ্রব্যের দ্বারা কোন

প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং দেশের অর্থশালী লোক সকল বিলাসের নিমিত্ত যত অধিক ব্যয় করেন, তত অল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়; এবং তন্নিবন্ধন সাধারণের ভোগ সুখের হ্রাস হয়।

অর্থশালী লোকদিগের বিলাসের দ্রব্য প্রস্তুত জন্য অধিক লোক পরিশ্রম করিলে দেশের মূলধনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিনিময়।

কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্য সকলের উৎপত্তি যে যে নিয়মাধীন তাহা আলোচিত হইল। বাণিজ্যের দ্বারা সংসারের কিরূপ কার্য্য হয়, তাহা জানিতে হইলে এই সকল দ্রব্য কি নিয়মে বিনিময় হয় তাহা জানা আবশ্যক। বিনিময় ব্যতিরেকে কৃষি বা শিল্পের কোনরূপ উন্নতি হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তাবৎ কার্য্যে কিছু না কিছু নৈপুণ্য আবশ্যক; এবং আজীবন অনন্যকর্ম্মা হইয়া একটী কার্য্য না করিলে তাহাতে নৈপুণ্য হয় না। বিশেষতঃ সকল প্রক্রিয়ার উপকরণ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। তজ্জন্য কোন দ্রব্য এক স্থানে যেরূপ সুলভ ব্যয়ে হয়, আর একস্থানে তাহা কদাচ হয় না। ফলতঃ আমাদিগের যে সকল দ্রব্য প্রয়োজন তাহা স্বয়ং সমস্ত উৎপাদন করা কোনমতে সম্ভব নহে; সুতরাং বিনিময় ব্যতিরেকে সংসারের কার্য্য চলিতে পারে না। বিনিময়ের যত সুবিধা হয় তত শ্রমজীবি লোকগণ বিভক্তরূপে পরিশ্রম করিতে সমর্থ হয়; এবং যে দেশে যে দ্রব্য সুলভ ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে, সে দেশে সেই দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে বিনিময় অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা দেশের কৃষি শিল্পাদির উন্নতি হয়; সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।

বিনিময়ের সুবিধা না থাকিলে কৃষি শিল্পাদির উন্নতি হয় না।

মূল্য।

যে দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় সেই দ্রব্য অধিক মূল্যবান বলিয়া উক্ত হয়।

যে দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য অধিক পাওয়া যায় সেই দ্রব্য মূল্যবান।

লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে যে অধুনা সকল দ্রব্য মহার্ঘ হইয়াছে; কিন্তু এইরূপ বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। এক দ্রব্য সুলভ না হইলে অন্য দ্রব্য মহার্ঘ হয় না। পূর্ব্বে একমণ তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে একতোলা মাত্র রৌপ্য পাওয়া যাইত; কিন্তু এক্ষণে সেই পরিমাণ তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে তিন চারি তোলা রৌপ্য পাওয়া যায়। অতএব রৌপ্য এবং তণ্ডুল এই দুই দ্রব্যের মধ্যে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি এবং রৌপ্যের মূল্য সুলভ হওয়া বলিতে হইবে। বস্তুতঃ বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা আমাদিগের দেশে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে সুবর্ণ রজত আমদানি হয়; অর্থাৎ বৈদেশিক বণিকগণ সুবর্ণ রজতের বিনিময়ে আমাদিগের দেশের উৎপন্ন বস্তু সমুদয় ক্রয় করে। সুতরাং আমাদিগের দেশে কৃষক প্রভৃতির পক্ষে সুবর্ণ রজত সুলভ হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহারা তণ্ডুল গোধুম তিসি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে যে পরিমাণ রৌপ্য লাভ করিতে পারিত এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক রৌপ্য লাভ করিতেছে। এইরূপে কৃষিজাত দ্রব্য মহার্ঘ হওয়ায় কৃষকদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না; বরং কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদিগের লাভ হয়। পরন্তু দেশের প্রচলিত মুদ্রা রৌপ্যময়; সুতরাং যাহাদিগের আয় রৌপ্যের দ্বারা পরিমিত, রৌপ্য সুলভ হইলে তাহাদিগের ক্ষতি হয়।

সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে বিনিময় হয় না; এক সের তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে এক সের তূলা পাওয়া যায় না; এক সের তূলার পরিবর্ত্তে এক সের রেসম পাওয়া যায় না; এবং এক সের রেসমের পরিবর্ত্তে এক সের স্বর্ণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ প্রত্যেক দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় হয়। যে পরিমান অন্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় হয় তাহা মূল্য বলিয়া উক্ত হয়। সচরাচর রৌপ্য এবং স্বর্ণের

তুলনায় দ্রব্যাদির মূল্য পরিমিত হয়। যে যে কারণে মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

যে দ্রব্যের উপকরণ যথেষ্ট পাওয়া যায় তাহার মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কৃষি শিল্পাদি তাবৎ কার্য্যে উপকরণ শ্রমজীবিলোক এবং মূলধন আবশ্যক। যে দ্রব্যের উপকরণ সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য, যে দ্রব্য উৎপাদনে অধিক পরিশ্রম লাগে এবং যে দ্রব্যের উৎপাদন চেষ্টা বিপদ সঙ্কুল অথবা দীর্ঘকালে ফলে পরিণত হয় সেই দ্রব্য অধিক মূল্যবান হয়। তাহার কারণ এই যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় না হইলে সেই সকল দ্রব্য উৎপাদিত হয় না।

উপকরণ সংগ্রহের ব্যয়।

উপকরণ সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইলে সংগ্রহ করিতে পরিশ্রম হয়। যে কার্য্যে অধিক পরিশ্রম লাগে সেই কার্য্যে অধিক মূলধন অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য আবশ্যক। সুতরাং উপকরণ সংগ্রহ পরিশ্রম সাধ্য হইলে দ্রব্যের মূল্য অধিক হয়।

উপকরণ সংগ্রহ পরিশ্রম সাধ্য না হইলেও রাজবিধি অনুসারে বিনা ব্যয়ে অনেক প্রকার উপকরণ পাওয়া যায় না। তৃণ কাষ্ঠ জল ইত্যাদি প্রায় সর্ব্বত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়; কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তির বা গবর্ণমেণ্টের অধিকারে থাকিলে খাজনা শুল্ক বা রাজস্ব দিতে হয়; সুতরাং উপকরণ লাভ ব্যয় সাধ্য হয়; এবং তন্নিবন্ধন দ্রব্যের মূল্য অধিক হয়।

শ্রমজীবিদিগের বেতন।

দ্বিতীয়তঃ যে দ্রব্য উৎপাদনে যত অধিক পরিশ্রম লাগে সেই দ্রব্য তত অধিক মূল্যবান হয়। দেশে লোকসংখ্যা অধিক হইলে কেবল উদর পূর্ত্তির নিমিত্ত অনেকে পরিশ্রম করিয়া থাকে; কিন্তু লোকসংখ্যা অধিক না হইলে শ্রমজীবিগণ যে কার্য্যে অধিক লাভ পায় সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং কৃষি শিল্পাদি কার্য্য ব্যয়সাধ্য হয়। কিন্তু সকল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমপরিমাণে বৃদ্ধি হইলে কোন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। দেশের লোকসংখ্যা যথেষ্ট হইলেও সকল কার্য্যের নিমিত্ত অধিক শ্রমজীবি লোক পাওয়া যায় না। যে কার্য্যে শিক্ষা এবং

নৈপুণ্য আবশ্যক অথবা যে কার্য্যে বিপদের আশঙ্কা থাকে সেই কার্য্যে বিশেষ লাভের প্রত্যাশা ব্যতীত অধিক লোক পাওয়া যায় না; সুতরাং সেই সকল কার্য্য অধিক ব্যয়সাধ্য হয়; এবং কার্য্য ব্যয়সাধ্য হইলে দ্রব্যের মূল্য অধিক হয়।

মূলধন।

কৃষি শিল্পাদি তাবৎ প্রকার কার্য্যে মনুষ্যের পরিশ্রম আবশ্যক। আহার ব্যতিরেকে শ্রমজীবিগণ কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে অধিক পরিশ্রম এবং তন্নিবন্ধন অধিক খাদ্য দ্রব্য আবশ্যক; কোন দ্রব্য উৎপাদনে তদপেক্ষা অল্প পরিশ্রম সুতরাং অল্প খাদ্য লাগে। এই নিমিত্ত সকল দ্রব্যের মূল্য সমান হয় না। যে দ্রব্যের উৎপাদনে অধিক খাদ্য দ্রব্য আবশ্যক সেই দ্রব্য অধিক মূল্যবান হয়; এবং যে দ্রব্যের উৎপাদনে খাদ্য দ্রব্য অল্প লাগে সেই দ্রব্য অল্প মূল্যবান হয়।

মূল ধনের সুদ।

শ্রমজীবি লোকদিগের নিজের খাদ্য দ্রব্য সঞ্চিত না থাকিলে তাহারা মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া লয়। মহাজনের লাভের আশা না থাকিলে ঋণ দেয় না। সুতরাং মহাজনগণ ঋণ দিয়া যে পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যূনতাধিক্য অনুসারে দ্রব্য সমুদায়ের মূল্যের তারতম্য হয়। দেশ যত সুশাসিত হয় এবং সাধারণ লোকের ধার্ম্মিকতা যত বৃদ্ধি হয়, তত অধিক লোকে সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে; এবং সঞ্চিত দ্রব্য অপরকে ঋণ দিতে সাহসী হয়। এইরূপে মহাজনগণ সংখ্যায় অধিক হইলে এবং মহাজনদিগের যথেষ্ট অর্থ থাকিলে কোন মহাজন অধিক লাভ করিতে পারে না; অর্থাৎ অল্প সুদে ঋণ পাওয়া যায়। সুতরাং কৃষি শিল্পাদি কার্য্যের ব্যয়ের লাঘব হয়। যদিও সকল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের সমান লাঘব হইলে কোন দ্রব্যের মূল্য কম হয় না; পরন্তু কোন দ্রব্য অল্প কালের মধ্যে উৎপাদিত হয়; ও কোন দ্রব্য দীর্ঘ কালে উৎপাদিত হয়; সুতরাং সুদের হারের হ্রাস বৃদ্ধি হইলে সকল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমান পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। একশত টাকা মূলধন, এক বৎসর খাটাইলে, যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাতে,

বাৎসরিক শতকে ১০ টাকা হিসাবে, মহাজনের ১০ টাকা সুদ দিতে হয়। কিন্তু যে দ্রব্য উৎপাদনে একশত টাকা মূলধন,দুই বৎসর খাটাইতে হয়, সেই দ্রব্য উৎপাদনে উল্লিখিত নিয়মে ২০ টাকা সুদ লাগে। অতএব মূলধন এবং পরিশ্রম সমান হইলেও এক দ্রব্য একশত দশ টাকা ব্যয়ে উৎপন্ন হয়। আর এক দ্রব্য একশত কুড়ি টাকা ব্যয়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু সুদের হার যদি দ্বিগুণ হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ১২০ টাকা এবং শেষোক্ত দ্রব্যের ব্যয় ১৪০ টাকা হয়। যদি উভয় দ্রব্য ১০ মণ করিয়া উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ এক দ্রব্যের ন্যূন মূল্য ১১ টাকা, আর এক দ্রব্যের ন্যূন মূল্য ১২ টাকা থাকে। কিন্তু সুদের হার দ্বিগুণিত হইলে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের মূল্য ১২ টাকা, এবং শেষোক্ত দ্রব্যের ন্যূন মূল্য ১৪ টাকা হয়। ফলতঃ যে দ্রব্য দীর্ঘকালে উৎপাদিত হয়, সেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়, সুদের হার বৃদ্ধি হইলে, অতিরিক্ত হয়।

সুদের হার হ্রাস বৃদ্ধি হইলে সকল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমপরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে যে উপকরণ লাভ করিতে যে ব্যয় হয় এবং শ্রমজীবী লোকদিগের ভরণপোষণ নিমিত্ত যে বেতন দিতে হয় আর মূলধনীকে যে হারে সুদ দিতে হয়, তদনুসারে দ্রব্য সমুদায়ের বিনিময় যোগ্যতা নিরূপিত হয়। দশ মণ তণ্ডুল উৎপাদন করিতে যে ব্যয় হয় এক সের রেসম উৎপাদন করিতে সেই পরিমাণ ব্যয় হইয়া থাকে; সুতরাং এক সের রেসমের পরিবর্ত্তে প্রায় দশ মণ তণ্ডুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কোন কারণে রেসম প্রস্তুতের ব্যয় লাঘব হয়, তাহা হইলে, প্রথমতঃ রেশমের ব্যবসায়ে অধিক লাভ হইবে; এবং অধিক লাভ হইলে সকলে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিবে। অধিক উৎপাদন হইলে মূল্য সুলভ হইবে। অর্থাৎ দশ মণ অপেক্ষা কম তণ্ডুলের দ্বারা এক সের রেশম লাভ করা যাইবে।

উৎপাদন ব্যয়।
(১) উপকরণের মূল্য।
(২) শ্রমজীবির বেতন।
(৩) মূলধনের সুদ।
এই তিনের সমষ্টি।

যে সকল দ্রব্য ইচ্ছানুসারে অধিক উৎপাদন করা যায়, সেই সকল

দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয় অনুযায়ী হয়; কিন্তু যে সকল দ্রব্য ইচ্ছানুসারে অধিক উৎপাদন করা যায় না, তাহার মূল্য স্বতন্ত্র নিয়মানুযায়ী। কোন কোন দ্রব্য মনুষ্যের পরিশ্রমের দ্বারা রূপান্তরিত বা প্রস্তুত হয় না। কিন্তু দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন সেই সকল দ্রব্য অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। বিক্রেতা সর্ব্বাধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে। বিক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য চাহিলে গ্রাহক সংখ্যা কম হয়; দ্রব্য অপেক্ষা গ্রাহক সংখ্যা কম হইলে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় না হয় সেই পরিমাণ ক্ষতি হয়; সুতরাং বিক্রেতাগণ অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে স্বীকার করে। অল্প মূল্যে বিক্রয় করিলে সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় হইয়া যায়। কিন্তু গ্রাহক অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইলে বিক্রেতা অধিক মূল্য চাহিতে সমর্থ হয়; এই রূপে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

যে দ্রব্যের উপকরণ যথেষ্ট পাওয়া যায় না তাহার মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুযায়ী হয় না।

দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন কোন দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত হয়; কিন্তু সেই দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে অথবা গ্রাহক কম হইলে মূল্য সুলভ হয়। উৎপাদন করিতে যে ব্যয় হয়, তদপেক্ষা ন্যূন মূল্যে বিক্রয় না করিলে যদি গ্রাহকগণ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় না করে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি কৃষি বা শিল্পের দ্বারা সেই দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার ক্ষতি হয়। চিরকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়া কেহ কৃষি শিল্পাদি কার্য্য করে না। উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কোন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইলে, সেই দ্রব্য আর অধিক উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অল্প পরিমাণে উৎপাদন হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি হয়। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কোন দ্রব্য ন্যূন মূল্যে বিক্রয় হয় না; এবং যে দ্রব্য যথেষ্ট উৎপাদন করা যাইতে পারে না, সেই দ্রব্য উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বিশেষ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন মূল্য।

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি সকল লোকের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে

প্রয়োজনীয়; সুতরাং কোন বৎসরে খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট উৎপন্ন না হইলে পূর্ব্বোক্ত কারণে মহার্ঘ হয়। অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যাদি তাবৎ বস্তু খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে সুলভ হয়; সুতরাং শ্রমজীবী এবং শিল্পজীবিদিগের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশজনক হয়। অনেকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। দুর্ভিক্ষের সময় দেশের অর্থশালী লোক সকল, দরিদ্র লোকদিগকে অর্থদ্বারা সাহায্য করিলে, যাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আপাততঃ উপকার হয়; কিন্তু উচ্চ মুল্যে ক্রয়সমর্থ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় দ্রব্যাদি আরও মহার্ঘ হয়। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দ্রব্য, বিদেশ হইতে আমদানি ব্যতীত, সুলভ হয় না; কিন্তু দেশে উৎসাহশীল বণিক না থাকিলে, বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি হয় না। সুতরাং দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ খাদ্য দ্রব্য আমদানি না করিলে দুর্ভিক্ষের অন্য কোন মতে নিবারণ হয় না। পূর্ব্বে কোন বৎসরে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হইলে উদ্বৃত্ত শস্য দেশে সঞ্চিত থাকিত। কিন্তু অধুনা দেশে অতিরিক্ত শস্য সঞ্চিত থাকে না। রাজস্ব দিবার নিমিত্ত অথবা বৈদেশিক দ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত, কৃষক এবং জমিদারগণ উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করে; সুতরাং কোন বৎসরে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন না হইলে দুর্ভিক্ষের সংহার মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য।

দুর্ভিক্ষ।

দেশের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ হয়; এবং খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ হইলে অধিক লোক কৃষিকার্য্য করিতে উদ্যত হয়। তখন দেশে যদি উৎকৃষ্ট জমি অধিক না থাকে, তাহা হইলে নিকৃষ্ট জমি আবাদ করিতে হয়; কিন্তু নিকৃষ্ট জমি আবাদ করিতে ব্যয় অধিক হয়। সুতরাং অধিক জমি আবাদ করিয়া যদিও পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু শস্যের মূল্য পূর্ব্ববৎ সুলভ হয় না। ফলতঃ যে দেশে ব্যবসায়িগণ শ্রমজীবী ভৃত্য রাখিয়া কৃষিকার্য্য করে, সেই দেশে নিকৃষ্ট জমি আবাদের ব্যয় অনুসারে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়।

নিকৃষ্ট ভূমি আবাদ করিতে যে ব্যয় হয়, তদপেক্ষা অধিক মূল্যে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় হইলে, কৃষকগণ আরও নিকৃষ্ট ভূমি আবাদ করিয়া অধিক শস্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে। দেশে যে পরিমাণ আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইলে, সুলভতা নিবন্ধন মূল্যের হ্রাস হয়; এবং শস্যের মূল্য হ্রাস হইলে নিকৃষ্টতম ভূমি পরিত্যক্ত হয়। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে দেশে যত শস্য আবশ্যক, তাহা উৎপাদন করিতে যে সকল ভূমি আবাদ হয়, তন্মধ্যে নিকৃষ্টতম ভূমি আবাদের ব্যয় অনুসারে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যে নিরূপিত হয়।

ভারতবর্ষে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য।

আমাদিগের দেশে ব্যবসায়িগণ লাভের নিমিত্ত কৃষিকার্য্য করে না; সুতরাং আমাদের দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য উল্লিখিত নিয়মানুসারী নহে। যে দেশে শ্রমজীবিগণ নানা ব্যবসায়ের দ্বারা জীবনোপায় লাভ করিতে পারে, সেই দেশে কোন ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ হইলে, অধিক লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়; এবং কোন ব্যবসায়ে লাভ না হইলে, অনেকে তাহা পরিত্যাগ করে। সুতরাং সেই সকল দেশে, দ্রব্য সমুদয়ের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া, উৎপাদন ব্যয়ানুযায়ী হয়। কিন্তু আমাদিগের দেশে সকল প্রকার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও শিল্প কার্য্যের বিশেষ উন্নতি নাই; সুতরাং আমাদিগের দেশীয় অধিকাংশ শ্রমজীবি লোক, কৃষি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। এতাদৃশ স্থানে, যদি লোক সংখ্যা অধিক হয় অথচ উৎকৃষ্ট ভূমি পতিত না থাকে, এবং যদি কৃষকগণের ভূমিতে কোন স্বত্ব না থাকে, তাহা হইলে কৃষকদিগের উদর পূর্ত্তি হইয়া যত শস্য উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা জমিদারগণ কর স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যে স্থানে লোক সংখ্যা অল্প এবং উৎকৃষ্ট ভূমি অধিক, অথবা যেস্থানে কৃষকদিগের ভূমিতে কোন প্রকার স্বত্ব আছে, সেই স্থানে কৃষকগণ জমিদারের খাজনা পরিশোধ এবং আপনাদিগের উদর পূর্ণ করতঃ অবশিষ্ট অংশের দ্বারা অন্যান্য ভোগ্য বস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে কৃষক-

গণ জমিদারের খাজনা পরিশোধ এবং আপনাদের উদর পূরণোপযোগী অপেক্ষা যত অধিক শস্য উৎপাদন করে, তত অন্যান্য দ্রব্যের সম্বন্ধে কৃষিজাত দ্রব্য সুলভ হয়। কৃষকগণ যে অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করে তাহাতে তাহাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়; কিন্তু তন্নিবন্ধন বিশেষ অতিরিক্ত ব্যয় হয় না; সুতরাং আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুযায়ী হয় না। কৃষকগণ যে পরিমাণ শস্য ভক্ষণ করে, তদপেক্ষা যত অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করে তত অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্য সুলভ হয়। কৃষিজাত দ্রব্য সুলভ অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্য মহার্ঘ হইলে, তন্তুবায় পাদুকাকার প্রভৃতি শিল্পিগণ অনন্য কর্ম্মা হইয়া শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। যে পরিমাণ অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণে তাবৎ প্রকার দ্রব্য অতিরিক্ত উৎপন্ন হইলে মূল্যের তারতম্য হয় না। কিন্তু যে পরিমাণে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণে অন্যান্য দ্রব্য অধিক উৎপাদিত না হইলে শস্যের মূল্য হ্রাস এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। এবং পক্ষান্তরে, শিল্প দ্রব্য অতিরিক্ত উৎপাদিত হইলে, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। তখন শিল্পিগণ শিল্প পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্য পরিমাণে হ্রাস, সুতরাং মহার্ঘ হইলে, কৃষকগণ অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দ্রব্যসমুদায়ের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুযায়ী হয় না। তবে যে মূল্যে বিক্রয় করিলে দ্রব্যের পরিমাণ এবং লোকের আকাঙ্ক্ষা এতদ্দ্বয়ের সমতা হয়, সেই মূল্যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য।

আমাদিগের প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য দেশে উৎপন্ন হইলে যে যে নিয়মানুসারে সেই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হয় তাহা আলোচিত

হইল। কিন্তু সকল দেশে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। ভারতবর্ষে যদিও সকল দ্রব্যের উপকরণ পাওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাতে তথাকার অর্দ্ধাংশ লোকের উদরপূর্ত্তি হয় না। তুলা চা চিনি ইত্যাদি ইউরোপের প্রায় কোন দেশে উৎপন্ন হয় না। ফলতঃ বিদেশ হইতে নানা দ্রব্য আমদানি রপ্তানি না হইলে প্রায় সর্ব্বত্র মনুষ্য জীবন অতিশয় ক্লেশকর হয়। সকল দেশে এক জাতীয় দ্রব্য সমান ব্যয়ে প্রস্তুত হয় না। কোন দেশে কোন দ্রব্যের উপকরণ যথেষ্ট থাকায় অতি সুলভ ব্যয়ে প্রস্তুত হয়। ইংলণ্ডের উত্তরাংশে লৌহ প্রস্তুত করিবার যেরূপ উপকরণ পাওয়া যায়, পৃথিবীর মধ্যে প্রায় আর কোন দেশে সেরূপ নাই। ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে তুলার বস্ত্র প্রস্তুত করণের যেরূপ সুবিধা আছে, অন্য কোন দেশে সেরূপ নাই। যে দ্রব্য যে দেশে সুলভ ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে, সেই দ্রব্য সেই দেশে প্রস্তুত হইলে সকল দেশের অধিক লাভ হয়; এবং পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।

বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী হয় না।

বৈদেশিক দ্রব্য সমুদয়ের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি পূর্ব্বোক্ত কোন নিয়মাধীন নহে। দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত উৎপাদিত হইতে পারে তৎসমুদয়ের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী হয়। এক সের রেসম প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহাতে যদি চারি সের নীল প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে এক সের রেসম এবং চারি সের নীল তুল্য মূল্য হয়। তাহার কারণ এই যে উভয় দ্রব্য এই দেশে উৎপাদিত হয়; সুতরাং নীল এবং রেসম এই উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবসায়ে অধিক লাভ হইলে, ব্যবসায়ী সকল অল্প লাভের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অধিক লাভের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়; এবং তন্নিবন্ধন অধিক লাভ জনক দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও অল্প লাভ জনক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ উভয় দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী হয়। বিদেশে কোন দ্রব্য স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব হইলে ও দেশের ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী লোক

সকল তথায় গমন পূর্ব্বক সেই দ্রব্য উৎপাদন করতঃ দেশে আনয়ন করিতে পারেন; সুতরাং বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী হয় না। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, মরিসাস প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ ব্যবসায়িগণ নানা দ্রব্য উৎপাদন করতঃ স্বদেশে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে সেই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী হয়। পরন্তু এক দেশ হইতে অন্য দেশে শ্রমজীবী লোক এবং মূলধন প্রেরণ করা ব্যয়সাধ্য এবং সভ্য জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অসম্ভব। দেশে কোন প্রকারে দিনপাত হইলে শ্রমজীবি লোক সকল বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করে না; এবং বিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও মহাজনগণ বিদেশে কারবার করিতে সাহসী হয় না। ফলতঃ সচরাচর বৈদেশিক দ্রব্য স্বদেশীয় দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় হয়; সুতরাং বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী হয় না।

কিরূপ স্থলে বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী হয়।

দেশে উৎপন্ন হইলে যে দ্রব্য যে মূল্যে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত না হইলে বিদেশ হইতে কেহ সেই বস্তু ক্রয় করে না। ভারতবর্ষে যদি বিংশতি মণ গোধূমের পরিবর্ত্তে দশ মণ লৌহ পাওয়া যায় এবং বিলাতে যদি ১৫ মণ গোধূমের পরিবর্ত্তে ১০ মণ লৌহ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের গোধূমের পরিবর্ত্তে বিলাতের লৌহ বিনিময় করায় কোন দেশের ক্ষতি হয় না; বরং উভয় দেশের ন্যূনাধিক পরিমাণে লাভ হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য প্রচলিত হইলে যদি ১৮ মণ গোধূমের পরিবর্ত্তে বিলাতের ১০ মণ লৌহ বিনিময় হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই লাভ হয়, যে অল্প গোধূমের পরিবর্ত্তে অধিক লৌহ পাওয়া যায়; এবং বিলাত বাসিগণের পক্ষে এই লাভ হয় যে তাহারা অল্প লৌহের পরিবর্ত্তে অধিক গোধূম পায়। উল্লিখিত কল্পিত স্থলে ১০ মণ লৌহের মূল্য ভারতবর্ষে ১৫ মণ গোধূমের ন্যূন অথবা বিলাতে ২০ মণ গোধূমের ঊর্দ্ধ হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা

বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা উভয় দেশের লাভ।

এক দেশের দ্রব্য আর এক দেশের দ্রব্যের সহিত বিনিময় হয় না।

বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্যের ঊর্দ্ধ এবং নিম্ন সীমা।

বস্তুতঃ যত দিন বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থাপিত থাকে, তত দিন, উল্লিখিত কল্পিত স্থলে, দশ মণ লৌহের মূল্য উভয় দেশে ১৫ মণ গোধূমের ন্যূন অথবা ২০ মণ গোধূমের ঊর্দ্ধ হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে যে মূল্যে বিনিময় হয় তাহা উল্লিখিত উচ্চ এবং নিম্ন সীমার মধ্যগত।

বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইলে ক্রয়াকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যদি ক্রয়াকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয় অথচ সেই পরিমাণে বৈদেশিক দ্রব্য উৎপন্ন না হয়; তাহা হইলে বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। মূল্য বৃদ্ধি হইলে একদিকে ক্রয়াকাঙ্ক্ষা হ্রাস হয়; আর এক দিকে সেই দ্রব্য অধিক উৎপাদনের চেষ্টা হয়। যে মূল্যে বিক্রয় করিলে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়; প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদেশিক দ্রব্য সেই পরিমাণে বিনিময় হইয়া থাকে। কল্পিত উদাহরণে বিলাতে ১০ মণ লৌহের মূল্য ১৫ মণ গোধূমের তুল্য অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং ১০ লক্ষ মণ লৌহের বিনিময়ে বিলাতবাসিগণ ১৭ লক্ষ মণ গোধূম প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের পক্ষে গোধূম সুলভ হয়। এইরূপে গোধূম সুলভ হওয়ায় বিলাতবাসিগণের ক্রয়াকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়; এবং ক্র..াকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইলে তাহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, বিলাতবাসিগণ যদি দ্বিগুণ লৌহ বিক্রয় করিতে সমর্থ হন অথচ ভারতবাসিগণ দ্বিগুণ গোধূম বিক্রয় করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে বিলাতবাসিগণ অধিক গোধূম পাইবার আশায় আরও সুলভ মূল্যে লৌহ বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হন। এমন কি ২০ লক্ষ মণ লৌহের বিনিময়ে তাহারা ৩২ লক্ষ মণ গোধূম প্রাপ্ত হইলেও লাভ বিবেচনা করিতে পারেন।

এইরূপে বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা এক দেশের দ্রব্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হওয়ায়, সেই দেশের বিশেষ লাভ হয়; কিন্তু অপর দেশেরও কিছু না কিছু লাভ হইয়া থাকে। বিলাতে দশ মণ লৌহের

বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা উভয় দেশের তুল্য লাভ হয় না।

পরিবর্ত্তে ১৫ মণ মাত্র গোধূম পাওয়া যায় এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে; সুতরাং বিলাতবাসিগণ যদি ১০ মণ লৌহের পরিবর্ত্তে ১৬ মণ গোধূম পান, তাহা হইলে তাহাদের কথঞ্চিৎ লাভ হয়। কল্পিত উদাহরণ স্থলে, বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা, ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা ভারতবর্ষের লাভ হয় কি না পরে আলোচিত হইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি হয়। সুতরাং দেশের আমদানি এবং রপ্তানি তুল্য মূল্য হইয়া থাকে। রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিক হইলে অতিরিক্ত আমদানি জিনিসের মূল্য নগদ পাঠাইতে হয়। নগদ টাকা পাঠাইতে হইলে হুণ্ডিয়ানি খরচা লাগে। শ্রেষ্ঠিগণ কিছু লাভ না পাইলে এক দেশে টাকা আমানত লইয়া অন্য দেশে হুণ্ডী দিতে স্বীকার হয় না। দেশে যদি কোন কারণে টাকার পরিমাণ অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে কিছুকাল নগদ টাকার বিনিময়ে বৈদেশিক দ্রব্য ক্রয় সম্ভব হয়। কিন্তু দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের খনি না থাকিলে অতি অল্পকাল মধ্যে টাকার পরিমাণ হ্রাস হয়; এবং বিদেশে নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় তথাকার সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়; সুতরাং দেশের ক্রয়াকাঙ্ক্ষা হ্রাস হয়; এবং আমদানি ও রপ্তানি তুল্য মূল্য হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সুবর্ণ, রজত, টাকা, নোট।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে প্রত্যেক লোকে আপন প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য স্বয়ং উৎপাদন করিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য স্বতন্ত্র লোকে করিলে, সকলে অধিক নৈপুণ্য লাভ করে; এবং অধিক মূল্যবান অস্ত্র শস্ত্র যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়; সুতরাং অধিক দ্রব্য

উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য তাবৎ দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব না হইলে, কেহ অনন্যকর্ম্মা হইয়া এক কার্য্য করিতে পারে না। ফলতঃ শিল্পাদি যত বিভক্ত রূপে স্বতন্ত্র লোকের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তত বিনিময় প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু সকল দ্রব্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনিময় হয় না। তন্তুবায় অথবা পাদুকাকারের যদি কিঞ্চিৎ লবণ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বস্ত্র অথবা পাদুকার বিনিময়ে লবণ ক্রয় করা কতদূর অসুবিধা তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য সমস্ত দ্রব্য আবশ্যকমত পাওয়া যায় না। পাদুকাকারের যদি বস্ত্র প্রয়োজন হয় অথচ তন্তুবায়ের যদি সেই সময় পাদুকার প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে চর্ম্মকার, পাদুকার বিনিময়ে, বস্ত্র ক্রয় করিতে পারে না। তন্তুবায় যদিও পাদুকার বিনিময়ে বস্ত্র বিক্রয় করিতে স্বীকার হয়, কিন্তু বস্ত্র ও পাদুকা তুল্য মূল্য না হইলে কদাচ উক্ত দ্রব্যদ্বয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনিময় হয় না। যে সকল দ্রব্য খণ্ড খণ্ড করিলে অথবা দীর্ঘকাল সঞ্চিত রাখিলে বিনষ্ট হয়, সেই সকল দ্রব্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনিময় করিতে হইলে কতদূর অসুবিধা হয়, তাহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ সুবর্ণ রজতাদি বিনিময় সাধক দ্রব্য না থাকিলে কৃষি শিল্পাদির উন্নতি এককালে বন্ধ হয়। কোন কোন দেশে তণ্ডুল গোধূম সৈন্ধবশিলাখণ্ড অথবা বরাটকের দ্বারা বিনিময় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়; কিন্তু স্বর্ণ রৌপ্যাদির দ্বারা বিনিময়ের যেরূপ সুবিধা হয়, অন্য কোন বস্তুর দ্বারা সেরূপ হয় না।

দ্রব্য সমুদয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনিময়ের অসুবিধা।

যে দ্রব্য মূল্যবান, যে দ্রব্য ইচ্ছামতে বিভক্ত করিলে নষ্ট হয় না, যাহার উৎকর্ষাপকর্ষতা সহজে জানা যায়, যাহার মূল্যের কোনকালে বিশেষ তারতম্য হয় না, যাহার আয়তন অল্পস্থান ব্যাপী যাহা অতি সহজে লইয়া যাওয়া যায় এবং যে দ্রব্য সর্ব্বত্র বিক্রয় করিতে পারা যায় এরূপ দ্রব্য আবশ্যক না থাকিলেও সকলে ক্রয় করিয়া সঞ্চয় রাখে। উল্লিখিত সমস্ত গুণ থাকায় স্বর্ণ রৌপ্য আবশ্যক না থাকিলেও

কিরূপ দ্রব্যের দ্বারা বিনিময় সাধন হইতে পারে।

লোকে ক্রয় করে; এবং অন্যান্য দ্রব্য যখন যে পরিমাণ আবশ্যক হয়, তাহার মূল্য অনুসারে, সেই সুবর্ণ রজত অল্প বা অধিক পরিমাণে বিক্রয় করে। এইরূপে সুবর্ণ রজত বিনিময় সাধন কার্যে ব্যবহৃত হয়।

টাকা প্রচলিত হওয়ার কারণ।

সচরাচর ক্রয় বিক্রয়ের সময় স্বর্ণ রৌপ্য ওজন এবং পরীক্ষা করিতে হইলে লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এই নিমিত্ত দেশের শাসন-কর্ত্তাগণ নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণ এবং রৌপ্য খণ্ড, বিশেষ বিশেষ চিহ্নযুক্ত করিয়া, রাজকোষ হইতে স্বর্ণ রৌপ্য পিণ্ডের বিনিময়ে, দিয়া থাকেন; এবং এইরূপ নিয়ম করেন যে রাজনামাঙ্কিত টাকা ভিন্ন পিণ্ডাকার স্বর্ণ রৌপ্য বেতন বা মূল্য স্বরূপ গ্রহণ করিতে কেহ বাধ্য নহে। বস্তুতঃ দেশের সকল টাকার ওজন এবং বিশুদ্ধি সমান হইলে, বিনিময় কার্য্যের এতাদৃশ সুবিধা হয়, যে লোকে ইচ্ছানুসারে রাজনামাঙ্কিত টাকার দ্বারা ক্রয়, বিক্রয়, ঋণাদান আদি সমস্ত নির্ব্বাহ করে।

সকল দ্রব্যের মূল্য টাকার তুলনায় উক্ত হয়। টাকার তুলনায় সকল দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হওয়ায়, অন্য কোন দুই দ্রব্যের পরস্পর সম্বন্ধে মূল্য কত তাহা সহজে জানা যায়। টাকার দ্বারা সকল বস্তুর মূল্য নিরূপিত না হইলে এক খণ্ড বস্ত্রের বিনিময়ে কি পরিমাণ গোধুম, কি পরিমাণ লবণ, কি পরিমাণ তৈল পাওয়া যায় তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না।

অধুনা সভ্য দেশ মাত্রে স্বর্ণ রৌপ্য রাজকীয় ধনাগারে দিলে প্রায় সেই পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য বিশিষ্ট টাকা পাওয়া যায়। মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় লাগে মাত্র। এই নিমিত্ত স্বর্ণ রৌপ্য পিণ্ড অপেক্ষা স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার মূল্য অধিক হয় না। এক সের পরিমিত রৌপ্য যদি বাজারে ৮৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়, অথচ টাকশালায় মুদ্রাঙ্কিত করিলে যদি তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে যাহার রৌপ্যের বিনিময়ে টাকার আবশ্যক হয়, সে টাকশালায়

দিয়া টাকা প্রস্তুত করিয়া লয়। দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে এইরূপে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়; এবং টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় সকল দ্রব্য মহার্ঘ হয়; সুতরাং টাকার তুলনায় রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। তখন এক সের রৌপ্য বিক্রয় করিলে ৮৫ টাকার অধিক পাওয়া যায়; অর্থাৎ টাকশালায় দিলে যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়, বাজারে বিক্রয় করিলে প্রায় সেই পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং তখন আর কেহ টাকশালায় স্বর্ণ রৌপ্য দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়া লয় না। বাজারে বিক্রয় করিলে যদি অধিক টাকা পাওয়া যায় তাহা হইলে টাকশালায় স্বর্ণ রৌপ্য দিয়া অল্প টাকা লইবার কারণ থাকে না।

মুদ্রাঙ্কন অবাধ হইলে টাকার হ্রাস বৃদ্ধি।

পরন্তু টাকশালায় রৌপ্য স্বর্ণ দিয়া যদি সকল সময়ে টাকা পাওয়া না যায় অথবা যদি মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত অতিরিক্ত খরচ লাগে, তাহা হইলে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের ন্যায় টাকার মূল্য তদন্তর্গত রৌপ্য স্বর্ণাপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং লোকে স্বর্ণ রৌপ্য গোপনে মুদ্রাঙ্কিত করিবার চেষ্টা করে; এবং যদি রাজকর্ম্মচারিগণ সেই সকল গোপন চেষ্টা নিবারণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে রৌপ্যের মূল্য এবং টাকার মূল্য আবার সমান হইয়া উঠে। ফলতঃ রাজকীয় টাকশালায় মুদ্রাঙ্কন ব্যয়সাধ্য হইলে অথবা সম্পূর্ণ অবারিত না হইলে গোপন মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত হয়। গোপনে যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাঙ্কিত করে তাহারা কেবল নিজের লাভের জন্য কার্য্য করে; সুতরাং দেশের প্রচলিত টাকার ন্যায় গোপন মুদ্রাঙ্কিত টাকা বিশুদ্ধ হয় না; এবং ক্রয় বিক্রয়ের সময় টাকা পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। ফলতঃ রাজকীয় টাকশালায় টাকা মুদ্রাঙ্কিত করায় দেশের লোকের, বিশেষতঃ বাণিজ্যের যে সুবিধা হয় গোপন মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত হইলে, সেই সুবিধা নষ্ট হয়। এই নিমিত্ত প্রায় তাবৎ সভ্য দেশের

রাজকীয় টাকশালায় মুদ্রাঙ্কন অবারিত না হইলে গোপন মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত হয়।

গোপন মুদ্রাঙ্কনের অনিষ্ট।

রাজপুরুষগণ যৎকিঞ্চিৎ মুদ্রাঙ্কনের খরচ লইয়া রৌপ্য স্বর্ণের পরিবর্ত্তে তুল্য ধাতু বিশিষ্ট টাকা দিয়া থাকেন।

বিশুদ্ধ স্বর্ণ রৌপ্য শীঘ্র ক্ষয়িত হইয়া যায় বলিয়া আমাদিগের দেশের টাকায় কিঞ্চিৎ পরিমানে খাইদ মিশ্রিত থাকে। আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকের সংস্কার আছে, যে এইরূপ খাইদ মিশ্রিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট লাভ করেন। স্বর্ণ রৌপ্য টাকশালায় দিলে প্রায় সেই পরিমাণ ধাতু বিশিষ্ট মোহর বা টাকা পাওয়া যায়; সুতরাং টাকায় খাইদ মিশ্রিত থাকায় গবর্ণমেণ্টের কিছুই লাভ হয় না। গবর্ণমেণ্ট টাকায় খাইদ মিশ্রিত করিয়া লাভ করিবার চেষ্টা করিলে সাধ্য পক্ষে টাকশালায় স্বর্ণ রৌপ্য দিয়া কেহ টাকা প্রস্তুত করিয়া লয় না; সকলে গোপনে মুদ্রাঙ্কনের চেষ্টা করে। ফলতঃ টাকায় খাইদ মিশ্রিত করিয়া লাভ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সুসাধ্য নহে।

টাকায় খাইদ মিশ্রিত করায় গবর্ণমেণ্টের লাভ হয় না।

বিনিময় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত টাকা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু টাকার দ্বারা, বিনিময় কার্য্য সাধন ভিন্ন, সংসারের অন্য কোন উপকার হয় না। টাকা বরাত চিঠির স্বরূপ; কোন বিশেষ ব্যক্তির অধিক টাকা থাকিলে সে সংসাররূপ ভাণ্ডারে অধিক বস্তু পায়; কিন্তু দেশের সম্বন্ধে টাকার ন্যূনতাধিক্য দ্বারা উপকার বা অপকার হয় না। যদি দেশের শাসন কর্ত্তা দিগের উপর লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং নোটের ব্যবহার প্রচলিত হয়, তাহা হইলে বিনিময় সাধনের নিমিত্ত অধিক নগদ টাকার প্রয়োজন হয় না; সুতরাং যে পরিশ্রম এবং মূল ধনের দ্বারা খনি হইতে স্বর্ণ রৌপ্য উদ্ধৃত হয়, সেই পরিশ্রম এবং মূলধনের দ্বারা অন্য ভোগ্য বস্তু উৎপাদিত হইতে পারে; এবং তন্নিবন্ধন সংসারের ভোগ সুখ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে নোট লইতে কেহ স্বীকার হয় না; সুতরাং সুবর্ণ রজত ব্যতিরেকে বিনিময় সাধন হয় না; দেশের লোকের মধ্যে পরস্পর যত বিশ্বাস ভাব হয় এবং বিশ্বাসের মূলে যত ক্রয় বিক্রয় হয় তত টাকার ব্যবহার অল্প হয়; এবং টাকার ব্যবহার অল্প হইলে যে পরিশ্রম ও

মূলধনের দ্বারা খনি হইতে স্বর্ণ রৌপ্য উদ্ভূত হয়, সেই পরিশ্রম ও মূলধনের দ্বারা প্রকৃত ভোগ্য বস্তু অর্থাৎ দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।

নোট প্রচলিত হইলে বিনা সুদে গবর্ণমেণ্ট ঋণ পাইয়া থাকেন। টাকার কুঠিতে সাধারণ লোকে বিনা সুদে টাকা আমানত রাখিলে, কুঠিয়ালদিগের যেরূপ লাভ হয়, নোট প্রচলিত হইলে গবর্ণমেণ্টের সেইরূপ লাভ। যত দিন কোন রাষ্ট্রবিপ্লব না হইবে তত দিন নোটের পরিবর্ত্তে টাকা পাওয়া যাইবে এই বিশ্বাস থাকায় লোকে নোট লইয়া থাকে।

নোট।

দেশে টাকা বিশ্বাস এবং নোটের ব্যবহার যত বৃদ্ধি হয় তত দ্রব্য সমুদায় মহার্ঘ হয়। টাকা নোট এবং বিশ্বাসের দ্বারা সকল দ্রব্য ক্রয় সাধিত হয়; সুতরাং দ্রব্যের পরিমাণ সমান থাকিলে টাকা, বিশ্বাস এবং নোটের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে দ্রব্য সমুদায়ের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

দ্রব্য সমুদয়ের মূল্য সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সমূহ সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে পুনরালোচিত হইল।

১। দ্রব্য সমুদয়ের মূল্য পরস্পর সাপেক্ষ। অন্য দ্রব্য নৈরপেক্ষতায় কোন দ্রব্যের মূল্য কত তাহা বলা যায় না।

২। একদ্রব্যের তুলনায় যে বস্তু, কোন সময়ে, সুলভ হয়, সেই সময়ে অপর বস্তুর তুলনায় সেই বস্তু মহার্ঘ হইতে পারে।

৩। সকল দ্রব্যের মূল্য যুগপৎ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

৪। এক দ্রব্য মহার্ঘ না হইলে আর এক দ্রব্য সুলভ হয় না।

৫। যে বস্তু সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়, তাহার বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যায় না; সুতরাং সেই সকল দ্রব্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও মূল্য বিহীন।

৬। যে বস্তু স্বাভাবিক অবস্থায় অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় না, সেই

বস্তু পাইবার জন্য লোকে যত আকাঙ্ক্ষিত হয়, তত তাহার মূল্য অধিক হয়। ফলতঃ লোকের আকাঙ্ক্ষা এবং দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতানুসারে মূল্যের ন্যূনতাধিক্য হয়।

৭। যে দ্রব্য আমাদিগের শরীর ধারণ নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় সেই দ্রব্যের যত মূল্য বৃদ্ধি হউক, লোকের আকাঙ্ক্ষা প্রায় সমান থাকে। কিন্তু সকল লোকে সমান অর্থশালী নহে; যাহাদিগের অধিক বিনিময় যোগ্য দ্রব্য থাকে, তাহারা অধিক মূল্যে সেই দ্রব্য ক্রয় করে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোক সকলের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তাহারা সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না।

৮। খাদ্য দ্রব্য ব্যতিরেকে প্রায় তাবৎ দ্রব্যের মূল্য যত অধিক হয়, তত লোকের আকাঙ্ক্ষা কম হয়; এবং মূল্য যত হ্রাস হয় আকাঙ্ক্ষা তত বৃদ্ধি হয়।

৯। মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইলে ভিন্ন দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কোন দ্রব্যের মূল্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত বৃদ্ধি হয়; কোন দ্রব্যের মূল্য বিশেষ হ্রাস হইলেও আকাঙ্ক্ষা তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না।

১০। দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে ব্যয় হয় তদপেক্ষা ন্যূন মূল্যে কদাচ বিক্রয় হয় না। উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা মূল্য কম হইলে ব্যবসায়িগণ সেই দ্রব্য আর অধিক উৎপাদন করে না; সুতরাং অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি হয়।

১১। যে মূল্যে বিক্রয় করিলে লোকের আকাঙ্ক্ষা এবং দ্রব্যের পরিমাণের সমতা হয়, বিক্রেতাগণ তদপেক্ষা অধিক মূল্য চাহিলে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় হয় না, এবং তদপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিলে লোকের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না।

১২। যে দ্রব্যের উপকরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়, সেই দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী হয়। কোন সময়ে দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন মূল্য অধিক হইলে লোকে সেই দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে; এবং অধিক দ্রব্য উৎপাদিত হওয়ায় মূল্যের হ্রাস হয়।

পরন্তু উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা মূল্য হ্রাস হইলে আর কেহ অধিক উৎ-পাদন করে না।

১৩। সকল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমপরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হইলে কোন দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হয় না।

১৪। সকল দ্রব্যের উৎপাদনে উপকরণ পরিশ্রম এবং মূলধন আবশ্যক; সুতরাং উপকরণ লাভের নিমিত্ত যে পরিমাণ রাজস্ব দিতে হয়, এবং শ্রমজীবী লোকদিগের যে পরিমাণ বেতন দিতে হয় ও মূল-ধনের যে সুদ দিতে হয়, তদনুসারে ব্যয়াধিক্য হয়।

১৫। দেশ যত সুশাসিত হয় এবং সকল লোক যত পরিণামদর্শী হয়, তত অধিক লোকে বর্ত্তমান কালে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়াও ভাবি কালের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে।

১৬। লোকে যত সঞ্চয় করিয়া অধিক উৎপাদনের চেষ্টা করে তত দেশের মূলধন বৃদ্ধি হয়।

১৭। মূলধন নষ্ট হইবার আশঙ্কা না থাকিলে অল্প লাভের প্রত্যাশাতে মহাজনগণ ঋণ দেয়; ফলতঃ দেশের লোকের ধার্ম্মিকতা বৃদ্ধি হইলে সুদের হার কম হয়; এবং নানাপ্রকারে উৎপাদন ব্যয়ের লাঘব হয়।

১৮। দেশে সুদের হারের হ্রাস বৃদ্ধি হইলে সকল দ্রব্যের উৎ-পাদন ব্যয় সমপরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। দীর্ঘকালে যে কার্য্যে ফলোদয় হয় তাহাতে অধিক সুদ লাগে। দেশে সুদের হার হ্রাস হইলে সেই সকল কার্য্যে ব্যয়ের বিশেষ লাঘব হয়।

১৯। যে দ্রব্যের উৎপাদনে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র অথবা যন্ত্র প্রয়ো-জন সেই কার্য্যে দীর্ঘকালে ফলোদয় হয়; সুতরাং সুদের হার কম হইলে সেই সকল দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হয়।

২০। যে দেশে ব্যবসায়িগণ লাভের নিমিত্ত শ্রমজীবি ভৃত্যের দ্বারা কৃষি শিল্পাদি কার্য্য করে, সেই দেশে অধিকাংশ দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুসারী হয়। কিন্তু যে দেশে নানাবিধ ব্যবসায় না থাকায় শ্রমজীবি লোক সকল কেবল উদর পূর্ত্তির জন্য কৃষিকার্য্য করে, সেই

দেশে দ্রব্য সমুদায়ের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুযায়ী হয় না। শ্রমজীবী কৃষকগণ যে পরিমাণ ভক্ষণ করে তদপেক্ষা যত অধিক উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়, তত অন্যান্য দ্রব্য মহার্ঘ হয়; এবং সেই সকল মহার্ঘ হইলে শিল্পজীবী প্রভৃতি অধিক উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে। এতাদৃশ স্থলে যখন ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় তখন মূল্যের সমতা হয়।

২১। বৈদেশিক বাণিজ্যদ্বারা যে সকল দ্রব্য আমদানি হয় তাহার মূল্য উৎপাদন ব্যয়ানুযায়ী হয় না। বৈদেশিক বাণিজ্যদ্বারা যে দ্রব্য আমদানি হয় তাহা স্বদেশে উৎপাদন করিতে হইলে যে ব্যয় হয়, তদপেক্ষা ঊর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় হয় না; এবং বিদেশে যে ব্যয়ে উৎপন্ন হয় তদপেক্ষা ন্যূন মূল্যে বিক্রয় হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদেশিক দ্রব্য উল্লিখিত ঊর্দ্ধ এবং ন্যূন সীমার মধ্যবর্ত্তি এরূপ মূল্যে বিক্রয় হয় যে উভয় দেশের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়।

২২। টাকার দ্বারা বিনিময় সাধন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য হয় না।

২৩। দেশে টাকা পরস্পর বিশ্বাস এবং নোটের ব্যবহার যত অধিক হয়,তত সমস্ত দ্রব্য মহার্ঘ হয়।

মহাজনী।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই রূপ চির-প্রবাদ আছে যে ভারতবর্ষের ন্যায় ঐশ্বর্যশালী দেশ আর নাই। এই বিশ্বাস হেতু পৃথিবীর উৎসাহশীল এবং যুদ্ধকুশল জাতি সকল ভারতের সহিত বাণিজ্য এবং ভারতে আধিপত্য স্থাপন জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন ইতিহাস পাঠক মাত্র তাহা অবগত আছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের যেরূপ দুরবস্থা তাহা

দেখিলে এতদ্দেশে কখন ধনশালী বলা যায় না; এমন কি অধুনা অনেকে বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশ সভ্য জগতের মধ্যে আর নাই।

বস্তুতঃ ভারত স্বর্ণভূমি। মনুষ্যের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য ভারতে উৎপন্ন হয়। যে কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিশ্রমে জীবনোপায় লাভ করিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অতি অল্প পরিশ্রমে জীবিকা লাভ করিতে পারা যায়, যে দেশে অতি অল্প আয়াসে দিনপাত হয় সেই দেশের লোক কোন কালে বিশেষ উৎসাহশীল হয় না; সুতরাং আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার নিমিত্ত এতাদৃশ অবস্থায় সকলে সচেষ্ট হয় না। সাংসারিক ক্লেশ নিবারণ জন্য অর্থোপার্জ্জনে প্রথম চেষ্টা হয়; এবং যে প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় তাহা যথাসম্ভব চরিতার্থ হইলেও মনুষ্য প্রকৃতির নিয়মানুসারে আর কোন কার্যে সুখবোধ হয় না। ফলতঃ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে অতি কষ্টের অবস্থা হইতে অনেকে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন; এবং অনেকে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও জীবনের শেষ দশায় অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হন। ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি বা অবনতি যেরূপে হয় দেশের পক্ষেও সেইরূপ; অতি দরিদ্র দেশের লোক ধনশালী হয়; অথচ স্বর্ণভূমি ভারতের প্রজাগণের যেরূপ দুরবস্থা পৃথিবীর আর কোন সভ্য দেশে সেরূপ নাই। পর[illegible] সামাজিক জীবন অনন্ত; কোন ব্যক্তি ভ্রম বা আলস্য বশতঃ দুর্দ্দশাপন্ন হইলে তাহার আর উন্নতির আশা থাকে না। কিন্তু দেশের লোকের যদি জ্ঞানোদয় হয়, তাহ. হইলে কোন না কোন কালে উন্নতি হইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক পরিশ্রমী বুদ্ধিমান এবং উৎসাহশীল বটেন; কিন্তু অতি সহজে ভারতে জীবনোপায় লাভ হয়; সুতরাং দেশের সকল লোক একত্র হইয়া স্বাধীনতা রক্ষা-করা বিশেষ আবশ্যক বোধ হয় না। বহুকালাবধি ভারতবাসিগণ পরাধীন রহিয়াছেন; ফলতঃ অধুনা যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভারতবাসিগণ চেষ্টা করিলেও আর বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ উন্নতি করা তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে।

কেহ কেহ বলেন যে অধুনা ভারতবর্ষ পুর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী হই-তেছে ; কেহ বলেন যে ভারতবাসিগণ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বে ভারতের কিরূপ অবস্থা ছিল এবং এক্ষণে, পূর্ব্বকালের তুলনায় ভারতের অবস্থা ভাল কি মন্দ হইতেছে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে ; এবং এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। এক সময়ে পৃথিবীর সকল দেশের লোক বন্য ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত ; পুর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল সেইরূপ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য এরূপ কখন বলা যায় না। ভারতবাসিগণ বুদ্ধিমান পরি-শ্রমী এবং পরিণামদর্শী বটেন ; অর্থোপার্জ্জনের উপায় দেখিতে পাইলে ভারতবাসিগণ নিশ্চিন্ত থাকিবার নহেন। অধুনা চৌর তস্কর দুর্ব্বৃত্ত প্রভৃ-তির যেরূপ শাসন হইতেছে এবং একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনা-গমনের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসিগণ বিশেষ ধনশালী হওয়া সম্ভব। কিন্তু সকল সুবিধা থাকা স্বত্বেও ভারতের অধিবাসি-গণ অতি শোচনীয় অবস্থায় দিন যাপন করেন।

কৃষি শিল্পের উন্নতি ব্যতীত দেশ ধনশালী হইতে পারে না; কিন্তু ভারতের শিল্পের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রাচীন শিল্প সমুদয় লোপ হইতেছে। কৃষির উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা করি-তেছেন ; কিন্তু যাহারা অর্থনীতি শাস্ত্র বিশেষ রূপে আলোচনা করেন নাই তাহারা করিতে পারেন যে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও বিলাতের কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষা দ্বারা কৃষির উন্নতি হইবে। আমিরিকা প্রভৃতি দেশের উপনিবাসী দিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে শিল্পের উন্নতি ব্যতীত কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইতে পারে না। যদি দেশের প্রায় সকল লোকে কৃষিকার্য্যকরে তাহা হইলে অনেক প্রকার মূল্যবান কৃষিজাত দ্রব্যের আদৌ আবাদ হয় না ; কেবল তণ্ডুল গোধুম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব তাহার আবাদ অধিক হয়। এতাদৃশ অবস্থায় কৃষিকার্য্য কদাচ বিশেষ লাভ জনক হয় না। কিন্তু দেশে যদি শিল্পের উন্নতি হয় তাহা হইলে কৃষকগন নানা প্রকার মূল্যবান খাদ্য দ্রব্যের আবাদ করিয়া এবং ধীবর

পশুরক্ষক প্রভৃতি স্ব স্ব ব্যবসায়ের কার্য্য করিয়া বিশেষ লাভ করিতে পারে। ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা তাহাতে অতি সহজে সকল প্রকার শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে; এবং শিল্পের উন্নতি হইলে কৃষক ধীবর পশুরক্ষক সকল শ্রেণীর লোকের উন্নতি হয়। কিন্তু ভারতে শিল্পের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে; এবং তন্নিবন্ধন কৃষকগণের অবস্থা হীন হইতেছে। কোন কোন স্থলে কৃষকগণ বৈদেশিক বণিকদিগের নিকট কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিতেছে বটে; কিন্তু দেশে শিল্পের উন্নতি হইলে কৃষকগণ তদপেক্ষা কত অধিক লাভ করিতে পারিত তাহা বলা যায় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে উদ্যম এবং অর্থের অভাব নিবন্ধন ভারতের শিল্পের অবনতি হইতেছে। ভারতবাসিগণ লাভের উপায় দেখিলে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন ইহা কদাচ স্বীকার করা যায় না তবে কাপড়ের কল লৌহের কল প্রভৃতি করিতে যেরূপ মূলধন আবশ্যক ভারতবাসিদিগের মধ্যে অল্প লোকে তাহা দিতে পারে। যে দেশে শিল্পের উন্নতি নাই যে দেশের অধিকাংশ লোক কেবল কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে সেই দেশে যাহারা উচ্চতম রাজকীয় পদে নিযুক্ত থাকেন তাহারা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন। কিন্তু অধুনা ভারতবাসিগণের মধ্যে প্রা[illegible] কেহ উচ্চতম পদ সকল লাভ করিতে পারেন না। যে সকল বৈদেশিক কর্ম্মচারী উচ্চতম পদ সমূহে অভিষিক্ত থাকেন তাহারা যাহা সঞ্চয় করেন তাহা বিদেশে লইয়া যান। বৈদেশিক রাজ কর্ম্মচারিগণ প্রতি বৎসর প্রায় ২০ কোটী টাকা এতদ্দেশ হইতে লইয়া থাকেন; ভারতের রাজস্ব দ্বারা ভারতের উদ্বৃত্ত শস্য ক্রয় করিয়া বিদেশে বিক্রয় করতঃ বৈদেশিক রাজ কর্ম্মচারিদিগকে উক্ত ২০ কোটী টাকা দিতে হয়। বিলাতের মহাজনগণ বিলাতে উক্ত টাকা আমানত করিয়া এতদ্দেশে হুণ্ডি লইয়া আইসেন; এবং এখানে রাজকীয় ধনাগার হইতে সেই হুণ্ডির টাকা লইয়া এতদ্দেশের উদ্বৃত্ত শস্য ক্রয় করিয়া লইয়া যান। ইহাতে আপাতত বোধ হয় যে দেশের বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে; কিন্তু এই

দেশের টাকায় এই দেশের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বিদেশে প্রেরিত হয়; তাহাতে বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে বলা যায় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে খাদ্য দ্রব্য প্রকৃত মূলধন; সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে দেশের উদ্বৃত্ত শস্য বিদেশে নীত হইলে দেশে মূলধন থাকে না; এবং দেশে মূলধন না থাকিলে বিশেষ ব্যয়সাধ্য শিল্পসমূহের উন্নতি হইতে পারে না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ড মূলধন না দিলে এতদ্দেশের শিল্পাদির উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ ইংলণ্ডে যে পরিমান খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাতে ইংলণ্ডের অর্দ্ধাংশ লোকের উদর পূর্ত্তি হওয়া কঠিন। সুতরাং ইংলণ্ড অন্য কোন দেশকে মূলধন দিতে সমর্থ নহেন। ভারতবর্ষের রেলওয়ে প্রভৃতি ইংলণ্ডের মহাজনগণের টাকায় নির্ম্মিত বটে; কিন্তু সেই মূলধন ইংলণ্ডের নহে; তাহা ভারতবর্ষের উৎপাদিত। ইংলণ্ড হইতে কোন কালে মূলধন এতদ্দেশে আনীত হয় নাই; বরং প্রতি বৎসর ২০ কোটি টাকার কৃষিজাত দ্রব্য বিনা মূল্যে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। বিলাতবাসিগণ ভারতে রেলওয়ে নির্ম্মাণ আদির জন্য যে ঋণ দিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের উৎপাদিত মূলধন; ইংরাজগণ এতদ্দেশে চাকরি করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এতদ্দেশে খাটাইতেছেন মাত্র।

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নতির জন্য বৈদেশিক মূলধনের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের উচ্চতম রাজকীয় পদসমূহে যদি ভারতবাসিগণ অভিষিক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যে ভারতবাসিগণের আর কোন কার্য্যের নিমিত্ত মূলধনের অভাব থাকে না। উচ্চতম রাজকীয় পদসমূহ লাভ করা যদিও আপাততঃ ভারতবাসিদিগের পক্ষে সম্ভব নহে এবং ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত শস্যের অধিকাংশ যদিও বিদেশে প্রেরিত হয় তথাপি ভারতবাসিগণ বিশেষ চেষ্টা করিলে শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত মূলধনের অভাব হয় না।

দেশের মূলধন বিদেশে প্রেরিত হইলেই দেশের শ্রমজীবিদিগের বিশেষ

ক্লেশের কারণ হয়। দেশের মূলধন দেশে থাকিলে শ্রমজীবিদিগের লাভ হয়। মূলধন দেশে থাকিলে মহাজনগণ সেই মূলধন কোন প্রকারে খাটাইবার চেষ্টা করে; মহাজনগণ অধিক মূলধন খাটাইবার চেষ্টা করিলে শ্রমজীবিদিগের অধিক লাভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের উদ্বৃত্ত শস্য বিদেশে রাজস্ব দিবার জন্য প্রেরিত হইতেছে; সুতরাং এতদ্দেশের শিল্পাদির উন্নতি হওয়া কঠিন হইয়াছে; এবং শিল্পাদির অবনতি হেতু কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে। দেশে যে পরিমাণ ভোগ্যবস্তু উৎপাদিত হইতে পারে তাহা হইতেছে না; এবং কোন প্রকারে কৃষিকার্য্য দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া শ্রমজীবিগণ জীবন ধারণ করিতেছে।

যে কারণে হউক ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক নিতান্ত দুরবস্থায় কাল যাপন করে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কৃষকগণ কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে; এবং সভ্যজাতির উপভোগ্য বস্তু সমুদায় ভারতবর্ষের অভ্যন্তর প্রদেশে অধিক পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হয় না। পল্লীগ্রামে প্রতি সপ্তাহে স্থানে স্থানে হাট হয়; কৃষকগণ রাজস্ব দিবার নিমিত্ত অথবা বস্ত্র লবণ ইত্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত সেই হাটে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করে; এবং বৈদেশিক বণিকদিগের পাইকার দালাল প্রভৃতি নগদ টাকা দিয়া অথবা কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অধিকাংশ কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় করে। স্থানীয় শিল্পী ধীবর পশুরক্ষক প্রভৃতিও সেই সকল হাটে ক্রয় বিক্রয় করে।

পল্লীগ্রামের হাটে সভ্য জগতের ভোগ্য বস্তু অধিক বিক্রয় হয় না। যে স্থানে অর্থশালী জমিদার বণিক অথবা সরকারি কর্ম্মচারিগণের আবাস সেই স্থানে প্রায় স্থায়ী হাট হয়; এবং দোকানদারগণ সর্ব্বদা দোকানে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে। প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান সমুদায়েও স্থায়ী হাট হইয়া থাকে। স্থায়ী হাটে অবস্থানুসারে নানা দ্রব্য পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে চিরকাল স্থায়ী হাট থাকে না; কোন উৎসব উপলক্ষে মেলায় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে; এবং সেই সময়ে কিছুকালের জন্য নানাস্থান হইতে দোকানদারগণ আসিয়া,নানাবিধ দ্রব্য

বিক্রয় করে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরের স্থায়ী হাট এবং কোন কোন স্থানের মেলা দেখিলে ভারতবর্ষ অতিশয় সমৃদ্ধশালী দেশ বলিয়া বোধ হয়।

মহাজনী।

তৃতীয় প্রকরণ।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য।

প্রথম অধ্যায়।

(ইতিবৃত্ত)

অতি প্রাচীনকালাবধি ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে প্রধান বাণিজ্যের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বহুকালাবধি নানাদেশীয় পণ্যজীবিগণ বাণিজ্যার্থে এতদ্দেশে আগমন করেন; কিন্তু ভারতবাসিগণ কখন দূরদেশে বাণিজ্যার্থে গমন করিতেন কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র বোধ হয় যে অধুনা যেরূপ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী দেশবাসিগণ অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া সন্নিহিত দ্বীপাবলির সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকেন পূর্ব্বেও সেইরূপ রীতি ছিল। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে ভারতবাসিগণ অর্ণবপোত নির্ম্মাণ কিম্বা চালনা করিতে কোন কালে সমর্থ ছিলেন না; কিন্তু এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। সিংহল দ্বীপ এবং মালবর ও করোমণ্ডল উপকূলের অনেক স্থানে দেশীয় লোকেরা বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্রগামিনী তরণী নির্ম্মাণ করিয়া সন্নিহিত প্রদেশে বাণিজ্য করিয়া থাকে।

মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দতার জন্য যত প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয় ভারতবর্ষে সেই সমস্তই পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালাবধি ভারতবর্ষীয়

শিল্পজ কৃষিজাত এবং খনিজ দ্রব্য সমুহ রোম প্রভৃতি সকল দেশে আদরে গৃহীত হইত। তৎকালে ইউরোপীয় কোন জাতির সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য ছিল না। তুরস্ক দেশের অন্তঃপাতি টায়ার প্রভৃতি নগরের ফিনিসিয় অধিবাসিগণ ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতেন; এবং ইউরোপীয়গণ ফিনিসিয়দিগের নিকট ভারতবর্ষীয় পণ্য দ্রব্য সমুদয় ক্রয় করিতেন। বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে ফিনিসিয়দিগের সমকক্ষ ছিল না। অবশেষে যে সময় আলেক্‌জন্দার দিগ্বিজয় আরম্ভ করিয়া ফিনিসীয়দিগকে পরাস্ত করেন, সেই সময় টায়ার নগরের সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মনে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য হস্তগত করা একান্ত অভিলাষ হয়; এবং সেই অভিপ্রায়ে মিসর দেশে নীল নদের তীরে আলেক্‌জন্দ্রিয়া নামক নগর স্থাপন করেন। আলেক্‌জন্দারের মৃত্যুর পরে তাঁহার স্থাপিত আলেক্‌জন্দ্রিয়া নগরের গ্রীক ঔপনিবেশিকগণ ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য আরম্ভ করেন; এবং সেই অবধি ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষীয় পণ্য দ্রব্য তথায় ক্রয় করিতেন। রোম নগরের প্রাদুর্ভাব কালে তথাকার অধিবাসিগণ ভারত বর্ষীয় শিল্পজ এবং খনিজ দ্রব্যাদি আলেক্‌জন্দ্রিয়াতে প্রাপ্ত হইতেন; পরে রোম নগরের সমৃদ্ধি হ্রাস হইলে বিনিসনগরবাসিগণ আলেক্‌জন্দ্রিয়াতে ভারতীয় পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন। ফলতঃ উত্তমাশা অন্তরীপের পথ প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ইউরোপের মধ্যে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য আলেক্‌জন্দ্রিয়া এবং বিনিসনগরীয়দিগের হস্তগত ছিল।

১৪৮৬ অব্দে পোর্ত্তুগিজদিগের দ্বারা উত্তমাশা অন্তরীপের পথ আবিষ্কৃত হয়; এবং সেই অবধি ইউরোপীয় প্রায় সকল জাতি ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন। কোন সময়ে ইংরাজ ফরাসি প্রভৃতি জাতিগণ এতদ্দেশের সহিত প্রথম বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন এবং কিরূপে সকল জাতিকে পরাভব করিয়া অবশেষে ইংরাজগণ এতদ্দেশে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস

পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন; অতএব তদ্বিষয়ক বিশেষ বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমদানি।

ভারতবর্ষে অধুনা যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে আমদানি এবং রপ্তানি হয় তাহা পর পৃষ্ঠাদ্বয়ে লিখিত হইল। অর্থনীতি শাস্ত্রানুসারে দেশের আমদানি এবং রপ্তানি তুল্য হওয়া উচিত; কিন্তু ভারতবর্ষের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি প্রায় ১৪ কোটি টাকা অধিক হয়। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ব্যয়ের নিমিত্ত এবং ইংলণ্ডের মহাজন দিগের স্দ দিবার নিমিত্ত ভারত বর্ষ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২০ কোটি টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। বিলাতের ব্যবসায়িগণ তথাকার রাজকীয় ধনাগারে টাকা আমানত করিয়া এতদ্দেশে হুণ্ডি লইয়া আইসেন; এবং এতদ্দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই হুণ্ডির টাকা লইয়া পণ্য দ্রব্য ক্রয় করত বিলাতে অথবা অন্যান্য দেশে পাঠাইয়া তথায় বিক্রয় করেন। সুতরাং অতিরিক্ত ১৪ কোটি যাহা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হয় তৎপরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে কিছুই আমদানি হয় না।

১৮৩৫ অব্দ অবধি গত বৎসর পর্য্যন্ত ৪৭ বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে অন্যূন ২৫০ কোটি টাকার দ্রব্য অতিরিক্ত রপ্তানি হইয়াছে; এবং এই কালের মধ্যে ইংলণ্ডের মহাজনদিগের নিকট ভারতবর্ষের ঋণ অন্যূন ২৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। ফলতঃ যে পরিমাণ অতিরিক্ত রপ্তানি হয়, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিলাতের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। রেলওয়ে পাটের কল, চা, কাফি ইত্যাদি সংক্রান্ত বণিক সম্প্রদায়ের সেয়ার অর্থাৎ অংশ পত্র ইংলণ্ডের মহাজনগণ বহু টাকায় ক্রয় করেন; বণিক সম্প্রদায়গণ সেই টাকা বিলাতে আমানত করিয়া ভারতবর্ষে হুণ্ডি

	১৮৭৯-৮০। বাঃ ১২৮৬।	১৮৮০-৮১। বাঃ ১২৮৭।	১৮৮১-৮২। বাঃ ১২৮৮।
১। তুলার কাপড় বা সুতা ...	১৯,৬৭,০৮,১৭০	২৬,৩০,৯৮,৯৩৫,	২৩,৯৯,৪১,৬৮২
২। লবণ	৭৬,২৫,৩২১	৬৬,৫৫,১৭৪	৫৬,৯০,৬৭১
৩। সুরা	১,৩০,৯২,৮৪৫	১,৩৮,৩৫,৩৫৮	১,৩০,৮৩,৭২০
৪। তাম্র	১,৬২,০১,৫৪৭	১,৬২,০০,১৭৩	১,৪৬,৭৩,৮৮৯
৫। লৌহ	১,২২,৯৩,৮৪৭	১,৫৪,৭৫,৪০৯	১,৪১,৩৮,১৪৪
৬। অন্যান্য ধাতু	৫৬,৩৭,২৫৪	৬১,২১,১৯৩	৩৩,৪৯,১৭২
৭। যন্ত্রাদি	৫১,৬৮,৩২৭	৭৬,৯৮,৪৩৭	১,২২,১০,৪০৪
৮। ছুরি কাচি	৪৩,১৯,২৮৩	৫৫,২৫,৫৬১	৬২,৩৬,১২২
৯। রেলওয়ে সংক্রান্ত ...	১,০৩,৩০,৪৯২	১,১১,৭৭,৬৪৯	৫০,৮,০০,৮৮৭
১০। পাথুরিয়া কয়লা ...	১,১১,৩৩,৩৮৫	১'২২,২৮,১১৩	৯৯,৩৯,৪৭০
১১। পশমি কাপড় ...	৯২,৭৮,৭৬৪	১,২৯,৯১,২৯৯	১,১২,১২,৩২০
১২। রেসম ও রেশমি কাপড় ...	৮৩,৭৮,৯০৪	১,৩৫,০৩,৮৩৮	১,২১,১৭,০৫৬,
১৩। বাতি	১১,৫৪,৪০৮	৮,২৭,২২৮	৭,৫৮,৩০০
১৪। কাচের দ্রব্য	৩৩,৯৩,২০৯	৩৮,০২,৪০৯	৪৫,৪৮,০৩৪
১৫। দীপশলাকা	৯,৬৪,৫০১	১০,১৪,৫২৮	১৪,৪৩,৮৫৩
১৬। কাগজ	৩১,৫০,৭৩৩	৪৭,৩৫,৯৭৬	৪৬,৮৩,৯০১
১৭। সাবান	৪,৩৩,৭৮৫	৪,৬৮,১৩৭	৫,৫৯,১৪২
১৮। ছাতা	২০,৩৯,৫১৪	২৭,২৯,৩৩৯	২০,৯৫,৭১৮
১৯। গবর্ণমেণ্টের আমদানি ...	১.৪২,৩৮,৩৭০	২,৮০,৭৯,৩৬১	২,১২,১২,১৭৩
২০। অন্যান্য দ্রব্য	৮,৫২,৮৭,৩৭৭	১০,১৮,৭৬,৫২৭	১০,০৩,৯৮,০৫৯
একুন আমদানি ...	৪১,১৬,৬০,০৩২	৫৩,১১,৬৭,৭০৪	৪৯,১১,২৮,৭২৪
বাদ পুনঃ রপ্তানি ...	২,২৬,১৭,২৯৬	২,৬০,৬৫,৩৪২	২,৭১,৩৪,১২৭
বাকি জিনিস আমদানি ...	৩৮,৯০,৪৪,৭৩৬	৫০,৫১,০২,৩৬২	৪৬,৩৯,৯৪,৫৯৭
২১। স্বর্ণ রৌপ্য নিকর আমদানি	৯,৬২,০২,৪৬৯	৭,৫৪,৭৬,৭৩১	১০,২২,৩০,৩৩৬
	৪৮,৫২,৪৭,২০৫	৫৮,০৫,৮০,০৯৩	৫৬,৬২,২৪,৯৩৩

লইয়া আইসেন; এবং ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই হুণ্ডির টাকা লইয়া রেলওয়ে প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। ১৮৪০ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ৪০ কোটি টাকা মাত্র ঋণ ছিল; কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ঋণ ১৫০ কোটি টাকার অধিক হইয়াছে; এবং রেলওয়ের নিমিত্ত ১৫০ টাকার অধিক ঋণ হইয়াছে। এই ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে অধিকাংশ টাকা বিলাতবাসী মহাজনগণ দিয়াছেন; এবং তাঁহারা সুদ পাইতেছেন। তদ্ব্যতীত পাটের কল, চার উদ্যান ইত্যাদির নিমিত্ত বিলাতের মহাজনদিগের নিকট ভারতবর্ষের কত টাকা ঋণ আছে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। ফলতঃ গত ৪০ বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৩০০ কোটি টাকা ঋণ বৃদ্ধি হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই টাকা বিলাত হইতে এতদ্দেশে আনীত হয় নাই; বরং গত ৪৭ বৎসর মধ্যে এতদ্দেশ হইতে অন্যূন ২৫০ কোটি টাকার দ্রব্য অতিরিক্ত রপ্তানি হইয়াছে।

অতীত শতাব্দীর প্রারম্ভে এতদ্দেশ হইতে এক কোটি টাকার অধিক পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইত না। তৎকালে বৈদেশিক প্রায় কোন দ্রব্যের এতদ্দেশে আদর ছিল না; সুতরাং বৈদেশিক বণিকগণ সচরাচর স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে এতদ্দেশীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন। ১৭২৮ অব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হইত; এবং ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইত। ৫৩ লক্ষ টাকা আমদানির মধ্যে ৪৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য এবং ৯ লক্ষ টাকার মাত্র অন্যান্য দ্রব্য আসিত। এতদ্দেশে ইংরাজদিগের অধিকার সংস্থাপিত হইলে পর রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। ১৭৭২ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে ৩ কোটি টাকার দ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়। ১৮৩৪ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ১০ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়; এবং ২॥ কোটি টাকার দ্রব্য বিলাত হইতে আমদানি হয়।

অধুনা যে পরিমাণ দ্রব্য বিলাত হইতে আমদানি হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ তুলার বস্ত্র। ১৮৩৪ অব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে তুলাজাত বস্ত্র

আমদানি হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভারতবর্ষের তন্তু প্রস্তুত বস্ত্র সমুদয় অনেক দেশে আদরে গৃহীত হইত। অতীত শতাব্দীর শেষ সময়ে বিলাতে প্রথম কাপড়ের কল হয়। ঐ সকল কলের উন্নতির নিমিত্ত বিলাতের রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষীয় তুলাজাত বস্ত্রের আমদানি আইন করিয়া নিষেধ করেন। ১৮৩৪ অব্দের মধ্যে ইংলণ্ডে কাপড়ের কলের বিশেষ উন্নতি হয়; এবং সেই অবধি বিলাতি কাপড় এতদ্দেশে আমদানি আরম্ভ হয়।

১৮৪০ অব্দ হইতে ১৮৫০ অব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৩ কোটি টাকার কাপড় আমদানি হয়।

১৮৫০ ,, ,, ১৮৫৯ ,, ,, ,, ,, ৬ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

১৮৬০ ,, ,, ১৮৬৪ ,, ,, ,, ,, ১০ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

১৮৬৫ ,, ,, ১৮৬৯ ,, ,, ,, ,, ১৫ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

১৮৭০ ,, ,, ১৮৭৪ ,, ,, ,, ,, ১৭ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

১৮৭৫ ,, ,, ১৮৭৯ ,, ,, ,, ,, ১৯ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

১৮৮০ ,, ,, ১৮৮২ ,, ,, ,, ,, ২৩ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

ফলতঃ প্রতি বৎসর বিলাতি কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধি হইতেছে; এবং যদি ব্যবসায়িগণ, এতদ্দেশে কলে কাপড় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে বিলাতি কাপড়ের আমদানি আরও বৃদ্ধি হইবে।

আমাদিগের দেশে তুলা যথেষ্ট উৎপন্ন হয়; শ্রমজীবিলোক অতি অল্প বেতনে পাওয়া যায়; এবং খাদ্য দ্রব্য আমাদিগের দেশে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ফলতঃ আমাদিগের দেশে কাপড়ের কল করিবার যেরূপ সুবিধা আছে তাহাতে বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানি করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। একণে বিলাতি কাপড় যেরূপ মূল্যে বিক্রয় হয়, দেশে কল হইলে তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে বস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে; এবং দেশে কাপড়ের কল হইলে কত লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবিলোক অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়।

বিলাতে তুলা উৎপন্ন হয় না; এবং তথায় খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায় না। সুতরাং এতদ্দেশ হইতে বিলাতে তুলা এবং খাদ্য দ্রব্য

লইয়া যাইতে হয়; এবং তথায় কলে কাপড় প্রস্তুত করতঃ এতদ্দেশে আনয়ন করিতে হয়। ইহাতে জাহাজ ভাড়া, রেল ভাড়া, বিমা খরচা, গুদাম ভাড়া, টাকার সুদ ইত্যাদি নানা কারণে অনর্থক যে ব্যয় হয় তাহাতে কেবল ভারতবর্ষের লোকের ক্ষতি হয় এমত নহে। জাহাজ রেলওয়ে ইত্যাদিতে যে মূলধন এবং পরিশ্রম ব্যয়িত হয় তদ্দ্বারা অন্য ভোগ্য বস্তু উৎপাদিত হইলে সংসারের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে।

কোন শিল্প কৌশল প্রথম যে দেশে আবিষ্কৃত হয়, সেই দেশের লোকে সর্ব্বাগ্রে নৈপুণ্য লাভ করে; সুতরাং অন্য কোন দেশে সেই শিল্পের বিশেষ সুবিধা থাকিলেও তথায় লোকে সহসা প্রবৃত্ত হয় না। এমত স্থলে, অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করা উচিত। আমাদিগের দেশে ১৮৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত শতকে ৫৲ টাকা হিসাবে বিলাতি কাপড়ের আমদানি শুল্ক ছিল; কিন্তু আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি না করিয়া আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সেই আমদানি শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন।

এতদ্দেশে বোম্বাই নগরে ১৮৫৪ অব্দে প্রথম একটী কাপড়ের কল হয়। এক্ষণে ভারতবর্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানে ৭২ কল আছে; এই সকল কলে ১৫০০০ তন্তু আছে এবং অন্যূন ৫০ হাজার লোক কার্য্য করে।

১।	বোম্বাই	৪১
২।	গুজরাট	১৩
৩।	কলিকাতা	৬
৪।	মান্দ্রাজ	৬
৫।	কাণপুর	২
৬।	নাগপুর	১
৭।	ইন্দুর	১
৮।	হাইদারাবাদ	১
		৭২

৫০০ তন্তু বিশিষ্ট একটী কাপড়ের কল করিতে ভারতবর্ষে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এতাদৃশ কলে ৮ শত লোক পরিশ্রম করিলে ১০

হাজার মণ তুলায় ৪ লক্ষ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ফলতঃ যদিও গবর্ণমেণ্ট বিলাতি কাপড়ের আমদানি শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন তথাপি এতদ্দেশে কাপড়ের কল করিয়া, ভালরূপ চালাইতে পারিলে অন্ততঃ শতকে ১০ টাকা লাভ হইতে পারে।

লবণ। ১৭৬৫ অব্দ হইতে ১৮৫০ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে লবণ প্রস্তুত গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ছিল। সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থানে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ লবণ প্রস্তুত করিতেন; এবং এতদ্দেশে বৈদেশিক লবণ আমদানি হইত না। এতদ্দেশে লবণ প্রতি মণ তিন আনার অনধিক ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু লবণের ন্যায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া থাকা অতীব অন্যায় এইরূপ বিলাতের মহাজনগণ অনুযোগ করায় গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে বঙ্গদেশে আর লবণ প্রস্তুত হয় না। বিলাত হইতে লবণ আমদানি হয়। বিলাতি লবণ শত মন প্রায় ৭৫ টাকায় বিক্রয় হয়; আমদানি শুল্ক প্রতি মন শতকে ২০০ টাকা দিতে হয়। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া উঠিয়া যাওয়ায় এতদ্দেশের লোকের কিছু লাভ হয় নাই; বরং বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। তবে বিলাতি মহাজনদিগের বিশেষ লাভ হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে এতদ্দেশে খালি জাহাজ লইয়া আসিতেন। এক্ষণে যে সকল জাহাজে লবণ আইসে তাহার আসিবার ভাড়া ক্ষতি হয় না।

বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রদেশে সমুদ্রের উপকূলে লবণ প্রস্তুত হয়। লবণ প্রস্তুত হইলে গবর্ণমেণ্টের গোলায় নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়; এবং তথা হইতে প্রতি মন ২৷৷০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। রাজপুতনা প্রদেশে সম্বর হ্রদে ঐ নিয়মে লবণ প্রস্তুত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে ঝিলাম নদীর নিকট এবং সিন্ধুনদের অপর পারে কোহাট নামক স্থানে সৈন্ধব লবণ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। পঞ্জাবে প্রায় ১৫ লক্ষ মণ সৈন্ধব লবণ প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়; এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

অধুনা ভারতবর্ষে ২ কোটি মণের অধিক লবণ বিক্রয় হয়; তন্মধ্যে

প্রায় এক কোটি মণ দেশে প্রস্তুত হয়। অবশিষ্ট এক কোটি মণের অধিকাংশ বিলাতের চেশসায়ার নামক স্থান হইতে আমদানি হয়।

৩। সুরা। এতদ্দেশীয় লোক সকল বিশেষ সুরাপানাশক্ত নহে। বিলাত হইতে যে সুরা আমদানি হয় তাহার অধিকাংশ এতদ্দেশীয় ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় অধিবাসিগণ পান করিয়া থাকে।

৪। তাম্র। নেপাল, ছোটনাগপুর এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নেলোর নামক স্থানে তাম্রের খনি আছে। নেপালের খনি হইতে তথাকার লোকে তাম্র প্রস্তুত করিয়া থাকে; কিন্তু নেপালের তাম্র ভারতবর্ষে কি পরিমাণ আমদানি হয় বলা যায় না। ছোটনাগপুর এবং নেলোরে তাম্র প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু লাভ না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়।

৫। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অতি উৎকৃষ্ট লৌহের খনি পাওয়া যায়। কিন্তু লৌহ প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণ এবং অঙ্গার প্রভৃতি উপকরণ আবশ্যক। যে স্থানে তিন দ্রব্য একত্র পাওয়া যায় সেই স্থানে অল্প ব্যয়ে লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে। রাণিগঞ্জের নিকটে সমস্ত উপকরণ একত্র পাওয়া যায়। কিন্তু রাণিগঞ্জের খনিজ অঙ্গারে ভস্মের অংশ অতিরিক্ত থাকায় তথায় লৌহ প্রস্তুত কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয়। বিশেষতঃ বিলাতি লৌহ এতাদৃশ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় যে নূতন কেহ কারখানা করিয়া লাভ করিতে পারে না। রাণিগঞ্জের নিকট বরাখর নামক স্থানে এবং হিমালয় পর্ব্বতে কামাউন প্রদেশে যে লৌহের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। তবে পুনরায় ঐ সকল কারখানা যাহাতে চালান হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট সচেষ্ট আছেন। যদি বিলাতের ব্যবসায়িগণ বিশেষ আপত্তি উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে ঐ সকল কারখানা পুনরায় সংস্থাপিত হওয়া সম্ভব।

৬। এতদ্দেশে কর্ম্মকারগণ অতি উৎকৃষ্ট ছুরি কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারে। গত বৎসর অবধি গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্প দ্রব্য যে স্থানে যেরূপ হয় তদ্বিবরণ সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক গেজেটে প্রকাশ করিতেছেন; এবং যথাসম্ভব দেশীয় কোন কোন শিল্পের উৎসাহ প্রদান

করিতেছেন। দেশীয় শিল্পকারদিগের শিল্প কার্য্য এইরূপে সাধারণের পরিজ্ঞাত হইলে বিলাত হইতে অনেক দ্রব্য আর আমদানি করিবার আবশ্যক হইবেক না।

৭। কাগজ, সাবান, বর্ত্তিকা দীপশলাকা এতদ্দেশে যথেষ্ট প্রস্তুত হইতে পারে। ফলতঃ যদি দেশীয় ব্যবসায়িগণ সকল প্রকার শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বিলাত হইতে কোন দ্রব্য আমদানি করা আবশ্যক হয় না। বিলাতের আমদানি কম হইলে এতদ্দেশীয় দ্রব্য সমুদয় বিলাতে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়; এবং বিলাতে টাকা পাঠাইতে এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ ক্ষতি হইতেছে তাহা হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

রপ্তানি।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এতদ্দেশ হইতে নীল, সোরা, রেসম তুলাজাত বস্ত্র ব্যতীত প্রায় অন্য কোন দ্রব্য অধিক রপ্তানি হইত না। ১৮৩৪ অব্দের পর হইতে নানাবিধ দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতেছে। যে সকল দ্রব্য অধুনা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হয় তন্মধ্যে সোরা, লাক্ষা ব্যতীত আর সমস্ত প্রায় কৃষিজাত। ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র কৃষি যোগ্য ভূমির তুলনায় লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এইরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন। বাস্তবিকও স্থানে স্থানে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তথাপি এতৎ পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়, ইহার কারণ কি সহসা বোধগম্য হয় না। বস্তুতঃ বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে পণ্য দ্রব্য রপ্তানি হয় না। বিলাতের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর বিলাতে ২০ কোটী টাকার অধিক পাঠাইতে হয়। তদ্ব্যতীত এতদ্দেশের

ভারতবর্ষের বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্য

	১৮৭৯-৮০। বাং ১২৮৬।	২৮৮০-৮১। বা ১২৮৭।	১৮৮১-৮২। বাং ১২৮৮।
১। তুলা	১১,১৪,৫৪.৫২৮	১৩,২৪,১৭,৩৪১	১৪,৯৩,৯৫,১৫৮
২। তুলার কাপড় ...	১,৬২,১৭,৪৭৮	১,১০,৯১,৩৪৩	২,০১,০৫,৩১৯
৩। নীল	২,৯৪,৭২,২৭৫	৩,৫৭,১১,৮১৪	৪,৫০,৯০,৮০২
৪। তণ্ডুল	৮,৪০,২৫,০১৭	৯,০৫,৭১,৫২৮	৮,৩১,২৫,৩১১
৫। গোধুম	১,১২,১০,১৪৮	৩,২৭,৭৯,৪১৬	৮,৬০,৪০,৮১৫
৬। পশুচর্ম্ম	৩,৭৩,৮০,০৫২	৩,৭৩,৩১,৬৪৩	৩,৯৪,৮৭,৯২৪
৭। পাট	৫,৫৩,২৯,০২৭	৫,০৫,৬৩,১০২	৬,১২,৮৩,১৯০
৮। লাহা	৩০,৪১,৮৫৫	৪৩,১৬,২৬৭	৫৭,৫২,৪১৩
৯। এরণ্ড তৈল ...	৩২,১০,৭০৩	৩১,০৪,৭০১	২৯,৭৭,১২২
১০। অহিফেন ..	১৪,৩২,৩৩,১৪৩	১৩,৬০,০১,৪৭৭	১২,৪৩,২১,৪১৮
১১। সোরা	৪৬,৯৭,৯৭৮	৩৫,১৭,২৮৩	৩৫,৯৪,৩৫৭
১২। তিসি, সর্ষপ, ও তিল ...	৪,[illegible]৮,৭৮,[illegible]২৯	৬,৩৪,৫২,০৮৯	৬,০৫,৪০,৯৮৭
১৩। রেশম ও রেশমী কাপড়	৭৪,৪৬,৫৯৪	৭৭,১০,১৬৫	৬০,৯৮,৭৯৭
১৪। চিনি গুড়	২০,[illegible]৮,৭১৩	৩১,১৭,৫০৮	৫৯,৮২,৩১৩
১৫। তামাক	১১,৮৭,০২৫	১২,২১,৮[illegible]৩	[illegible]৯,৫৫,৮৫১
১৬। পশম	১,০৯,৫৯,৭২৩	১,০১,৪১,৩৭১	৮১,৪৩,৫১৩
১৭। সা[illegible]	৮,৮৮,৩৮২	১[illegible],০১,৭৮০	১২,২৪,১৩১
১৮। চা	৩,০[illegible],১০,২০০	৩,০৫,৪২,৪০০	৩,৬০,৯১,৩৬৩
১৯। কাফি	১,৬১,৮৭,৪৬৫	১,৫৫,৯৬,[illegible]৮৮	১,৪৪,৭৬,১৭০
২০। অন্যান্য দ্রব্য ...	৩,৩৭,৭৯,১২৬	৪,৯৬,৩৭,৮০৩	৩,৮০,৪৩,২১৬
	৬৩,৯৫,০৮,৩৩১	৭১,৯৭,৪০,৬৭৮	৭৯,২৫,২৯,৯৭১
বাদ রপ্তানি বাণিজ্য ...	৪৮,৭২,৫৭,২০৫	৫৮,০৫,৮০,০৯৩	৫৬,[illegible]২,২৪,৯৩১
অতিরিক্ত রপ্তানি ...	১৬,৪২,৬১,১২৬	১৩,৯১,৬০,৫৫৮	২২,৪৩,০৫,০৪২

এবং সেই অবধি ১৮৬৬ পর্য্যন্ত তুলার রপ্তানি ক্রমশঃ হ্রাস হয়। ১৮৬৬

ইংরাজগণ প্রতিবৎসর বহু টাকা বিলাতে পাঠাইয়া থাকেন। সুতরাং এতদ্দেশীয় কৃষিজাত দ্রব্য বিলাতে পাঠাইয়া তথায় বিক্রয় করতঃ মূল্যের টাকা সেখানে রাজকোষে প্রদত্ত হয়; এবং এতদ্দেশীয় ইংরাজগণ যে হুণ্ডি করিয়া পাঠান তাহার টাকা ঐ সকল দ্রব্য-জাতের মূল্য হইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ লোকদিগের স্ত্রীলোকগণ চক্রযন্ত্রে সূতা প্রস্তুত করিত; এবং সেই সূতার দ্বারা তন্তুবায়গণ বস্ত্র-বয়ন করিত। কিন্তু বিলাতী কলের বস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি হওয়ায় অধুনা মধ্যবৃত্ত লোক সকল বিলাতি কাপড় পরিধান করে; স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব হস্তে সূতা প্রস্তুত করিয়া তন্তুবায় দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিয়া লয় না। ফলতঃ অধুনা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে স্বহস্তে সূতা প্রস্তুত করা দরিদ্রতার লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ আলস্যে দিন যাপন করেন; তথাপি সাধ্য পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় সূতা প্রস্তুত করেন না। স্ত্রীলোকগণ সূতা প্রস্তুত করিলে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হয় না; কিন্তু তাঁহারা সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত আর সূতা প্রস্তুত করেন না। দেশের তন্তুবায়গণের পক্ষে বিলাতি কাপড়ের তুল্যমূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করা কোন মতে সম্ভব নহে। এই নিমিত্ত দেশে সূতা এবং বস্ত্র প্রস্তুত হ্রাস হইতেছে; এবং এতদ্দেশীয় লোক সকল তূলা, তণ্ডুল গোধূম প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাতি কাপড় ক্রয় করিতেছেন। সম্প্রতি ২১ কোটি টাকার বিলাতি কাপড় এতদ্দেশে আমদানি হইতেছে; সুতরাং দেশের ২১ কোটি টাকার কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করিতে হয়। এতদ্দেশে কলে কাপড় প্রস্তুত হইলে আমদানি বাণিজ্য অর্দ্ধেক হইয়া যায়; এবং রপ্তানি বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ কমিয়া যায়। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রভৃতির যত উন্নতি হয় এবং আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য যত কম হয় তত মঙ্গল।

১। তূলা। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে অতি অল্প পরিমাণ তূলা রপ্তানি হইত। ১৮৩৪ অব্দে প্রায় ৪ লক্ষ মণ তূলা রপ্তানি হয়; এবং সেই অবধি ১৮৬১ পর্য্যন্ত তূলার রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। ১৮৬৬

অব্দে প্রায় ১ ক্রোটি ৩০ লক্ষ মণ তুলা রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু সেই অবধি তুলার রপ্তানি হ্রাস হয়। ১৮৭৮—৭৯ অব্দে ৪০ লক্ষ মণ মাত্র তুলার রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮৭৮—৭৯ অব্দের পরে তুলার রপ্তানি পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে; গত বৎসর প্রায় ৭৮ লক্ষ মণ রপ্তানি হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে এবং বিদর্ভ গুজরাট কাটিয়ার প্রভৃতি দেশে তুলা উৎকৃষ্ট উৎপন্ন হয়। গুজরাটের তুলা বিলাতে সুরাট নামে প্রসিদ্ধ, এবং মধ্য প্রদেশের তুলা হিঙ্গনঘাট ও অমরাবতী নামে প্রসিদ্ধ। আমেরিকার অন্তঃপাতি নিউআরলিন্স নামক দেশ হইতে বীজ আনাইয়া ভারতবর্ষে আবাদের অনেক চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু বোম্বাই প্রিসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলা ব্যতীত আমেরিকার তুলা এতদ্দেশে উৎপাদন চেষ্টা সফল হয় নাই। আমেরিকার তুলা এতদ্দেশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

এক্ষণে এতদ্দেশে যে স্থানে যে পরিমাণ ভূমিতে তুলার আবাদ হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। বোম্বাই প্রিসিডেন্সি (গুজরাট সিন্ধু প্রভৃতি) ১৫০ লক্ষ বিঘা
২। মধ্য প্রদেশ (নাগপুর, ওয়ারদা এবং রাইপুর) ২৬ লক্ষ বিঘা
৩। বিদর্ভ (আকোলা এবং অমরাবতী জেলায়) ৬১ লক্ষ বিঘা
৪। মাদ্রাজ প্রিসিডেন্সির অন্তর্গত বেলারি এবং করনুল জেলায় [illegible] লক্ষ বিঘা
৫। বঙ্গদেশ (সারন চট্টগ্রাম কটক জেলা) ৫ লক্ষ বিঘা

এক বিঘা ভূমিতে প্রায় ১০ সের তুলা হয়। সুতরাং ভারতবর্ষে উল্লিখিত স্থান সমূহে অন্যূন ৭৪ লক্ষ মণ তুলা উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাব প্রদেশে কিয়ৎ পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২। নীল। এতদ্দেশ হইতে বহুকালাবধি নীল রপ্তানি হইয়া থাকে। বঙ্গ এবং বিহার দেশের মধ্যে নদীয়া, যশোহর, মুরশিদাবাদ মালদহ, মেদনীপুর, ত্রিহুত, সারণ প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট নীল যথেষ্ট

উৎপন্ন হয়। পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে মুলতান, মজাফরগড়, ডেরা গাজিখা প্রভৃতি স্থানে নীল উৎপন্ন হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণানদীর তীরে এবং আরকট, করণাল, কদাপা প্রভৃতি স্থানে নীল উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসর ১ লক্ষ মণের অধিক নীল রপ্তানি হয়। উৎকৃষ্ট নীল প্রতি মণ ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মিসর, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের নীল প্রেরিত হয়।

বঙ্গদেশে নিম্নভূমিতে নীল উৎপন্ন হয়। যে ভূমি বর্ষাকালে জল প্লাবিত হয়, তাহতে কার্ত্তিক মাসে নীল বীজ বপন করিতে হয়। উচ্চ ভূমিতে চৈত্র মাসে নীল বীজ বপন করিতে হয়। কানপুর এবং ফরক্কাবাদে নীল বীজ উৎকৃষ্ট হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে নীল বৃক্ষ পরিপক্ক হয়; এবং সেই সময় নীল প্রস্তুত আরম্ভ হয়। পত্র সমুদয় সম্পূর্ণ পক্ক হইবার পূর্ব্বে নীলবৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া কুঠিতে আনীত হয়; কুঠিতে ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ হ্রদ থাকে; সেই সমস্ত হ্রদ, জল পূর্ণ করত, ১০ ঘণ্টা কাল, নীল বৃক্ষ তাহাতে সিক্ত হয়। সম্পূর্ণ সিক্ত হইলে প্রথম হ্রদ হইতে জল আর একটী সন্নিহিত হ্রদে বিনির্গত করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমতঃ সেই জল দেখিতে পরিষ্কার বোধ হয়; কিন্তু কিঞ্চিৎকাল আলোড়িত করিলে সেই জল নীলবর্ণ হয়; এবং তৎপরে সেই নীল জল কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিলে নীলের কণা সকল নিম্নভাগে পতিত হয়। তখন উপরের পরিষ্কার জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়; এবং নিম্নে যে সারাংশ থাকে তাহা হ্রদ হইতে উঠাইয়া, অগ্নিতে ঈষৎ উত্তপ্ত করতঃ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া শুষ্ক করিলে নীল প্রস্তুত হয়।

৩। চা। ১৮৩৫ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের সময়, আসাম, কমায়ুন প্রভৃতি স্থানে চার আবাদ প্রথম আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট চীনদেশ হইতে লোক আনাইয়া পরীক্ষার্থ কয়েকটী উদ্যান করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে উত্তম চা উৎপন্ন হওয়ায় সেই অবধি ইউরোপীয় বণিকগণ নানা সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া আসাম প্রভৃতি স্থানে চার আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন; এবং প্রতি বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ গত দুই বৎসর অবধি অষ্ট্রেলিয়া দেশে ভারতবর্ষের চা অধিক পরিমাণে

গৃহীত হইতে আরম্ভ হওয়ায়, চার রপ্তানি সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডে যে পরিমাণ চা বিক্রয় হয় তাহার চতুর্থ ভাগের এক ভাগ মাত্র ভারতবর্ষ হইতে আমদানি হয়; সুতরাং ভারতবর্ষের চার রপ্তানি অতি অল্পকাল মধ্যে আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভব আছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম প্রদেশে অতি উৎকৃষ্ট চা হয়। তদ্ব্যতীত কাছাড়, দারজিলিং, কমাউন, ঘাড়ওয়াল, ডেরাডুন কাংগ্রা প্রভৃতি স্থানে চা উৎপন্ন হয়। গত বৎসর প্রায় ৬ লক্ষ মণ চা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছে।

পর্ব্বতের সানুভূমিতে চার আবাদ হয়। ডিসেম্বর জানওয়ারি অর্থাৎ পৌষ মাঘ মাসে একটি স্থানে বীজ প্রোথিত করিতে হয়। চৈত্র মাসের মধ্যে অঙ্কুর সমুদায় বর্দ্ধিতায়তন হইলে যথাস্থানে রোপণ করিতে হয়। তিন বৎসর পরে চা উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়; এবং দশ বৎসর পরে পূর্ণমাত্রায় চা উৎপন্ন হয়। চৈত্র মাস হইতে আগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ১০ দিবস অন্তর, বৃক্ষের নবীন পত্র হয়। নবীন পত্র সমুদায় উৎপাটন করতঃ এক রাত্রি বিস্তৃত রাখিলে শিথিল হয়। তৎপরে কলের দ্বারা অথবা লোকের হস্তদ্বারা সেই সমস্ত আবর্ত্তিত করিতে হয়; এবং অগ্নিতে ঈষৎ শুষ্ককরিয়া চালনির দ্বারা উৎকর্ষানুসারে বিভক্ত করা হয়। তৎপরে বাক্সমধ্যে বদ্ধপূর্ব্বক রপ্তানির নিমিত্ত প্রেরিত হয়।

আসাম প্রদেশে চার আবাদ অত্যন্ত লাভজনক। প্রথম তিন বৎসর আবাদের ব্যয় দিতে হয়। তৎপরে যে চা উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা আবাদের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। ১০ বৎসর পরে শতকে অন্যূন ৫০৲ টাকা হিসাবে প্রতি বৎসর লাভ হয়।

৪। কাফি। ভরতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে কাফি হয়। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে বাবা বদন নামক একব্যক্তি আরব দেশ হইতে কাফির বীজ প্রথম ভারতবর্ষে আনয়ন করত মহীসুর প্রদেশে একটি পর্ব্বতে রোপণ করে; সেই পর্ব্বত অদ্যাপি বাবাবদন নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৪০ অব্দ অবধি ইংরাজ ব্যবসায়িগণ কাফির আবাদ এতদ্দেশে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতে ও নিলগিরি পর্ব্বতে কাফির

আবাদ হইয়া থাকে; এবং প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ মণের অধিক কাফি রপ্তানি হয়।

৫। পাট। ১৮২৮ অব্দের পূর্ব্বে এতদ্দেশ হইতে পাট রপ্তানি হইত না। ১৮৪২-৪৩ অব্দ হইতে ১৮৭৩ পর্য্যন্ত পাটের রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়।

১৮৪২-৪৩ অব্দে	৩	লক্ষমণ পাট রপ্তানি হয়
১৮৫৮ হইতে ১৮৬৩ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর	১৪	,, ,, ,, ,,
১৮৬৩ ,, ১৮৬৭ ,, ,,	৩৬	,, ,, ,, ,,
১৮৬৮ ,, ১৮৭৩ ,, ,,	৬৮	,, ,, ,, ,,

গতবৎসর এক কোটি মণের অধিক পাট রপ্তানি হইয়াছে; কয়েক বৎসর মধ্যে কলিকাতার সন্নিহিত স্থান সমুহে ১৮টি পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে; এবং সিরাজগঞ্জে একটি পাটের কল হইয়াছে। এই সকল কলে চট এবং বস্তা প্রভৃত হইয়া বিলাতে এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। ১৮৭২ অব্দে এতদ্দেশ হইতে ১৮ লক্ষ টাকার মাত্র বস্তা রপ্তানি হয়; কিন্তু এক্ষণে প্রতিবৎসর এক কোটি টাকার অধিক বস্তা রপ্তানি হইতেছে। বঙ্গদেশের চটের কলের আরও উন্নতি হইবার সম্ভব আছে।

৬। তণ্ডুল। বঙ্গ, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৪ কোটি মণ তণ্ডুল রপ্তানি হয়। ব্রহ্মদেশ হইতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক তণ্ডুল রপ্তানি হয়। ব্রহ্মদেশের তণ্ডুল সুখাদ্য নহে; বিলাতে, মণ্ড এবং সুরা প্রভৃত করিবার জন্য, ব্রহ্মদেশের তণ্ডুল ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের তণ্ডুল সিংহল, মারিচ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া প্রভৃতি দ্বীপে এবং ইউরোপে খাদ্যের নিমিত্ত প্রেরিত হয়।

৭। গোধূম। ১৮৭৪ অব্দ অবধি ভারতবর্ষ হইতে গোধূমের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতেছে।

১৮৭৪ অব্দে	১৪ লক্ষ মণ গোধূম রপ্তানি হয়।
১৮৭৭-৭৮ ,,	৯০ ,, ,, ,, ,, ,,
১৮৭৯-৮০ ,,	৩০ ,, ,, ,, ,, ,,
১৮৮০-৮১ অব্দে	১০৪ লক্ষ মণ গোধূম রপ্তানি হয়।
১৮৮১-৮২ ,,	২৮০ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

ফলতঃ ভারতবর্ষের গোধুমের রপ্তানি প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইতেছে, এবং আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভব আছে। অধুনা কেবল কানপুরের সন্নিহিত প্রদেশ সমূহের গোধুম রপ্তানি হইতেছে। কিন্তু যেরূপ গোধুম রপ্তানি বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে অনতি কাল মধ্যে পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে রপ্তানি আরম্ভ হইবে।

এতদ্দেশীয় গোধুম ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়।

৮। রেসম। অধুনা ভারতবর্ষে রেসমের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি নাই। চীন, জাপান, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট রেসম উৎপন্ন হওয়ায় এতদ্দেশের রেসমের আর পূর্ব্বের ন্যায় ইউরোপে আদর নাই।

ইংরেজ অধিকারের প্রারম্ভ হইতে রেসমের ব্যবসায়ের এতদ্দেশে বিশেষ উন্নতি হয়। বঙ্গদেশে রাজসাহী, মালদহ, মুরসিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেসমের কুঠি ছিল; সেই সকল কুঠি হইতে প্রায় ১২ হাজার মণ রেসম রপ্তানি হইত। অধুনা ৬ হাজার মণের অধিক রেসম ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হয় না; এবং অন্যান্য দেশ হইতে রেসম এতদ্দেশে আমদানি হয়। ১৮৩৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায় নিষিদ্ধ হওয়ায়, মুরসিদাবাদ মালদহ প্রভৃতি স্থানে তাহাদের যে কুঠি ছিল, সেই সমস্ত ১৮৩৭ অব্দে বিক্রীত হয়। অদ্যাপি ঐসকল স্থানে দেশীয় এবং ইংরাজ বণিকদিগের রেসমের কুঠি আছে। প্রজাগণ কৃমিকোষ প্রস্তুত করিয়া কুঠিতে বিক্রয় করে; এবং কুঠিতে রেসম প্রস্তুত করিয়া রপ্তানি জন্য প্রেরিত হয়।

৯। সোরা। বঙ্গ এবং বেহার দেশে কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা হইতে সোরা পাওয়া যায়। ইউরোপে বারুদ প্রস্তুতের জন্য সোরা রপ্তানি হয়।

১০। অহিফেণ। অহিফেণ ভারতবর্ষের মধ্যে পাটনা বারানসী এবং মালব দেশে উৎপন্ন হয়। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছামত অহিফেণের আবাদ করিতে পারে না। পাটনা এবং বারাণসী

প্রদেশে, প্রজাগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট দাদন লইয়া অহিফেণের আবাদ করে; এবং অহিফেণ প্রস্তুত হইলে গবর্ণমেণ্টের গোলায় বিক্রয় করে। পাটনা এবং গাজিপুর এই দুই স্থানে গবর্ণমেণ্টের অহিফেণের গোলা আছে; তথায় অহিফেণ বাক্স বন্দি করিয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইলে নীলামে বিক্রয় হয়।

মালব দেশ হুলকার রাজার অধিকৃত। তথায় যে অহিফেণ প্রস্তুত হয় তাহা ইংরাজ অধিকারের মধ্যে আনয়ন করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শুল্ক দিতে হয়। মালব দেশের অহিফেণ বোম্বাই হইতে রপ্তানি হয়। পাটনা গাজিপূরের অহিফেণ কলিকাতা হইতে রপ্তানি হয়। বঙ্গদেশ হইতে প্রায় ৮৪ হাজার মণ অহিফেণ রপ্তানি হয়; বোম্বাই হইতে ৬০ হাজার মণ অহিফেণ রপ্তানি হয়। যে অহিফেণ রপ্তানি হয় তাহার অধিকাংশ চীন দেশে প্রেরিত হয়। অহিফেণের এক-চেটিয়ার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতিবৎসর প্রায় ৮ কোটি টাকা লাভ হয়।

১১। সিনকোনা। নীলগিরি পর্ব্বতে এবং দার্জিলিঙ্গে সিনকোনার আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। অধুনা প্রায় ৬ লক্ষ টাকার সিনকোনা রপ্তানি হইতেছে; ক্রমশঃ সিনকোনার আবাদের উন্নতি হই-বার সম্ভব আছে।

ভারতবর্ষে যে যে দ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানি হয় তাহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, করাচি, চট্ট-গ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি হয়। কলিকাতা এবং বোম্বাই এই দুই স্থানের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় তুল্য। ভারত-বর্ষের আমদানি এবং রপ্তানির শত ভাগের ৮৩ ভাগ কলিকাতা এবং বোম্বাই হইতে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের পণ্য দ্রব্যের অধিকাংশ অর্থাৎ শত ভাগের ৬০ ভাগ ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়; চীন দেশে ১৪ ভাগ রপ্তানি হয়; অবশিষ্ট ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বখরায় কারবার।

ইউরোপীয় বণিক এবং শ্রেষ্ঠিগণ সচরাচর সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া মিলিত মূলধনের দ্বারা ব্যবসায় করেন। অনেক ব্যবসায়ে বহু পরিমাণ মূলধন আবশ্যক ; এবং কোন ব্যক্তি একাকী সেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। টাকার কুঠি, বস্ত্রের কল, লৌহের কল, পাটের কল, জাহাজ নির্ম্মাণ ইত্যাদি ব্যবসায়ে যে পরিমাণ মূলধন আবশ্যক তাহা বিনিয়োগ করা একব্যক্তির পক্ষে অনেক স্থলে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ফলতঃ নানা ব্যক্তি মিলিত মূলধনের দ্বারা ব্যবসায় না করিলে সেই সকল ব্যবসায় আদৌ চলিতে পারে না।

সাধারণ আইন অনুসারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে ব্যবসায় করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ব্যবসায়ের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকে ; সুতরাং দুই জন অংশীর মধ্যে এক জন অপেক্ষাকৃত ধনশালী হইলে তাহার সম্পূর্ণ দায়ী হইবার আশঙ্কা থাকে। ফলতঃ সাধারণ আইন অনুসারে সমবেত হইয়া ব্যবসায় করিলে অল্প লাভের জন্য অধিক দায়িত্ব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অর্থশালী ব্যক্তিগণ সাধারণ আইন অনুসারে মূলধন মিলিত করিয়া ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হয় না।

আইনের সামান্যবিধি অনুসারে সম্প্রদায় বদ্ধ বণিকগণ প্রত্যেকে সম্পূর্ণ দায়ী গণ্য হয় ; তাহার কারণ এই যে প্রত্যেক অংশী সমস্ত ঋণের দায়ী না হইয়া যদি অংশ মত দয়ী হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ সহজে প্রতারিত হইতে পারে। কোন্ অংশীর মূলধন কত টাকা এবং কোন্ অংশী কতদূর দায়ী তাহা পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষরূপে প্রকাশ না থাকিলে একজন অর্থশালী লোক পাঁচ জন যোত্র হীন লোকের নাম অবলম্বন করত মিলিত ভাবে কারবার করিয়া অবশেষে উত্তমর্ণদিগকে সহজে

প্রতারিত করিতে পারে পরন্তু সম্প্রদায়বদ্ধ বণিক দিগের নাম এবং অংশের পরিমাণ পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশ থাকিলে উত্তমর্ণদিগকে প্রতারণা করা সুসাধ্য হয় না। এই নিমিত্ত আইনে বিশেষ বিধি আছে যে সপ্ত সংখ্যক অথবা ততোধিক লোক, কোন ব্যবসায় করিবার উদ্দেশে, সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া মিলন পত্রে স্বাক্ষর পূর্ব্বক রেজষ্টরি করিলে সেই কারবার একটি ব্যক্তির ন্যায় গণ্য হয়; এবং সেই কারবারে ক্ষতি হইলে প্রত্যেক অংশী আপন অংশের পরিমাণ পর্য্যন্ত দায়ী হয়। উল্লিখিত প্রণালীতে সমবেত হইয়া ব্যবসায় করিলে কোন অংশীর বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং অর্থশালী লোকগণ সমবেত হইয়া বখরায় ব্যবসায় করিতে সাহসী হয়। বহুলোক বখরায় কারবার করিলে,

(১) যে সকল ব্যবসায়ে অধিক মূলধন আবশ্যক সেই সকল অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য হয়।

(২) যে সকল লোকের কিঞ্চিৎ মূলধন আছে অথচ কোন ব্যবসায় করিবার অবকাশ বা নৈপুণ্য নাই, সেই সকল লোকের মূলধন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে না।

দেশীয় মহাজনগণ প্রায় স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবসায় করিয়া থাকেন। মিলিত মূলধনের দ্বারা কারবার করণের প্রথা অদ্যাপি এতদ্দেশীয় ব্যবসায়িগণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায়।

বৈদেশিক বণিকগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে হাউসওয়ালা এবং ব্যাঙ্ক অর্থাৎ টাকার কুঠিওয়ালা এই দুই শ্রেণী প্রধান। যাহারা ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দূরদেশ হইতে মাল আমদানি রপ্তানি করেন তাঁহারা হাউসওয়ালা বলিয়া খ্যাত; এবং

যাঁহারা হাউসওয়ালা দিগের টাকার সরবরাহ করেন অর্থাৎ একদেশে আমানত লইয়া অন্যদেশে বরাত দিয়া থাকেন, অথবা জাহাজের কাপ্তেনের রসিদ বন্ধক রাখিয়া সওদাগর দিগকে টাকা দেন তাঁহারাই ব্যাঙ্কর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হাউসওয়ালা বণিকগণ দালাল মুচ্ছুদ্দির দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন। এবং কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে জাহাজে দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি করেন।

হুণ্ডি, বিমা বিল অব লেডিং।

জাহাজে মাল পাঠাইতে হইলে সচরাচর বিমা করিয়া পাঠাইবার রীতি আছে। দেশীয় মাহাজনগণ নৌকায় মাল পাঠাইতে হইলেও কোন কোন স্থলে বিমা করিয়া থাকে। বিমা করিতে হইলে বিমা-দারকে প্রেরিত মালের মূল্যের উপর শতক হিসাবে মেথি দিতে হয়। দৈবঘটনায় জাহাজ জলমগ্ন হইয়া যদি মাল নষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ মালের মূল্যের টাকা বিমাদারের নিকট পাওয়া যায়। বিমা করিতে হইলে কিয়ৎপরিমাণ ব্যয় হয়; কিন্তু মূলধন এককালীন বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। জাহাজে মাল বিমা করিয়া প্রেরণ করায় আরও অনেক সুবিধা হয়। জাহাজের কাপ্তেনের নিকট যে রসিদ পাওয়া যায়, সেই রসিদ এবং বিমাপত্র অর্থাৎ বিমাদারের লিখিত নির্ব্বন্ধপত্র এই উভয় বন্ধক রাখিয়া হুণ্ডি করিলে ব্যাঙ্ক অর্থাৎ টাকার কুঠিতে টাকা পাওয়া যায়। এইরূপ সুবিধা থাকায় দূরদেশ হইতে মাল আনাইতে হইলে অগ্রিম টাকা পাঠাইতে হয় না; এবং যে মহাজন মাল পাঠাইয়া দেয়, তাহারও টাকা পাওয়ার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না।

বিমাপত্র না থাকিলে কেবল জাহাজের রসিদ বন্ধক দিয়া ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যায় না; কারণ যদি বিমাপত্র না থাকে এবং জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায়, কিম্বা অন্য কোন কারণে মাল নষ্ট হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তির উপর হুণ্ডির বরাত থাকে, সেই ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক হুণ্ডির টাকা না দিলে, অন্য কোন উপায়ে সহজে টাকা আদায় হয় না। বিমা

পত্র থাকিলে মাল নষ্ট হইলেও বিমাদারের নিকট মূল্যের টাকা পাওয়া যায়; এবং ক্রেতা মহাজন হুণ্ডির টাকা দিতে স্বীকার না পাইলে, জাহাজের মাল বিক্রয় করিয়া অথবা জাহাজে মাল নষ্ট হইলে বিমা-দারের নিকট হুণ্ডির টাকা আদায় হয়। ক্রেতা মহাজন যথাসময়ে হুণ্ডির টাকা পরিশোধ করিয়া দিলে, জাহাজের রসিদ এবং বিমাপত্র তাহাকে প্রদত্ত হয়; জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলে বিমাদারের আর কোন দায়িত্ব থাকে না।

দূরদেশস্থ মহাজনদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ভাব সহসা হওয়া কঠিন। ক্রেতা মহাজন মাল আনাইবার জন্য অগ্রিম টাকা পাঠাইতে সাহসী হয় না; এবং বিক্রেতা মহাজন অগ্রিম টাকা না পাইয়া বিদেশে মাল পাঠাইতে সহসা স্বীকার পায় না। কিন্তু উল্লিখিত প্রকার সুবিধা থাকায় ক্রেতা বিক্রেতা কাহারো কোন আশঙ্কা থাকে না। ক্রেতা মহাজনের অগ্রিম টাকা পাঠাইতে হয় না; এবং বিক্রেতা মহাজন জাহাজের রসিদ ও বিমাপত্র বন্ধক দিয়া ক্রেতা মহাজনের উপর হুণ্ডি করতঃ ব্যাঙ্কে টাকা প্রাপ্ত হয়। বেঙ্কার অর্থাৎ টাকার কুঠি-য়ালেরা ক্রেতা মহাজনের উপর হুণ্ডি লইয়া বিক্রেতা মহাজনকে অগ্রিম টাকার সংবরাহ করে; কিন্তু তজ্জন্য বেঙ্কারদিগের কোন আশঙ্কা থাকে না। তাহার কারণ এই যে ক্রেতা মহাজন হুণ্ডির টাকা দিতে অস্বীকৃত বা অক্ষম হইলে মহাজনের মাল বিক্রয় করিয়া হুণ্ডির টাকা আদায় হয়; জাহাজে মাল নষ্ট হইলে বিমাদারের নিকট টাকা আদায় হয়। দেশীয় মহাজনগণ নৌকাযোগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাল পাঠাইতে হইলে, কখন কখন বিমা করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ বিমাপত্র বন্ধক দিয়া হুণ্ডি করার রীতি মহাজনদিগের মধ্যে নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেশীয় বণিক।

দেশীয় মহাজনদিগের মধ্যে যাঁহারা মফঃস্বল হইতে মাল সংগ্রহ করিয়া হাউসওয়ালাদিগের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিক্রয় করেন, অথবা বৈদেশিক আমদানি দ্রব্য হাউসওয়ালাদিগের নিকট ক্রয় করিয়া দেশে বিক্রয় করেন তাঁহারাই প্রধান। মহাজনদিগের স্থানে স্থানে মোকাম থাকে; এবং তাঁহারা সেই সমস্ত মোকামে তিসি, চাউল, পাট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করেন। যেরূপ ইংরাজ সওদাগরদিগকে বেঙ্কওয়ালারা টাকার সরবরাহ করেন সেইরূপ দেশীয় রোকড়ের কুঠিওয়ালাগণ দেশীয় মহাজনদিগের টাকার সরবরাহ করিয়া থাকেন। দেশীয় কুঠিয়ালদিগের স্থানে স্থানে কুঠি থাকে এবং এক কুঠিতে টাকা আমানত করিয়া দিলে অন্য স্থানের কুঠিতে পাওয়া যায়।

দূরদেশে টাকা নগদ পাঠান সুবিধা হয় না; রেজষ্টরি পত্রে নোট অতি অল্প ব্যয়ে এবং এক প্রকার নিঃশঙ্ক হইয়া পাঠান যাইতে পারে; কিন্তু এমত অনেক স্থান আছে যেখানে নোটের বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ যে স্থানে মাল খরিদ হয় তথায় কোন্ সময়ে কত টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা পূর্ব্বাহ্ণে নিশ্চিত রূপে জানিতে পারা যায় না। উপস্থিত মত টাকার সরবরাহ করিতে না পারিলে অসম্ভ্রম হয়; অথচ অধিক টাকা পূর্ব্বাহ্ণে আনাইয়া নিরর্থক তহবিলে মজুদ রাখিলে সুদের ক্ষতি হয়। এই নিমিত্ত যে সকল মহাজনদিগের বাজারে সম্ভ্রম আছে, তাহাদিগের সহিত রোকড়ের কুঠিয়ালগণের এইরূপ বন্দোবস্ত থাকে যে তদনুসারে মোকামে যখন টাকা আবশ্যক হয় কুঠিয়ালগণ তাহা সরবরাহ করে। মহাজনগণ রোকড়ের কুঠি হইতে এক মোকামে টাকা লইয়া অন্য স্থানের মোকামের উপর হুণ্ডি

অর্থাৎ বরাত চিঠি দিয়া থাকে। হুণ্ডি প্রধানতঃ দুই প্রকার, দর্শনি বা খাড়া হুণ্ডি এবং মুদ্দতি হুণ্ডি। যে হুণ্ডিতে এইরূপ লিখিত থাকে যে দৃষ্টিমাত্র টাকা দিতে হইবে, সেই হুণ্ডিকে দর্শনি বা খাড়া হুণ্ডি কহে। আর যদি কোন নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ অর্থাৎ এক মাস কিম্বা দেড়মাস অন্তে টাকা দিতে হইবে এইরূপ লিখিত থাকে, তাহা হইলে সেই হুণ্ডিকে মুদ্দতি হুণ্ডি কহে; হুণ্ডি করিয়া টাকা লইবার সময় কুঠিয়াল-দিগকে কিছু মেথি বা হুণ্ডিয়ানি দিতে হয়। যে মোকামের উপর হুণ্ডির বরাত থাকে সেই মোকামে খাড়া হুণ্ডি উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ টাকা দিতে হয়। মুদ্দতি হুণ্ডি হইলে প্রথমতঃ স্বীকার লিখিয়া দিতে হয়; পরে যে দিবস মেয়াদ গত হয়, সেই দিবসে উপস্থিত করিলে টাকা দিতে হয়। যথাসময়ে হুণ্ডির টাকা দিতে না পারিলে মহাজনের অসম্ভ্রম হইয়া পড়ে। হুণ্ডি স্বীকার করিলে পর যে মোকাম হইতে হুণ্ডি প্রেরিত হয় সেই মোকামের নামে খরচ লিখিয়া যে কুঠি বা ব্যক্তির নামে হুণ্ডি থাকে সেই কুঠি বা ব্যক্তির নামে জমা করা হয়; পরে যে তারিখে টাকা দেওয়া হয় সেই তারিখে ঐ কুঠিয়াল বা ব্যক্তির নামে নগদ খরচ লেখা হয়।

আড়তদার কমিসন এজেণ্ট।

অনেক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাজনগণ দূরদেশে মালচালান দিয়া থাকে; এবং তথায় নিজের মোকাম না থাকিলে অন্য কোন মহাজনের আড়তে মাল উঠাইয়া দেয়। যাহারা আড়তদারের দ্বারা মাল বিক্রয় করে তাহা-দিগকে ব্যাপারী কহে। আড়তদার মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া মাল বিক্রয় করতঃ মূল্যের টাকা হইতে কিছু দস্তুরি বা কমিসন স্বরূপ লইয়া অব-শিষ্ট ব্যাপারীকে বুঝাইয়া দেয়; এবং আবশ্যক হইলে মাল বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে ব্যাপারীকে টাকা সরবরাহ করে। আড়তদারের খাতায় প্রত্যেক ব্যাপারীর নামে পৃথক হিসাব থাকে; ব্যাপারিদিগের মাল বিক্রয় হইলে আড়তদারি ইত্যাদি বাদে অবশিষ্ট টাকা ব্যাপারীর নামে জমা দেওয়া হয় এবং ব্যাপারীকে যখন যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা তাহার নামে খরচ লেখা হয়।

———

মহাজনী।

চতুর্থ প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

তকরারি জমা খরচ।

দেশীয় মহাজন এবং কুঠিয়ালদিগের হিসাব দেশীয় প্রণালী অনুসারে লিখিত হয়। জমিদারি সেরেস্তায় যে প্রণালীতে জমাখরচ লিখিত হয়, মহাজনদিগের হিসাব লেখার প্রণালী তদ্রূপ নহে। জমিদারি সেরেস্তার রীত্যানুসারে যে টাকা আয় হয়, তাহাই রোকড়ে জমা হয় এবং যে টাকা একেবারে ব্যয় হইয়া যায় এবং পুনরায় প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকে সেই টাকা খরচ লেখা হয়। জমিদারি সেরেস্তার রোকড় দেখিলে জমিদারের দৈনিক আয় এবং দৈনিক ব্যয় জানিতে পারা যায়; কিন্তু মহাজনী রোকড় দেখিয়া মহাজনের দৈনিক আয় ব্যয় কিছুই জানা যায় না। মহাজনদিগের রীত্যনুসারে একবার যে টাকা খরচ লেখা হয় তাহাই পুনরায় জমার ঘরে সন্নিবেশিত হয়। ফলতঃ কাহার নিকট কত টাকা পাওনা এবং কোন ব্যবসায়ে কত টাকা লাভ বা লোকসান এই সমস্ত ঠিকানা রাখা মহাজনদিগের উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত যখন কোন মাল খরিদ হয় তখন সেই মাল খরিদবিক্রয়খাতে খরচ লেখা হয়; এবং যাহার নিকট ঐ মাল খরিদ হয় তাহার নামে যে মূল্যে খরিদ হয় সেই মূল্যের টাকা জমা দেওয়া হয়। পরে যখন সেই মাল বিক্রয় হয় তখন যে ব্যক্তির নিকট বিক্রয় হয় তাহার নামে খরচ লেখা হয়; এবং সেই মাল খরিদ বিক্রয় খাতায় মূল্যের টাকা জমা দেওয়া হয়। এইরূপ প্রণালীতে হিসাব লিখিত হওয়ায় ক্রেতার নিকট কত টাকা পাওনা, বিক্রেতার নিকট কত টাকা দেনা, এবং ঐ মাল খরিদ বিক্রয়ে লাভ কিম্বা লোকসান কত টাকা, এই সমুদয় জানিতে পারা যায়। ক্রেতা বিক্রেতার দেনা পাওনা ঠিক রাখিবার জন্য যে টাকা জমা খরচ করা

হয় তাহা জমাখরচি জমা এবং জমাখরচি খরচ বলিয়া লিখিত হয়। ফলতঃ টাকা না পাইয়াও জমা করা হয় এবং খরচ না হইলেও খরচ লেখা হয়; পরন্তু যে টাকা এক হিসাবে জমা করা হয় সেই টাকা অন্য হিসাবে খরচ লেখা হয়; সুতরাং মজুদ তহবিল মিলন করিবার সময়ে কোন তফাত দৃষ্ট হয় না।

নগদ খরিদ এবং নগদ বিক্রয় হইলে এইরূপে এক অঙ্ক পুনঃ পুনঃ জমা খরচ করিতে হয় না; তাহার কারণ এই যে নগদ খরিদ বিক্রয় করা হইলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দেনা পাওনা থাকে না; সুতরাং তাহাদের নামে হিসাব রাখা অনাবশ্যক হয়। নগদ ক্রয় করিবার সময়ে খরিদ বিক্রয় খাতে খরচ লেখা হয়, এবং মাল নগদ বিক্রয় হইলে মূল্যের টাকা ঐ খরিদ বিক্রয় খাতে জমা করা হয়। এইরূপ প্রণালীতে জমাখরচ করিয়া খতিয়ান করিলে লাভ লোকসান সহজে জানিতে পারা যায়।

পেটাও মোকামের দ্বারা মাল খরিদ হইলে যে টাকা পেটাও মোকামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, ঐ টাকা পেটাও মোকামের হিসাবে খরচ লেখা হয়; এবং পেটাও মোকাম হইতে যখন মাল খরিদ হইয়া আইসে তখন সেই মাল খরিদ সংক্রান্ত খরচের টাকা উক্ত হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এইরূপে পেটাও মোকামের দেনা পাওনা ঠিক থাকে।

খতিয়ানে প্রত্যেক প্রকার কারবার এবং যে যে ব্যক্তির সহিত দেনা পাওনার সংস্রব থাকে তাহার একটি পৃথক্ হিসাব থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কারবারি হিসাবে জমার অঙ্ক হইতে খরচের অঙ্ক বাদ দিলে ঐ কারবারের নিট মুনাফা জানা যায়। কারবারি হিসাবে জমা অপেক্ষা খরচ অধিক হইলে খরচের অঙ্ক হইতে জমার অঙ্ক বাদ দিলে লোকসানের পরিমাণ জানা যায়। যদি কোন কোন কারবারে লাভ এবং কোন কোন কারবারে লোকসান হয়, তাহা হইলে মোট মুনাফা হইতে মোট লোকসান বাদ দিলে নিট.মুনাফা জানা যায়। কারবার সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে যে হিসাব থাকে তাহাতে যে টাকা জমা থাকে

সেই টাকা কারবারের দেনা; এবং ঐ সকল হিসাবে যে টাকা খরচ লেখা থাকে সেই টাকা কারবারের পাওনা। 'ক' নামক এক ব্যক্তির নামে যদি ৫০০ টাকা জমা এবং ৩০০ টাকা খরচ লেখা থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির কারবারি খাতায় ২০০, টাকা পাওনা স্থির হয়। যদি জমা অপেক্ষা খরচ অধিক থাকে তাহা হইলে অতিরিক্ত খরচের টাকা কারবারের পাওনা অবধারিত হয়। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে খরিদ বিক্রয় খাতায় খরচের অপেক্ষা জমা অধিক হইলে কারবারের লাভ অবধারিত হয়, এবং নাম নাম হিসাবে খরচ অপেক্ষা জমা অধিক হইলে কারবারের দেনা অবধারিত হয়।

যে কোন কারবার করিতে হইলে চাকরান দরমাহা, বাটী ভড়া গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি নানা প্রকার বাজে খরচ হয়; ঐ সমস্ত বাজেখরচের ঠিক রাখিবার জন্য অনেক সময়ে দেনা পাওনা পরিষ্কার করিবার পূর্ব্বেই জমাখরচ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে হিসাব লিখিত হওয়ায় কাহার নিকট কত টাকা পাওনা, ও কাহার নিকট কত টাকা দেনা, তাহা খতিয়ান দেখিলে সহজে জানিতে পারা যায়; এবং যে কোন সময়ে খতিয়ান দৃষ্টে রেওয়া প্রস্তুত করিলে কারবারের লাভ লোকসান জানা-যায়। জমিদারি সেরেস্তার রীত্যনুসারে যাবৎ পাওনা টাকা আদায় কিম্বা দেনার টাকা দেওয়া না হয়, তাবৎ জমাখরচ করা হয় না; সুতরাং রোকড়ে কিম্বা খতিয়ানে দেনা পাওনার কোন নিদর্শন থাকে না। ফলতঃ মহাজনদিগের রোকড়ে এবং খতিয়ানে দেনা পাওনার ঠিকানা রাখা যেরূপ আবশ্যক জমিদারি সেরেস্তায় তাদৃশ নহে। কোন্ প্রজার নিকট কত টাকা পাওনা তাহা জমাবন্দির দ্বারা নির্ণয় হয়; সুতরাং রোকড়ে জমাখরচ করিয়া নিদর্শন রাখা অনাবশ্যক। পরন্তু মহাজনগণ যখন কোন ব্যক্তির সহিত কারবার করেন তখন সেই ব্যক্তির দেনা পাওনার হিসাব রোকড় এবং খতিয়ান ভিন্ন অন্য কোন কাগজে সুবিধা মত রাখা যায় না। জমিদারি সংক্রান্ত মুজরাই সরঞ্জামি প্রভৃতি যে খরচ হয়, তাহার দেনা পাওনা ঠিক রাখিবার জন্য নিকাসি জমাখরচে আমানত জমাখরচ হয়। সম্বৎসরের মধ্যে যে

খ চ হয় তাহা নগদ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া না হইলে যে টাকা দেনা থাকে তাহা নিকাসি জমাখরচে আমানত জমা করা হয়। পর বৎসরে ঐ দেনা টাকা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইলে আমানত খরচ লেখা হয়। কোন বাবদে কাহাকে ফাজিল দেওয়া হইলে নিকাসি জমাখরচে আমানত খরচ লেখা হয়; এবং পর বৎসরে ঐ টাকা আদায় হইলে আমানত আদায় জমা করা হয়। আমানত খরচের টাকা নিকাসি জমা খরচের বাকিয়ানে খরচ ভুক্ত না করিয়া মজুদ তহবিলের মধ্যে জমায় দিয়া রাখা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহাজনী নিকাস রেওয়া।

মহাজনী কারবারে যখন যে খরিদ-বিক্রী দেনা পাওনা হয় তাহা তৎক্ষণাৎ খসড়া খাতায় জমাখরচ হয়; খসড়া খাতা হইতে পাকা রোকড় এবং পাকা রোকড় হইতে খতিয়ান প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে খতিয়ানে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জিনিসের পৃথক হিসাব থাকে। খতিয়ান হইতে নিকাসি রেওয়া প্রস্তুত হয়; তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস খরিদ বিক্রয়ে যত টাকা লাভ হয় তাহা একুন করতঃ লোকসান এবং বাটীভাড়া চাকরান দরমাহা প্রভৃতি বাজে খরচ বাদ দিয়া কারবারের নিট মুনাফা স্থির হয়। এতদ্ব্যতীত নিকাসি রেওয়াতে দেনা পাওনার সমষ্টি করা থাকে; মোট দেনা টাকা এবং নিট মুনফা একোয়াল করিয়া তাহা হইতে মোট পাওনা বাদ দিলে যদি মজুদ তহবিলের সহিত ঐক্য হয় তাহা হইলে হিসাব ঠিক হইয়াছে জানা যায়। নিট মুনাফার টাকা মহাজনের প্রাপ্য, সুতরাং নিকাসি রেওয়াতে নিট মুনাফার টাকা কারবারি খাতার দেনার মধ্যে গণ্য হয়। পাওনা টাকা এবং মজুদ তহবিল এই উভয় অঙ্ক একুন করিলে নিট মুনাফা সমেত মোট দেনা টাকার

সহিত ঐক্য হওয়া উচিত। নিকাসি রেওয়া প্রভৃতের সময় যদি কোন মাল মজুদ থাকে, তাহা হইলে ঐ মজুদ মাল বাজার দরে জমা খরচ করা হয়; অর্থাৎ মহাজনের নামে খরচ লিখিয়া খরিদ বিক্রয় হিসাবে জমা করা হয়। দ্বিতীয় বৎসরের রোকড় পত্তনের সময় ঐ মজুদ মালের মূল্য খরিদ বিক্রয় হিসাবে খরচ লিখিয়া মহাজনের নামে জমা করা হয়। কারবারে লোকসান হইলে মোট পাওনা, মজুদ তহবিল এবং লোকসান এই তিন অঙ্কের মোট টাকা মোট দেনার সহিত ঐক্য হয়। লোক-সানের টাকা মহাজনের দেনা; এই নিমিত্ত ঐ টাকা কারবারি খাতার পাওনা মধ্যে গণ্য হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

শুভঙ্করি।

জমিদারি সেরেস্তায় এবং মহাজনী কারবারে যে সমুদয় হিসাব করা আবশ্যক, সেই সমুদয় কতকগুলি সাঙ্কেতিক নিয়ম অনুসারে সচরাচর নিষ্পন্ন হয়। ঐ সমুদয় সাঙ্কেতিক নিয়ম শুভঙ্করি সঙ্কেত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সচরাচর যে সমুদয় হিসাব করা আবশ্যক হয় তাহা শুভঙ্করি সঙ্কেত অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু শুভঙ্করি সঙ্কেত অনুসারে হিসাব করিতে হইলে অনেক সময়ে অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে; বিশেষতঃ কোন নূতন প্রণালীর হিসাব উপস্থিত হইলে শুভঙ্করি সঙ্কেত কোন কার্য্যকর হয় না। ফলতঃ মাপের এবং ওজনের নিয়ম জানা থাকিলে পাটীগণিতের নিয়ম মতে যে কোন প্রণালীর হিসাব সহজে সিদ্ধ হয়। এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকের এইরূপ সংস্কার আছে যে শুভঙ্করি সঙ্কেতে হিসাব যেরূপ সূক্ষ্ম হয় পাটীগণিতে সেরূপ হয় না। কিন্তু এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। মণকসা, সেরকসা, বাঁটাকসা, জমাবন্দি ইত্যাদি হিসাব পাটীগণিতের নিয়মে করিতে হইলে কখন

কখন টাকা পয়সার অঙ্ক ঠিক নির্ণয় হয় না; কিঞ্চিৎ ভগ্নাংশ অবশিষ্ট থাকে। এই নিমিত্ত সাধারণ লোকের সংস্কার যে স্কুলের হিসাব অর্থাৎ পাটীগণিতের হিসাব সূক্ষ্ম হয় না। কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে ক্রান্তি, কাগ, তিল প্রভৃতি কোন পদার্থ নাই; ঐ গুলি কেবল নির্দ্দিষ্ট ভগ্নাংশ মাত্র। পাটীগণিতের হিসাবে অবশিষ্ট বাকি একটি ভগ্নাংশের দ্বারা লিখিত হয়; শুভঙ্করি সঙ্কেতে ঐ বাকি কতকগুলি ভিন্ন প্রকারে ভগ্নাংশের দ্বারা লিখিত হয়। কিন্তু ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট ভগ্নাংশের দ্বারা একটি অঙ্ক লিখিতে হইলে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। মনে কর একটি জমিদারি যদি সমান তিন অংশে বিভক্ত হয় তাহা হইলে শুভঙ্করি অনুসারে প্রত্যেক অংশ ।/৬॥= পাচ আনা, ছয় গণ্ডা, দুই কড়া দুই ক্রান্তি বলিয়া লিখিত হইবে; কিন্তু স্কুলের হিসাবে ঐ অংশ ⅓ বলিয়া লিখিত হয়। ঐ জমিদারির অন্তর্গত কোন প্রজার জমা যদি ষোল আনায় ১৬৷৶১৫ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক সরিকের অংশে কত হইবে তাহা পাটীগণিত অনুসারে অতি সহজে নির্ণীত হইতে পারে; কিন্তু শুভঙ্করি মতে উক্ত হিসাব এরূপ জটিল হইয়া উঠে যে তাহা বালকদিগের কখন বোধগম্য হইতে পারে না। শুভঙ্করি প্রণালী অনুসারে ভাজা চালন, দোভাজা চালন প্রভৃতির দ্বারা যে সমস্ত হিসাব অতি কষ্টে নিষ্পন্ন হয়, পাটীগণিতের নিয়মে সেই সমুদায় অতি সহজে হয়।

এতদ্দেশীয় মহাজনী হিসাবের প্রণালী কিরূপ তাহার বিবরণ লিখিত হইল। আদর্শ স্বরূপ রোকোড়, খতিয়ান এবং রেওয়া প্রভৃতি কএক প্রকার হিসাবের উদাহরণ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে। কার বার যত বিস্তৃত হউক না কেন, এতদ্দেশীয় প্রণালী অনুসারে হিসাব লিখিত হইলে দেনা পাওনা, লাভ লোকসান, মজুদ তহবিল, অতি সহজে নির্ণীত হইতে পারে।

(জরিপ আমিনকে যেরূপ হুকুমনামা দেওয়া হয় তাহার উদাহরণ।)

পরগণে আমিরাবাদের অন্তর্গত মৌজে কাশিমপুরের মণ্ডলান কোতয়ালান ও হরকছম মালগুজারদারান প্রতি আগে—

মৌজা মজকুরের জমিজমার কাগজে বহুতর মগলতা থাকা প্রকাশ হওয়ায় বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীআনন্দচন্দ্র মজুমদারকে আমিন নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইল। আমিন মজকুর গ্রামে পৌঁছিলে তাহার তলবানুসারে তোমরা সরজমিনে উপস্থিত হইয়া আপনাপন জমি করার ওয়াকাই পরিচিহ্নিত করিয়া দিবা। কোন বাবদে গোপন রাখিবা না ইতি সন ১২৮৯ সাল তারিখ ২০ পৌষ।

একন্দাজ জব্দ জমি মৌজে কাশিমপুর পরগণা অমিরাবাদ সরকার জিন্নতাবাদ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ তরফ আমিন শ্রীআনন্দ চন্দ্র মজুমদার সন ১২৮৭ সাল তারিখ ২ মাঘ। পরগণার প্রচলিত ২২ ইঞ্চি হাত কাটি ও ৮৭ হাত রসির মাপে এই জরিপ হইল।

আসামি	দাগ	দীর্ঘ	প্রস্থ	সারা	জিনিস

আদ্যারম্ভ গ্রামস্থ পূর্ব্ব মাঠে।

১ নং। প্রজা সনাতন মণ্ডল।

কৃষ্ণপুরের সীমানার পশ্চিম, খোকাই সেখের জমির উত্তর, সাধু বিশ্বাসের পুষ্করিণীর পূর্ব্ব, পাঁচু তরফদারের জোত জমির দক্ষিণ এক কিতা।

১৷৷৪ ১।১ ২/৪৶৫ শালি আওল

২ নং। প্রজা খোকাই সেখ।

পাঁচুতরফদারের বাগিচার পূর্ব্ব, সাধু বিশ্বাসের জমাই জমির দক্ষিণ, সনাতন মণ্ডলের বাস্তবাটীর পশ্চিম, ভাগবত বিশ্বাসের জমীর উত্তর।

২৷৷৪ ২।০ ৬/১৷৷০ শালি দুয়েম

৩ নং। প্রজা সাধু বিশ্বাস।

মহাভারত দাসের জোত জমির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, রামসুন্দর দাসের বাগাতের উত্তর ও পশ্চিম।

৩/৪ ১।৪ ৪৷৷২_১৬ সুনা আউল

৪ নং। প্রজা পাঁচু তরফদার।

গুরুচরণ হালদারের বাটীর পূর্ব্ব, আলম মণ্ডলের জমাই জমীর উত্তর ও পশ্চিম, শ্রীরামবিশ্বাসের পুষ্করিণীর দক্ষিণ।

৫৮২ ২৷৷৩ ১৫৷৷০১৬ শালি সুয়েম

৫ নং। প্রজা ভাগবত বিশ্বাস।

গিরিধর সাহার জমার জমির পূর্ব্ব ও উত্তর, সনাতন মণ্ডলের বাগিচার দক্ষিণ ও পশ্চিম।

৩।০ ২।০ ৭।১।০ সুনাদুয়েম

৬ নং। প্রজা আলম মণ্ডল।

শ্রীরাম বিশ্বাসের জমাই জমির পুর্ব্ব, সাধুবিশ্বাসের জমাই জমির পশ্চিম, ঐ বিশ্বাসের পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাঁচু তরফদারের বাগিচার উত্তর।

২/১ ১/৪ ২।৪৵/৪ শালি চাহারাম

৭ নং। প্রজা গিরিধর সাহা।

গুরুচরণ হালদারের জমাই জমির পুর্ব্ব ও দক্ষিণ, কৃষ্ণপুরের সীমানার পশ্চিম, খোকাই সেখের বাস্তুবাটীর উত্তর।

১।৩॥/০ ৸৩ ১।০॥৵৬ ..নাদুয়েম

৮ নং। প্রজা সনাতন মণ্ডল।

রামসুন্দর দাসের জমাই জমির পুর্ব্ব ও দক্ষিণ, সাধুবিশ্বাসের পুষ্করিণীর পশ্চিম, ঐ বিশ্বাসের জমাই জমির উত্তর।

২॥২ ১।০॥০ ৩।১।১৬ সুনাচাহারাম

৯। প্রজা পাঁচু তরফদার।

সাধুবিশ্বাসের বসত বাটির পুর্ব্ব, খোকাই সেখের বাটীর দক্ষিণ, তারণ পালের জমাই জমির উত্তর ও পশ্চিম।

১৸৪ ॥৩॥০ ১।১।/৪ শালি আউল

১০ নং। প্রজা সাধু বিশ্বাস।

শ্রীরাম বিশ্বাসের বাটীর পুর্ব্ব, গিরিধর সাহার জমাই জমির দক্ষিণ, গুরুচরণ হালদারের জমির পশ্চিম উত্তর।

১॥১ ॥১ ৸২৻৬ আউল

১১ নং। প্রজা ভাগবত বিশ্বাস।

আলম মণ্ডলের জমাই জমির পুর্ব্ব ও দক্ষিণ, সরকারি রাস্তার পশ্চিম রাজাপুরের সীমানার উত্তর।

৩।২ ১॥২ ৫।২৵/৪ শালিদুয়েম

১২ নং। গিরিধর সাহা।

শ্রীরামবিশ্বাসের পুষ্করিণীর পুর্ব্ব, খোকাই সেখের জমাই জমির দক্ষিণ ও পশ্চিম সরকারি রাস্তার উত্তর।

৪।৩ ২।১ ১০/২।৵৮ শালি আউল

১৩ নং। প্রজা আলম মণ্ডল।
খোকাই সেখের জমাই জমির পূর্ব্ব, পাঁচুতরফদারের বাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিম, রাজপুরের সীমানার উত্তর।

২/৩॥ ১/১৯/ ২।০৮৯/৩ সুনা আউস

১৪ নং। প্রজা খোকাই সেখ।
কৃষ্ণপুরের সীমানার পূর্ব্ব, সরকারি গোচর জমির দক্ষিণ ও পশ্চিম, সাধু বিশ্বাসের পুষ্করিণীর উত্তর।

৫৮ ১॥৩॥ ৮/৩৮৵ সুনাহৈমন

১৫ নং। প্রজা সনাতন মণ্ডল।
সাধুবিশ্বাসের জমাই জমির পূর্ব্ব, পতিত ভাগাড়ের দক্ষিণ ও পশ্চিম শ্রীরাম বিশ্বাসের পুষ্করিণীর উত্তর।

৪।২ ৩/৪ ১৩৮৩।৵৮ বাগাৎ

১৬ নং। প্রজা ভাগবত বিশ্বাস।
মহাভারত দাসের বসত বাটীর পূর্ব্ব, সাধু বিশ্বাসের বাটীর দক্ষিণ ও পশ্চিম, রাজাপুরের সীমানার উত্তর।

১॥৪ ৮২ ১।৩৮৵৮ বাস্তু

১৭ নং। প্রজা পাঁচু তরফদার।
গুরুচরণ হালদারের বাঁশ বাগিচার পূর্ব্ব, ও ঐ হালদারের বসত বাটীর দক্ষিণ ও পশ্চিম, আলম মণ্ডলের ডোবার উত্তর।

৮৩ ॥৪ ॥২॥/ বাস্তু

১৮ নং। খামার পতিত।

আলম মণ্ডলের ডোবার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, শ্রীরাম বিশ্বাসের পুষ্করিণীর পশ্চিম, গুরুচরণ হালদারের বাঁশবাগিচার উত্তর।	গোচর এই জমিতে মহাবৃক্ষ অশ্বত্থ এক পেড় আছে।

১৩।৪॥৵৪

১৯ নং। খোকাই সেখ।
সনাতন মণ্ডলের বাটীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, মহাভারত দাসের জমাই জমির পশ্চিম সনাতন মণ্ডলের জমাই জমির উত্তর।

১৬৪ ৬৪॥ ১৬৩৮ বাস্তু

২০ নং। সাধু বিশ্বাস।
রাজাপুরের সীমানার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, গিরিধর সাহার বাটীর পশ্চিম, সনাতন মণ্ডলের বাটীর উত্তর।

১/০ ১৬২।৶ ১৬২।৶

২১ নং। প্রজা আলম মণ্ডল।
কৃষ্ণপুরের সীমানার পূর্ব্ব, গুরুচরণ হালদারের বাঁশ বাগিচার দক্ষিণ ও পশ্চিম, সাধুবিশ্বাসের বাটীর উত্তর।

।০ /২॥ /১৶ ডোবা

২২ নং। প্রজা গিরিধর সাহা।
সরকারি রাস্তা ও ভাগবত দাসের জমাই জমির পূর্ব্ব, কৃষ্ণপুরের সীমানার দক্ষিণ, সনাতন মণ্ডলের জমাই জমির পশ্চিম ও উত্তর।

৬॥২ ৩।৪ ২২৬০।৶৮ শালি দুয়েম।

২৩ নং। খাসখামার।
হারাবতী নদীর পূর্ব্ব, রাজাপুরের সীমানার দক্ষিণ, গোচর জমির পশ্চিম সনাতন মণ্ডলের বাগানের ও শ্রীরাম বিশ্বাসের জমাই জমির উত্তর।

১১।২ ২৬৪ ১১২৬৩॥৶৮ ভাগড় ও রাস্তা

২৪ নং। প্রজা ভাগবত বিশ্বাস।
সরকারি রাস্তার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, মহাভারত দাসের বসত বাটীর উত্তর ও পশ্চিম।

১॥১ ॥৪॥ ১/২।৶১২ উদ্বাস্তু

২৫ নং। দখলিকার রামতারণ চক্রবর্ত্তী সাং শান্তিপুর জোত রামসুন্দর দাস। রাজাপুরের সীমানার পূর্ব্ব শ্রীরাম বিশ্বাসের বাটীর দক্ষিণ ও পশ্চিম, গুরুচরণ হালদার ও খোকাই সেকের বাটীর উত্তর।

৩॥১ ২।০ ৭৬৪৬০ ব্রহ্মোত্তর

২৬ নং। প্রজা আলম মণ্ডল।

ছারাবতী নদীর পূর্ব্ব, রামসুন্দর দাসের বাগিচার দক্ষিণ, সরকারি খামারের পশ্চিম উত্তর।

৩॥০ ২।০॥ ৭৮৲৮৶ সুনা মুয়েম

২৭ নং। প্রজা গিরিধর সাহা।

মহাভারত দাসের পুষ্করিণীর পূর্ব্ব, ঐ দাসের বাটীর দক্ষিণ, রাজাপুরের সীমানার পশ্চিম, শ্রীরামবিশ্বাসের বাটীর উত্তর।

১/৩॥ ৮৪॥ ১/৩৮৶ জলকর

২৮ নং। প্রজা পাঁচুতরফদার।

ছারাবতী নদীর পূর্ব্ব, শ্রীরাম বিশ্বাসের জমাই জমির দক্ষিণ, গিরিধর সাহার জমাই জমির পশ্চিম ও উত্তর।

২।১॥ ॥৪॥ ১॥৩॥৶১২ উদ্বাস্তু

২৯ নং। প্রজা সাধু বিশ্বাস।

গিরিধর সাহার বসত বাটীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, মহাভারত দাসের পুষ্করণীর পশ্চিম ও উত্তর।

৩।৩ ১/২॥ ৩৮১॥ শালি মুয়েম

৩০ নং। প্রজা খোকাই সেখ।

রামসুন্দর দাসের বাগিচার পূর্ব্ব, ভাগবত বিশ্বাসের জমাই জমির দক্ষিণ, ছারাবতী নদীর পশ্চিম ও উত্তর।

॥৪ ।৩। ।০৮৮ শালি চাহারম

৩১ নং। প্রজা সনাতন মণ্ডল।

পাঁচুতরফদারের জমাই জমির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, সরকারি খমারের পশ্চিম, শ্রীরাম বিশ্বাসের জমাই জমির উত্তর।

১/১॥ /৩॥ /৩৮ বাস্তু

৩২ নং। প্রজা আলম মণ্ডল।

গিরিধর সাহার পুষ্করিণীর পূর্ব্ব, কৃষ্ণপুরের সীমানার দক্ষিণ, পাঁচু তরফদারের জমাই জমির পশ্চিম ও উত্তর।

২/০॥ ৮০॥ ১৮২৶১৬ সুনা মুয়েম

৩৩ নং। প্রজা গিরিধর সাহা।

সনাতন মণ্ডলের জমাই জমির পূর্ব্ব, আলম মণ্ডলের বাটীর দক্ষিণ, ও পশ্চিম, সরকারি খামারের উত্তর।

॥৩। ।৩॥৵ ।০।৶৮ বাস্তু

৩৪ নং। প্রজা সাধুবিশ্বাস।

সনাতন মণ্ডলের বাগানের পূর্ব্ব, রাজাপুরের সীমানার দক্ষিণ ও পশ্চিম, আলম মণ্ডলের বাটীর উত্তর।

/৩॥০ /২ ।/১২ বাস্তু

৩৫ নং। প্রজা সনাতন মণ্ডল।

কৃষ্ণপুরের সীমানার পূর্ব্ব, রামসুন্দর দাসের বাটীর দক্ষিণ, শ্রীরাম বিশ্বাসের জমাই জমির পশ্চিম, সরকারি রাস্তার উত্তর।

৩॥১ ১।0 ৪।৩৸ উদ্বাস্তু

৩৬ নং। খাসখামার।

দ্বারাবতী নদীর পূর্ব্ব, সনাতন মণ্ডলের জমাই জমি, গিরিধর সাহার পুষ্করিণী ও গোচর জমির দক্ষিণ, আলম মণ্ডলের ডোবার পশ্চিম রামসুন্দর দাসের বাটীর উত্তর।

৬॥০ /১॥ ।৪৸ রাস্তা।

৩৭ নং। প্রজা গিরিধর সাহা।

রামভাম ন চক্রবর্ত্তীর ব্রহ্মোত্তর জমির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, র সুন্দর দাসের বাটীর পশ্চিম, ও রাস্তার উত্তর।

॥০ /৩॥ /১৸ বাঁশ

৩৮ নং। প্রজা সাধুচরণ বিশ্বাস।

ভাগবত বিশ্বাসের বাটীর পূর্ব্ব, কৃষ্ট পুরের সীমানার দক্ষিণ, গিরিধর সাহার পুষ্করিণীর পশ্চিম, খাসখামারের উত্তর।

২/২ ১/১॥ ২।০।/৮

শ্রীশ্রীহরি ।

তেরিজ জমাবন্দী মৌজে কাশীমপুর পরগণে

আমিরাবাদ । জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র সিংহ ।

সন ১২৮৯ বার শত উননব্বই সাল ।

আসামী— কাত—

—— জমা—

জমি মোট বিতং ।—

মাল ২৬৬৮১॥৵৫ ২৯২৲১৩

লাখরাজ ৭৮৪ ০

।

মৌজে কাশীমপুর—

সন ১২৮৯ সাল।—

আসামী—	জমি—	কাত— জমা—
১ নং সনাতন মণ্ডল—		
	২৪/১।৵৮	৩৩।/১৫
২ নং খোকাই শেখ—		
	১৬।৩৵/১৬	৩৪৵/১
৩ নং সাধু বিশ্বাস—		২০৸/১৫
	৫৩।৪৵/১২	২০৸/১৫
৪ নং পাঁচু তরফ দার—		
	১৯/২।৶৪	৩৩।৵৪
৫ নং ভাগবত বিশ্বাস—		
	১৫/৪৸/৪	৩৪॥১৫
৬ নং আলম মণ্ডল—		
	১৬/৩।৵৭	২৩৵/১২
৭ নং গিরিধর সানা—		
	৩৫।৵২	৮৩৶২
৮ নং মহাল সায়রাং জলকর		
জেম্বা উদ্ধব মাঝি		২৮৸৶৯
খামার পতিত—	১২৬৸৩/১২	
	২৬৬৸১॥৵৫	২৯২৲১৩

১নং প্রজা শ্রীসনাতন ম_ল—
সাকীন কাশীমপুর।—

জমি—	নিরিখ—	জমা—	মহুকুপ— হাজং—	বাকি— জমা—	শোধ— গুজস্তা—	কমী—	বেশী—
—০	—০	—০			—০		—০
বাস্তু—							
/৩৸	৫	৸৶০		৸৶০	৸৶০		
উদ্বাস্তু—							
৪।৩৸	২	৮৸৵০		৮৸৵	৮৸৵		
সালী আওল—							
২/৪৶৩	১।০	৩।/০		৩।/০	৩।/০		
সুনা আওল—							
৩।১।১৬	২	৬।/০		৬।/০	৬।/০		
বাগাত—							
১৩৸৩।৵৮	১	১৩৸৵১৫	০	১৩৸৵১৫	১৩৸৵১৫	০	
২৪/১।৵৮	০	৩৩।/১৫	০	৩৩।/১৫	৩৩।/১৫	০	

২ নং প্রজা শ্রী খোকাই শেখ—
সাকীন কাশীমপুর।—

জমি—	নিরিখ	জমা—	মহুকুপ হাজং	বাকি জমা	শোধ গুজস্তা	কমী	বেশী
০	[illegible]	[illegible]				০	০
বাস্তু							
১৸৩(৮	৫	৯॥	০	৯॥	৯॥	০	০
সালী দুএম							
৬/০॥০	২	১২/৩	০	১২/৪	১২/৪	০	০
সালী চাহরম							
।০৸৮	১	।৪	০	।৪	।৪	০	০
সুনাদুএম							
৮/৩৸৵	১॥০	১২।১৩	০	১২।১৩	১২।১৩	০	০
১৯।৩৵১৬		৩৪৵১		৩৪৵১	৩৪৵১		

৩ নং প্রজা শ্রীসাধু বিশ্বাস—

সাকীন কাশীমপুর।

জমি—	নিরিখ—	জমা—	মহকুপ— হাজং—	বাকি— জমা—	শোধ— গুজস্তা—	কমী—	বেশী—
বাস্তু——							
।/১২	৫	/১	০	/৫	/১	০	০
শালী আওল——							
৸২(১৬	৩৲	২॥/	০	২॥/০	২॥/০	০	০
শালী শুএম——							
৩৸১॥০	১॥০	৫॥৶১৬	০	৫॥৶১৬	৫॥৶১৬	০	০
শুনা আওল——							
৪॥২৸১৬	২৲	৯।১০	০	৯।১০	৯।১০	০	০
বাগাং——							
২।০	১৲	২।০	০	২।০	২।০	০	০
স্থনা চাহরম—							
১৸২।৶	॥০	৸৶০		৸৶০	৸৶০		
১৩।৪৶১২ ০		২০৸/১১ ০		২০৸/১১	২০৸/১১ ০		০

৪ নং প্রজা শ্রীপাঁচু তরফদার—

সাকীন কাশীমপুর।—

জমি—	নিরিখ—	জমা—	মহকুপ— হাজত—	বাকী— জমা—	শোধ— গুজস্তা—	[illegible]	[illegible]শী—
বাস্তু—							
॥২॥/১২	৫	৩৶	০	৩৶	৩৶	০	০
উদবাস্তু—							
১॥৩৶১২	২৲	৩/০	০	৩।/০	৩।/০	০	০
শালী আওল—							
১।১।/৪	৩৲	৩৸৶৪	০	৩৸৶৪	৩৸৶৪	০	০
শালী শুএম—							
১৫॥০১১	১॥০	২৩।০	০	২৩।০	২৩।০	০	০
১৯/ ॥৶৪		৩৩॥৶৪		৩৩॥৶৪	২৩॥৶৪		

৫ নং প্রজা ভাগবত বিশ্বাস

সাকীন কাশীমপুর।

জমি	নিরিখ	জমা	মহকুপ হাজত	বাকী জমা	শোধ গুজস্তা	কমী	বেশী
১	০	০				০	০
বাস্ত							
১।৩৸১৮	৫৲	৭৶০	০	৭৶০	৭৶	০	০
উদবাস্ত							
১৴২।৶১২	২৲	২।০	০	২।০	২।০	০	০
শালী ডুএম							
৫।২৶৪	২৲	১০৷৷৵১৫	০	১০৷৷৵১৫	১০৷৷৵১৫	০	০
শুনা ডুএম							
৭।১।	২৲	১৪৷৷৵০	০	১৪৷৷৵০	১৪৷৷৵০	০	০
১৫৴৪৸৴৪	০	৩৪৷৷৶১৫	০	৩৪৷৷৶১৫	৩৪৷৷৶১৫	০	০

---

৬ নং প্রজা শ্রীআলম মণ্ডল

সাকীন কাশীমপুর।

জমি	নিরিখ	জমা	মহকুপ হাজত	বাকী জমা	শোধ গুজস্তা	কমী	বেশী
১						০	০
শুনা আওল							
২।০৸৶৩	২৲	৪৷৷৴১০	০	৪৷৷৴১০	৪৷৷৴১০	০	০
শুনা ডুএম							
৯।৪০।৶	১৷৷০	১৪।০	০	১৪।০	১৪।০	০	০
শুনা সুএম							
১৸২৵১৬	১	১৸৴১৫	০	১৸৴১৫	১৸৴১৫	০	০
শালী চাহরম							
২।৪৶৪	১৲	২।৶৭	০	২।৶৭	২।৶৭	০	০
১৬৴৩।৵	০	২৩৵১২	০	২৩৵১২	২৩৵১২	০	০

৭ নং প্রজা শ্রীগিরিধর সাহা
সাকীন কাশীমপুর।

জমি—	নিরিখ—	জমা—	মহকুপ— হাজত	বাকী— জমা	শোধ— গুজস্তা—	কমী—	বেশী
০—		০—				০—	০
বাস্তু—							
।০।৵৮	৫ ৲	২।৴১০	০	২।৴১০	২।৴১০	০	০
সালী আওল							
১০৴২।৵৮	৩ ৲	৩০।৴১৫	০	৩০।৴১৫	৩০।৴১৫	০	০
সালী দুএম							
২২৸০।৴৮	২ ৲	৪৫॥১২	০	৪৫॥১২	৪৫॥১২	০	০
সুনা চাহরম							
১।০॥৶৬৭	॥০	॥৵৫	০	॥৵৫	॥৵৫	০	০
জলকর							
১৴৩৸৵০	৩ ৲	৩॥৴০	০	৩॥৴০	৩॥৴০	০	০
বাঁশ							
৴১৸	২০	১৸০	০	১৸০	১৸০	০	০
৩৫।৪৵২		৮৩৶২		৮৩৶২	৮৩৶২		

৭ পী-

আমদানি সেহা।

মৌজে কশীমপুর পরগণে আমিরাবাদ।

সন ১২৭১ সাল ইং পুণ্যাহ নাগাইদ আখিরি।

বিতারিখ— ২৩ জ্যৈষ্ঠ।

রোজ— শুক্রবার।

দৈনিক আমদানী রূপেয়া—

শুভ পুণ্যাহ—

আসামী	আদত তঙ্কা
সনাতন মণ্ডল	
গুঃ খোদ	৫
খোকাই শেখ	
গুঃ খোদ	১৩
সাধু বিশ্বাস	
গুঃ খোদ	৪
পাঁচু তরফদার	
গুঃ খোদ	১
ভাগবত বিশ্বাস	
গুঃ খোদ	২
	২৫.

মঃ পচিশ টাকা।

বিতারিখ— ২৮ জ্যৈষ্ঠ।

রোজ বুধবার।

দৈনিক আমদানি রূপেয়া—

আসামী	আদত তঙ্কা
আলম মণ্ডল	
গুঃ খোদ	২
গিরিধর সাহা	
গুঃ খোদ	৫.
	৭.

জেরাগত ৭্

সায়রাৎ জলকর

জিম্বা উদ্ধব মাঝি

গুঃ খোদ ১৬্

২৩্

মঃ তেইশ টাকা।

রিতারিখ ১৩ শ্রাবণ।

রোজ— বৃহস্পতিবার।

দৈনিক আমদানী রূপেয়া—

আসামী	আদত
	তঙ্কা
আলম মণ্ডল	
গুঃ বলরাম পাল	
গিরিধর সাহা	
গুঃ তারকরাম	
সায়রাৎ জলকর	
মাং ভূধর মণ্ডল	৩্
সনাতন মণ্ডল	
মাং তস্য ভাগিনা	২৸৶৹
সাধু বিশ্বাস	
গুঃ বাঞ্ছারাম দত্ত	৩।৴১০
	৭৩৸৶১০

মঃ তিয়াত্তর টাকা পনর আনা দশ গণ্ডা

বিতারিখ— ১২ আশ্বিন।
রোজ— মঙ্গলবার।
দৈনিক আমদানী রূপেয়া—

আসামী	আদত তঙ্কা
খোকাই শেখ	
গুঃ ব্রজ হাজরা	২১৸/৫
পাঁচু তরফদার	
গুঃ তস্য পুত্র	২৯।/১০
ভাগবত বিশ্বাস	
ভগবতী রায়	৩১,
	৮২৶/১৫

মঃ বিরাশি টাকা দুই আনা পনর গণ্ডা।

বিতারিখ— ২৯ অগ্রহায়ণ।
সোমবার।
দানী রূপেয়া—

	আদত তঙ্কা
আ	
	২৶/১৫
গিরিধর সাহা	
গুঃ হলধর ঘোষ	১৸৶/১৫
সনাতন মণ্ডল	
মাং হরিদাস বৈরাগ্য	৬৶/০
সাধু বিশ্বাস	
গুঃ তারিণী দাস	১৩/০
সায়রাৎ জলকর	
মাং ভজহরি জেলে	১,
	২৪।/৫

মঃ চব্বিশ টাকা পাঁচ আনা পাঁচ গণ্ডা।

হিসাব কড়চা।

১ নং হিসাব সনাতন মণ্ডল—
সাকীন কাশীমপুর।

ওয়াশীল		বাকী
২৩ জ্যৈষ্ঠ		জমা গুজস্তা বিঃ জরিপ
পুণ্যাহ	৫৲	২৪/১।৵৮ জমীর কাত
		৩৩।/৫
১৩ শ্রাবণ		বকেয়া বাকী
	২॥৵০	২।/৫
		৩৫॥৵১০
২৯ অগ্রহায়ণ		বাদ
	৬৶০	ওয়াশীল ১৩৸/০
		বাকী ২ ৩
	১৩৸/০	

২ নং হিং খোবি ই সেখ—
সাকীন কাশীম[illegible]

ওয়াশীল		বাকী
২৩ জৈষ্ঠ		[illegible]জস্তা বিঃ জরিপ
পুণ্যাহ	১৩৲	১৬।৩৵/১৬ জমীর কাত
		৩৪৵/১
১২ আশ্বিন		বকেয়া বাকী ১।১০
	২১৸/৫	৩৫।৵/১১
	৩৪৸/৫	
		বাদ
		ওয়াশীল ৩৪৸/৫
		বাকী ॥/৬

৩ নং হিঃ সাধু বিশ্বাস—

।াকীন কাশীমপুর।

ওঃ		বাকী	
২৩ জৈষ্ঠ		জমা গুজস্তা	
পুণ্যাহ	৪৲	১৩৷৪৶১২ জমীর কাত	
			২০৮৴১৫
১৩ শ্রাবণ	৩৷৴১০	বকয়াবাকী	৴৫
			২০৮৶
২৯ অগ্রহায়ণ		বাদ	
	১৩৴০	ওয়াশীল	২০৷৶১০
	২০৷৶১০	বাকী	৷৷১০

হিঃ ... তরফদার—

।শীমপুর

ওয়াশী		বাকী	
১৩		জমা গুজস্তা	
পুণ্যাহ	১৲	১৯৴২৷৷৶৪ জমীর কাত	
			৩৩৷৷৶৪
		বকয়া বাকী	৶২
			৩৩৮৬
১২ আশ্বিন			
	২৯৷৴১০		
	৩০৷৴১০	বাদ	
		ওয়াশীল	৩০৷৴১০
		বাকী	৩৷৶১৬

৫ নং হিঃ ভাগবত বিশ্বাস।

সাকীন কাশীমপুর।

ওয়াশীল

২৩ জ্যৈষ্ঠ

পুণ্যাহ

২৲

১২ আশ্বিন

৩১৲

৩৩৲

জমা গুজস্তা

১৫/৪৸/৪ জমীর কাত

৩৪॥৶১৫

বকেয়া বাকী ৵১০

১৪৸৵৫

বাদ

ওয়াশীল ঐ ৩৩৲

বাকী ১৸৵৫

৬ নং হিঃ ও

সাকীন ঐ

ওঃ

২৮ জ্যৈষ্ঠ ২৲

১৩ শ্রাবণ

৬৲

২৯ অগ্রহায়ণ

২৶১০

১০৶১০

জমা গুজস্তা।

১৩/৩।৵ জমীর কাত

২৩৵১২

বকয়া বাকী।৵৯

২৩॥/১

বাদ

ওয়াশীল ১০৶১০

বাকী ১৩।/১১

৭ নং [illegible] গিরিধর সাহা—

সা[illegible]ীন কাশীমপুর।

ওয়াশীল		বাকী
		জমা গুজস্তা
২৮ জ্যৈষ্ঠ		৩৫৷৪৶২৷০ জমির কাত
	৫৲	৮৩৶২
১৩ শ্রাবণ		বকয়া বাকী ।৵১৫
	৫৯৲	৮৩॥৴১৭
২৯ অগ্রহায়ণ		
	১৲৵১৫	বাদ
		ওয়াশীল ৬৫৸৵১৫
	৬৫৸৵১৫	
		বাকী ১৭॥৶২

৮ নং মহাল সায়রাত—

জলকর।

জিম্মা উদ্ধব জেলে।

ওয়াশীল	বাকী
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৬৲	হালবাকী
	মোতাবেক গুজস্তা
১৩ শ্রাবণ ৩৲	২৮৸৶৯
	বার বকেয়া ৴১১
২৯ অগ্রহায়ণ ১৲	২৯৴০
২০	বাদ ওয়াশীল ২০৲

ইস্তাহার মোতালকে কাছারি নওয়াবগঞ্জ মালিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র সিংহ, জমিদার লাট কাসিমপুর ওগয়রহ পরগণে আমিরাবাদ ওগয়রহ সরকার জিন্নতাবাদ ওগয়রহ।

প্রজা শ্রীনফর মণ্ডল সাং ইস্লুবপুর ষ্টেসন নওয়াবগঞ্জ জেলা মালদহ মালুম করিবা—জেলা মালদহের অন্তর্গত ইষ্টেসন নওয়াবগঞ্জের এলাকাধীন ঐ জেলার ৫৩২ নং তৌজির মহাল লাট কাসিমপুরের সামিল মৌজে ইস্লুবপুরের মাল মোতালকে বিঃ নীচের তফশিল ২০/ বিঘা ভূমির কাত সালিয়ানা ৩০ টাকা জমা তোমার নামে সেরেস্তায় লেখা যায়। সম্প্রতি ঐ জমি পয়মাইস করাতে ২৫/ বিঘা হইয়াছে। তাহাতে যে খাজনা দিতেছ তাহা পার্শ্ববর্ত্তী তুল্যশ্রেণীর তুল্য সুবিধাবিশিষ্ট প্রজাদিগের জমিনের খাজনার হার অপেক্ষায় কম এবং তোমার নিজের পরিশ্রম বা ব্যয় ব্যতিরেকে ঐ জমিনের উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া শস্য উৎপাদন শক্তি এবং মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পয়মাইসে বেসি হইতেছে এই সকল কারণে উক্ত ২৫/ বিঘা জমিনের কাত ফি বিঘা ২ টাকা হারে ৫০ টাকা জমা ধার্য্য করা গেল উক্ত জমা স্বীকার পুর্ব্বক কবুলতি দাখিল করিবার কারণ ১৫ রোজ মেয়াদে ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারা অনুসারে এই নুটিসের দ্বারা তোমাকে জানান যাইতেছে যে তোমার উচিত যে উক্ত নিয়ম মধ্যে আমার জমিদারি কাছারিতে হাজির আসিয়া বন্দবস্ত মতে কবুলতি দিয়া পাট্টা হাসিল করিবা নচেৎ মেয়াদগতে আইনমতে ধার্য্যকৃত জমী জমা আমলে আসিবেক ও নালিসের দ্বারায় আদায় লওয়া যাইবেক ইতি।

তফশীল।

জমি গুজস্তা	সাবেক নিরিখ	কাত তঙ্কা	হাল জদ্দি	হাল নিরিখ	কাত তঙ্কা
২০/	১॥০	৩০	২৫/	২	৫০

মঃ পঞ্চাশ টাকা

শ্রীহারাধন বসু
সুচরিতেষু

আমার জমিদারি জেলা মালদহের কালেক্টরি ৪৭৬ তৌজির মহাল লাং গোবিন্দপুরের অন্তর্গত মৌজে কাসিমপুরের প্রজাদিগের খাজনা আদায় তহসিলের জন্য তোমাকে উক্ত মহলের গমস্তাগিরি পদে মাসিক ৫ মঃ পাঁচ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা গেল ; তুমি মহাল মজকুরে সর্ব্বদা হাজির থাকিয়া রাস্তি দুরাস্তির সহিত সমস্ত কার্য্য করিবা। প্রজাদিগের নিকট যখন যে টাকা আদায় করিবা তৎক্ষণাৎ তাহার চেক দাখিলা দিবা, চেক দাখিলা ব্যতীত কপর্দ্দক লইবা না। কোন প্রজা দাখিলা না পাওয়ার আপত্তি করিলে তাহার নিসা তুমি করিবা : সরকারের সহিত কোন এসাকা নাই। তোমার নিকট হইতে যখন যে কাগজ তলব হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ দাখিল করিবা। মহাল মজকুরের মধ্যে কোন দাঙ্গা হাঙ্গাম হইলে তৎক্ষনাৎ তাহার সম্বাদ স্থানীয় পুলিস এবং ফৌজ-দারিতে দিবা। আদালত ফৌজদারি কালেক্টরি প্রভৃতি হইতে যে হুকুম ছাদের হইবে তাহা তামিল করিবা পল্টন উতরগাহ হইলে রসদ সরবরাহ সংক্রান্ত কার্য্য তুমি করিবা। মুজরাই সরঞ্জামি সেওয়ায় এক কপর্দ্দক সদর কাছারির বিনা হুকুমে খরচ করিবা না। এতদর্থে এই সরখৎ দেওয়া গেল। ইতি তারিখ ২ বৈশাখ। ১২৯০ সাল

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
মহিমার্ণবেষু

লিখিতং শ্রীআলম মণ্ডল পিতা ৺ কাসিমদ্দি মণ্ডল সাং কাসিমপুর পরগণে আমিরাবাদ কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুরের জমিদারি জেলা মালদহের কালেক্টরির ৪৯৬ তৌজির মহাল লাট গোবিন্দপুরের অন্তর্গত মৌজে কাসিমপুরের মধ্যে তপসিলের লিখিত হরবিক ১৬৷৩ জমি ২৩৵:২ জমায় আমার যে জোত আছে সম্প্রতি উক্ত জোতের কবুলতি তলব হইবায় আমি স্বয়ং হাজির হইয়া এই কবুলতি লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে জোত মজকুরার খাজনা মাফিক কিস্তিবন্দি বিনা ওজরে আদায় দিব; কোন কিস্তি খেলাপ হইলে মাসিক শতকরা এক টাকা হারে সুদ দিব। জোত মজকুরের মধ্যে ফলা আফলা যে সমস্ত বৃক্ষ আছে তাহা হুজুরের অনুমতি ভিন্ন কর্ত্তন করিব না। জোত মজকুরা যাবৎ আমি বা আমার ওয়ারিসগণ আবাদ করিবেক তাবৎ আমাদের দখলে থাকিবে; আমি বা আমার ওয়ারিস উক্ত জোত দান বিক্রয় করিতে পারিব না ও পারিবে না। এতদর্থে এই কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি।

ইসাদি।
মহাদেব ঘোষ
কালিচরণ সরকার

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীনীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা শ্রীকাশীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কলিকাতা

লিখিতং শ্রীমহেশচন্দ্র পাল পিতা ৺ নরহরি পাল সাং কুলগাছি পরগণে উখড়া জেলা নদিয়া আমার নিজ বাসগ্রামে তপসিলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত হরবিক ১০৫৷৷৩ মোওয়াজি একশত পাচ বিঘা তের কাঠা মৌরসি ইস্তমরারি জমা আছে। ঐ জমার খাজনা ১৭।৶৫ পনের টাকা সওয়া ছয় আনা নদিয়ার মহারাজের কাছারিতে দাখিল করিতে হয়। সম্প্রতি উক্ত ইস্তুমরারি জমা বিক্রয় করা আবশ্যক হওয়ায় আপনি উক্ত জমা খরিদ করিবার প্রস্তাব করায় ৫৬৫ মঃ পাঁচশত পয়সট্টি টাকা মূল্য ধার্য্যমতে পনবাহ বুঝিয়া পাইয়া এই বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে এই কবালার তারিখ হইতে জমা মজকুরায় আমার যে স্বত্ব সম্পর্ক ছিল তাহা রহিত হইল আপনি আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করুন তাহাতে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসগণ বা স্থলাভিষিক্ত কেহ আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবে না এবং করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। জমা মজকুরার মাল-গুজারি অদ্যকার তারিখ পর্য্যন্ত আমি জমিদারের কাছারিতে দাখিল করিলাম অদ্যকার তারিখ হইতে পরে যে মাল গুজারি বাকি হইবেক তাহা আপনি দিবেন; এবং জমিদারের সেরেস্তায় প্রথামত নাম খারিজ দাখিল করিয়া লইবেন। বিক্রীত জমায় আপনাকে রীতিমত দখল দেলাইব; যদি দখল দেলাইতে না পারি তাহা হইলে মূল্যের টাকা ফেরত দিব। আর এই বিক্রয় সম্বন্ধে কোন বাচনিক কট থাকিল না। এতদর্থে মূল্যের টাকা সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া ছুসবাহালে সুস্থচিত্তে আপন খুসিতে এই বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।

ইসাদি
ভজহরি সামন্ত
নিমাইচরন তরফদার

পরিশিষ্ট।

থাক নকসা মৌজে কাসিমপুর, পরগণে আমিরাবাদ।
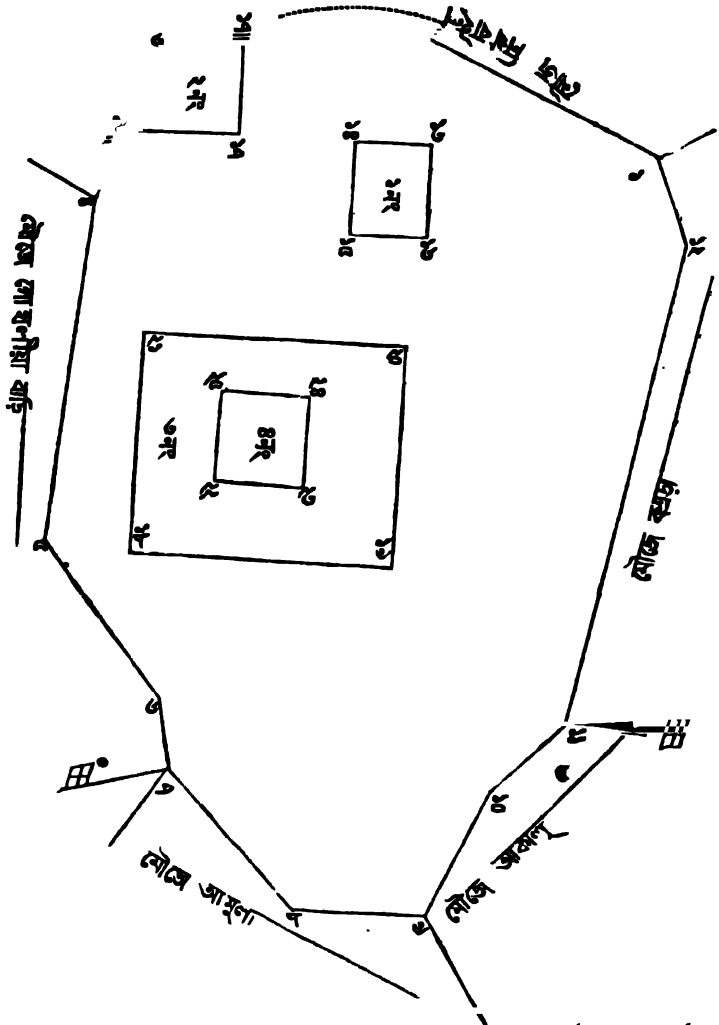
* এই নক্সার যে যে স্থানে পতকা চিহ্ন আছে ঐ সকল স্থান তিন মৌজার সীমানার সন্ধি স্থল; গ্রামের সীমানদার প্রভৃতি ঐ সকল স্থান দেখাইয়া দিতে পারে। ঐসীমানা হইতে ফিল্ডবুক অনুসারে থাকের দাগ ভাঁওড়াইলে গ্রামের সীমা পরিচিহ্নত হয়। ভিন্ন মৌজার ছিটা জমি এবং খালাসি সিদ্ধ লাখরাজ গ্রামের সীমানার মধ্যে থাকিলে পৃথক্ থাক হইয়া থাকে।

পাকা রোকড় বহি।

ফিরিস্তী কাগজ বাবুদ খরিদ বিক্রয় রোকড় জমা খরচ।—

সহর কালকাতার মোঃ হাটখোলা তহাবল।—

শ্রীযুক্ত রামধন খাঁ।—

সন ১২৮০।—

শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ শ্রীচরণ প্রসাদাৎ।—

বিঃতারিখ————	১ শুভ বৈশাখ।—
রোজ———	বৃহস্পতিবার।—

দিনায় রোজ নামা রূপেয়া।—

জমা	খরচ
শ্রীশ্রী৺ কালীমাতার—	তিসি খরিদ বিক্রয়।
জমা——— ।/৫	খাতায় খরচ———
————।/৫	বরাবর রতনমণি কুণ্ড—
রামধন খাঁ।—	হিঃ জমা খরচি—
মোং নিজগদী—	২০০০ মোন—
গুঃ খোদ——— ৮১০,	দর ৪৸০ হিসাব—
রতনমণি কুণ্ড—	৯৫০০,
মোং হাটখোলা—	দালালি—
গুঃ মতিলাল ঘোষ—	বরাবর সূর্য্যকান্ত বন্দোপাধ্যায়
মাং সূর্য্যকান্ত বন্দোপাধ্যায়—	৷৷০ হিসাব ——— ১০,
ঝাড়া তিসী—	গাড়ি আদি বঃ বাঞ্ছারাম সর্দার
২০০০ মোন—	শতকরা ১।০ হিসাব
দর ৪৸০ হিসাবে—	২৫
৯৫০০,	
১০৩১০।/৫	৯৫৩৫,

জের— —জের-

জমা— -১৩৩১০।/৫

সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—
মোঃ দরমাহাটা—
দং রতনমণি কুণ্ডু—
ঝাড়া তিসি ২০০০/ মোনের-
দালালি——১০৲
মতিলাল ঘোস—
মোঃ নাথের বাগান।—
দং রামধন মাজী।—
আমদানি সরিসা।—
১০০/ মোনের দালালি—
॥০
বাঞ্ছারাম সর্দ্দার—
দং রতনমণি কুণ্ডুর—
তিসী ২০০০/ মোন।—
১০০ গাড়ির কাত
২৫৲
দং রামধন মাজী
আমদানি ১০০/ মোন
সরিসা ৫ পাঁচ গাড়ির কাত
১।০
——২৬।০
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায়
মোং হাঁসখালি
দং নিজরোজ আমদানি
গম ৩০০/ মোন
ও তিসী ৫০০/ মোনের কাত
৩৩১২॥০ মধ্যে আড়ৎদারি কয়ালি
ইত্যাদি বাদ বাকি-৩২৭৭॥০

৩৩১৩।০

১৩৬১৪॥/৫

খরচ— -৯৬৩৫

সরিষা খরিদ—
খাতার খরচ—— -৪৬৪।৫
১০০/ মোন।—
দর ৪॥৶০ হিসাব—
ব্যাপারি শ্রীরামধন মাজী—
নগদ—
৪৬১॥০
দালালি বরাবর=
শ্রীমতিলাল ঘোষ—
হিসাব জমা খরচি
॥০
গাড়ি মুটে—
বরাবর বাঞ্ছারাম সর্দ্দার—
হিসাব জমা খরচি
১।০

৪৬৪।০
বরাবর মেং রেলি বেরাদার
——৩৩১২॥০
মোং আলুগুদাম।
হাঁসখালির ব্যাপারি
ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের।
চালানি।
গম ৩০০/ মোন
৩৶ দর ৯৩৭॥০
তিসী ৫০০/ মোন
৪৵০ দর ২৩৭৫
৩৩১২॥০

১৩৩১

জের—		-জের—	
জমা—		—খরচ—	
	১৩৬২৪॥/৫		১৩৩১১৸৹
আড়ৎদারি—		বাসা খরচ—	
খাতায় জমা—২৲		খাতায় খরচ—	
দং শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায়ের		বিঃ ফর্দ্দ—	১॥৵৹
চালানি তিসি ও গম			১৩৩১৩।৵
৮০০/ মণের কাত			
২৲			
কয়ালি খাতায়		কৈঃ-	
জমা দং ঐ—৮৲		নিজরোজজমা	
৮৲			১৩৬৫৯॥/৫
		সাবেক মজুদ—০	
তহরির—			১৩৬৫৯॥/৫
বিক্তি খাতায়		মিনাহ খরচ—	
জমা দং ঐ —২৲			১৩৩১৩।৵
			৩৪৬৵৫
৩৫৲			

বিতারিখ——৩০ বৈশাখ।

দিনা রোজ নামা জমা খরচ রূপেয়া—

জমা-		—খরচ—	
মোং ভাগলপুরের চালানি খাতে জমা—		রেড়ি খরিদ বিক্রয় খাতার খরচ —	২১০২॥০
মাঃ নবীনচন্দ্র মাজী ১ কিস্তী বিঃ ১৭ চৈত্রের	২৫৲	বিঃ —ভাগলপুরের চালানি জমা খরচ	

চালানি জমা খরচ
রেড়ি ৫০০/মণ
দর ৪৶ হিসারে ২০৬২॥০
মাং গয়ারাম মাজি
১ কিস্তি বিঃ ঐ চালান
বুট ৩০০/ মণ
দর ১॥০ হিসাবে
৪৫০

২৫১২॥
হরবাব বাজে খরচ
বিঃ চালান ৫২॥০

২৫৬৫
মমঃ রেলি বেরাদার
মোঃ আলুগুদাম
৩২৫০,
মাং আনন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের চ্যাক্
৩০০০,
নগদ ২৫০,

৫৮১৭\
কৃষ্ণলাল হালদার
দঃ দরমাহা
এক মাহার কাত——১৫\
রামচন্দ্র শীল
দং বাটীভাড়া
এক মাহার কাত ৫০,

দর ৪৶ হিসাবে— ২০৬২॥০
হরবাব বাজে খরচ
৪০
বুট খরিদ খাতায়
খরচ ৪৬২॥০
বিঃ ভাগলপুরের
চালানি জমা খরচ
৩০০ মণ
দর ১॥০ হিসাব ৪৫০
হরবাব বাজে খরচ
১২॥

২৫৬৫
মোং ভাগলপুরের খাতায়
খরচ
লবন লিভার কুলি
২ কিস্তী ৫০০/ মণ
মাং নবীনচন্দ্র মাজী
ও উদয় রাম মাজি
দর ৭৫ টাকা হিসাবে॥
৩৭৫\
গবর্ণমেণ্টের মাশুল
৩২৫, হিসাবে
১৬২৫,
হরবাব বাজে খরচ
৩০,

২০৩০,

৪৭:৫

জের জমা	৫৮৮০	জের খরচ	৪৭৯১—
		বাসা খরচ—	
		খাতায় খরচ	
		১ এক মাহার কাত	
কৈঃ—		বিঃ ফৰ্দ্দ	২০
সাবেক——৩৬৬৵৫		দরমাহা খাতায় খরচ	
নিজ রোজ-৫৮৮০		কৃষ্ণলাল হালদার গদিয়ান	
——————		ইং ১।৩০শা এক নাহার কাত	
৬২২৬৵৫			১৫
বাদ খরচ ৪৬৮০		ভাড়া খাতায় খরচ	
——————		বঃ রামচন্দ্র শীল	
১৫৪৬৵৫		একমাহার কাত	৫০
			৪৬৮০

শ্রীশ্রী হরি।

বিতারিখ- —১ জ্যৈষ্ঠ নাং ৩০ চৈত্র।

জমা——	খরচ——
তিসি খরিদ বিক্রয়—	গ্রেহেম কোম্পানি
খাতায় জমা দং	দং ঝাড়া তিসি
২০০০৴ মণ ঝাড়া তিসি	২০০০৴ মণের কাত
বঃ গ্রেহেম কোম্পানি	মাং সুরেশচন্দ্র কন্দ্র
মাং সুরেশচন্দ্র কন্দ্র	দর ৫৲১০ হিসাবে
১০০৬২॥০	নগদ ৮০০০ বাদ বাকি হিঃ
	জমা খরচ
	২০৬২॥০

জের জমা ১০০৬২॥০

সরিসা খরিদ বিক্রয়—
খাতায় জমা——
দকন ১০০ মণ—
সরিসা দর ৫।০ হিসাবে
বং মহেশচন্দ্র সাদখাঁ—
মোকাম সালিকা
নগদ ৫২৫৲

রেড়ী খরিদ বিক্রয়—
খাতায় জমা ৫০০ মণ—
দর ৪।০ হিসাবে—
বঃ গোরাচাঁদ দত্ত—
মোকাম নারিকেল ডাঙ্গা—
২১২৫৲

১২৭১২॥০

জের খরচ ২০৬২॥০

গোরাচাঁদ দত্ত—
মোকাম নারিকেল ডাঙ্গা—
দং ৫০০ মণ রেড়ী—
দর ৪।০ হিসাবে—
২১২৫৲

রতনমণি কুণ্ডু—
মাং রামলাল ঘোষ—
নগদ ৬০০০৲

ঈশ্বরচন্দ্র রায়—
নিবাস হাশখালি—
৩২৭৭॥৶

সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—
নিবাস দরমাহাটা
নগদ ১০৲

মতিলাল ঘোষ—
নিবাস নাগের বাগান—

১৩১৭৫॥০

বুট খরিদ বিক্রয় খাতায়
জমা ৪৬২॥০
গুঃ রামধন খাঁ
মোঃ নিজ গদি ৪৬২॥০

১৩১৭৫

রামধন খাঁ।
মোঃ নিজগদি
দং মজুদ বুটের
মূল্য ৪৬২॥০

১৩৯৩৮

জের জমা ১৩১৭৷

গ্রেহেম কোম্পানি
মাং সুরেশচন্দ্র কত্র
২০৬২॥০

গোরাচাঁদ দত্ত
মোকাম নারিকেলডাঙ্গা
মাঃ ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়
২১২৷

১৭৩৬২॥০

কৃষ্ণলাল হালদার
দং দরমাহা ১০০

১৭৪৬২॥০

জের খরচ ১৩৯৩৮

দরমাহাখাতায়
খরচ
বঃ কৃষ্ণলাল হালদার
২১ পৌষ নাং ৩০ চৈত্র
১১ মাহার কাত
কর্ত্তন বাদে—— ১০০

কয়ালি খাতায়
খরচ
বরাবর রামগতি কয়াল
৮

১৪০৪৬

বাসাখরচ খাতায়
১ চৈত্র নাঃ ৩০ চৈত্র
বিঃ ফর্দ্দ ১১৪

রত্নমণি কুণ্ডু ১৪১৬০
রামলাল ঘোষ ৩৫০০

১৭৬৬০

কৈঃ—

সাবেক মজুদ	১৫৪৬৶৷
নিজরোজ	১৭৪৬২॥০
	১৯০৮॥৶৫
বাদখরচ	১৭৬৬০
	১৩৪৮॥৶৷

শ্রীশ্রীহরি।

ফিরিস্তি কাগজ বাব্‌দে খরিদ বিক্রয় সহর কলিকাতা মোকাম ছাটখোলা তহবিল শ্রীযুক্ত রামধন খাঁ।

খতিয়ান বহি—

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা।

জমা——	খরচ—
শুভ ১ বৈশাখ	।/৫

তিসি খাতে জমা খরচ—

সন ১২৮০ সাল।

জমা—	খরচ—
১ জ্যৈষ্ঠ	১ বৈশাখ
তিসি খরিদ বিক্রয় খাতে	তিসি খরিদ বিক্রয় খাতে
জমা—	খরচ
বং গ্রেহেম কোম্পানি	মোকাম ছাটখোলা
মাং সুরেশ চন্দ্র কত্র	বরাবর রতনমণি কুণ্ডু
১০০৬২॥০	গুঃ মতিলাল ঘোষ
বাদ খরচ ৯৫৩৫	বিঃ চালান
	৯৫০০
৫২৭॥০	দালালি
	সূর্য্যকান্ত বন্দোপাধ্যায়
	১০
	গাড়িভাড়া ২৫
	৯৫৩৫

খতিয়ান সরিষা—

সন ১২৮০সাল—

জমা—

সরিসা খরিদ বিক্রয় খাতায়

জমা— ৫২৫

বঃ মহেশ্চন্দ্র সাদখাঁ

মোকাম সালিকা

নগদ ৫২৫

বাদ খরচ ৪৬৪॥০

৬০॥০

খরচ—

১ বৈশাখ

সরিসা খরিদ বিক্রয় খাতে খরচ

বেপারি

শ্রীমাধব মাজী

১০০/ মণ ৪॥৵০ হিসাবে

নগদ ৪৬২॥০

দালালি

মতিলাল ঘোষ ॥০

গাড়ী ও মুটে

বাঞ্ছারাম শর্দ্দার ১॥০

৪৬১॥০

খতিয়ান রেড়ী—

সন ১২৮০ সাল।

জমা—

রেড়ি খরিদ বিক্রয়

খাতায় জমা

৫০০/ মণ

দর ৪।০ হিসাবে

বরাবর গোরাচাঁদ দত্ত

মোকাম নারিকেল ডাঙ্গা

[illegible]১২৫/

বাদ খরচ ২[illegible]০২॥০

[illegible]২॥০

খরচ—

ইঃ ২ নাং ৩০ বৈশাখ

রেড়ী খরিদ বিক্রয় খাতে খরচ

বিঃ ভাগলপুরের চালান জমা খরচ

৫০০/ মণ দর ৪৵০ হিঃ

২০৬২॥০

হরবাব বাজে খরচ ৪০/

২১০২॥০

খতিয়ান বুট——

সন ১২৮০ সাল——

জমা——		খরচ ——	
৩০ চৈত্র		বুট খরিদ বিক্রয় খাতে খরচ	
গুঃ রামধন খাঁ		বিঃ ভাগলপুরের চালানি	
মোকাম নিজগদি		মাং গয়ারাম মাজী	
দং মজুদ বুটের		৩০০/ মণ	
মূল্য	৪৬২॥০	দর ১॥০ টাকা হিসাবে	৪৫০,
বাদ খরচ	৪৬২॥০	হরবাব বাজেখরচ	১২॥০
			৪৬২॥০

হিঃ শ্রীরামধন খাঁ।

মোকাম নিজ গদি।

জমা——		খরচ——	
১ বৈশাখ		৩০ চৈত্র	
মাং খোদ	৮১০	দং মজুদ বুটের মূল্য	৪৬২॥০
বাদ খরচ	৪৬২॥০		
	৩৪৭॥০		

হিসাব শ্রীরতনমণি কুণ্ডু।

মোকাম হাটখোলা।

জমা——		খরচ——	
১ বৈশাখ		১ চৈত্র	
দং ঝাড়া তিসি		মাং রামলাল খো[illegible]	
২০০০/ মণের কাত		নগদ	৬০০০,
৪৸০ হিসাবে	[illegible]০০,	৩০ চৈত্র	
বাদ খরচ	[illegible]৫০০,	মাং রামলাল [illegible]	৩১০০,

হিসাব শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায়।

মোকাম হাঁসখালি।

জমা—		খরচ	
১ বৈশাখ		৩০ চৈত্র	
দং গোম ৩০০/ মণ		শুঃ খোদ	৩২৭৭।।০
ও তিসি ৫০০/ মণ			
আড়তদারি ইত্যাদি বাদে			
	৩২৭৭।।০		
বাদ খরচ	৩২৭৭।।০		
	০		

হিসাব শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দালাল।

মোকাম দরমাহাটা।

জমা—		খরচ—	
১ বৈশাখ		৩০ চৈত্র	
দং রতনমণি কুণ্ডুর		শুঃ খোদ	১০/
ঝাড়া তিসি			
২০০/ কাত			
দালালি—	১০/		
বাদ খরচ—	১০/		
	০		

হিসাব মতিলাল ঘোষ।

মোকাম নাথের বাগান।

জমা—		খরচ—	
১ বৈশাখ		৩০ চৈত্র	
দং রামধন মাজির		শুঃ খোদ	
আমদানি সরিসা			।।০
১০০/ মণের দালালি			
	।।০		
বাদ খরচ	।।০		

হিসাব শ্রীবাঞ্ছারাম সর্দ্দার।

জমা—		খরচ—
১ বৈশাখ		
দং রতনমণি কুণ্ডুর তিসি		
১০০ গাড়ির কাত	২৫	
দং রামধন মাজির		
আমদানি সরিসা		
৫ গাড়ির কাত		

২৮।০ দেনা

মোকাম ভাগলপুরের চালানি খাতা

জমা—		খরচ—	
৩০ বৈশাখ		৩০ বৈশাখ	
মোকাম ভাগল পুরের		লবন লেভারফুলি	
চালানি খাতায়		৫৭০/ মণ	
জমা	২৫৬৭,	মাং নবীন মাজি	
রেড়ি ৫০০/ মণ			২০৩০
১ কিস্তি বিঃ ১১ চৈত্রের			
চালান			
মায় বাজে খরচ	২১০২॥০		
বুট ৩০০/ মণ			
বিঃ চালান			
মায় বাজে খরচ	৪৬২॥০		
একুনে	২৫৬৫		
বাদ খরচ	২০৩০		
	৫৩২		

হিসাব রেলিব্রাদার কোম্পানি।

মোঃ আলুগুদাম।

জমা—		খরচ—	
৩০ বৈশাখ		১ লা বৈশাখ	
মাং আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		হাঁসখালির চালানি	
	৩২৫০	গোম ৩০০/ মণ	
		৩৶০ দরে	৯৩৭৷৷০
		তিসি ৫০০/ মন	
		৪৵০ দরে	২৩৭৫
			৩৩১২৷৷
		জমা	৩২৫০
		বাকি পাওনা	৬২৷৷০

হিসাব গ্রেহেম কোম্পানি।

জমা—	খরচ—	
৩০ চৈত্র	১ লা চৈত্র	
মাঃ সুরেশচন্দ্র কত্র	দং কাড়াতিসি	
২০৮২৷৷০	২০০০/ মণের কাত	
বাদ খরচ ২০৮২৷৷০	৫৻১০ হিসাবে	
	১০০৮২৷৷০ টাকার মধ্যে	
	নগদ ৮০০০ টাকা বাদে	
	হিঃ জমা খরচি	
		২০৮২৷৷০

হিসাব আড়ত খাতে।

জমা—	খরচ—
১ লা বৈশাখ	
আড়ত খাতায়	
দং হাঁসখালির পাারি	
ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের চালানি	
তিসি ও গোম বিক্রয় বাবত	

হিসাব কয়ালি খাতে।

জমা—		খরচ—	
১ লা বৈশাখ		৩০ চৈত্র	
দং ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের		বঃ রামগতি কয়াল	
চালানি গম ও তিসি			
বিক্রয় বাবতে	৮্		
বাদ খরচ	৮্		

ভহারির খাতায়।

জমা—		খরচ—	
১০ বৈশাখ			
দং হাঁসখালির			
ব্যাপারির মাল			
বিক্রয়	২্		

হিসাব বাটীভাড়া।

জমা—		খরচ—	
		৩০ বৈশাখ	
		বঃ রামচন্দ্র শীল	
		ইং ১লা নাং ৩০এ	
		এক মাহার কাত	৫০্

হিসাব দরমাহা খাতে।

জমা—		খরচ—	
		৩০ বৈশাখ	
		বঃ কৃষ্ণলাল হালদার	
		ইঃ ১ বৈশাখ নাং ৩০ বৈশাখ	
		১ মাহার কাত	১৫্
		৩০ চৈত্র	
		হিসাব জমা খরচের	১০০

হিসাব বাসাখরচ খাতে।

জমা———		খরচ———	
		১লা বৈশাখ	
		বিঃ ফর্দ্দ	১॥৵০
		২রা নাগাইদ	
		৩০এ বৈশাখ	২০
		১লা পৌষ নাং	
		৩০ চৈত্র	১১৪
			১৩৫॥৵০

হিসাব রামচন্দ্র শীল।

জমা———		খরচ———
৩০এ বৈশাখ		
দং বাটীভাড়া	৫০৲	

হিসাব কৃষ্ণলাল হালদার।

জমা———		খরচ———
দং দরমাহা	১১৫৲	

ত্রকজাই দেনা পাওনা।

দেনা—		পাওনা—	
৺ কালীমাতা	।/৫	রেলিব্রাদার কোম্পানি	৬২॥০
রামধন খাঁ	৩৪৭॥০		
ভাগলপুরের			
চালানি খাতা	০৩৫		
বাঞ্ছারাম সর্দ্দার	২৬।০		
রামচন্দ্র শীল	৫০৲		
কৃষ্ণলাল হালদার	১১৫৲		
	১০৭৪/৫		
তহবির দেনা			
	১০৭৬/৫		

একজাই জমা খরচ।

জমা—		খরচ—	
তিসি খরিদ বিক্রয় খাতে	৫২৭॥০	দরমাহা খাতে	১১২৲
সরিসা খরিদ বিক্রয় খাতে	৬০॥০	বাসা খরচ	১৩৮॥৶০
রেড়ি খরিদ বিক্রয় খাতে	২২॥০	বাটীভাড়া	৫০৲
আড়ত খাতে	২৫৲		৩০০॥৶০
	৬৩৫॥০		
হরবাব বাজেখরচ	৩০০॥৶০		
বাকি মুনফা	৩৩৪৸৶০		

রেওয়া বা নিকসী জমা খরচ।

ফিরিস্তি কাগজ বাবুদ খরিদ বিক্রয় ও আড়ত ও চালানী ইত্যাদি কারবারের সাল তামামী নিকাসী জমাখরচ রেওয়া, সহর কলিকাতার মোং হাটখোলা তহবিল শ্রীযুক্ত রামধন খাঁ।

সন ১২৮০ ইং ১ বৈশাখ নাং ৩০ চৈত্র আখেরী।

ইং ১ বৈশাখ নাং ৩০ চৈত্র
হরেক রকম জিনিস বিক্রয়
ও চালানী ও আড়ত
ইত্যাদির খরচ বাদে
নিট মুনফা————৩৩৪৸৶০
ইঃ নাগাইদ————
জমাখরচ বাদ দেনা—১০৭৬৶৫

১৪১১৶৫

জায়————
বিলাত পাওনা
বিঃ আসামী হায়—৬২৷৹
মৌজুদ তহবিল
বিঃ রোকড়——১৩৪৮৷৷৶৫
গরমিল————৹

১৪১১৶৫

মুদ্দতি হুণ্ডির ফারম।

নমস্কার নিবেদন বিশেষ।

আপনার নামে হুণ্ডি করিয়া ২০০০, মঃ দুই হাজার টাকা নিমে এক হাজার টাকার দিগুণা পূরাণে এখানে জমা করিয়া লইলাম। অদ্য ১৯ বৈশাখ হইতে ৬১ রোজ গতে উক্ত টাকা ধনী শ্রীযুক্ত বাবু শিবলাল মতিলালের যোগে দিবেন। ইতি তরিখ ১৯ বৈশাখ সন ১২৮৩ সাল।

শুভঙ্করের আর্য্যা।

চারি কাগে বটৈক (১ কড়া) জানি, তিন ক্রান্তি বট বাখানি।
নব দন্তী করিয়া সার, সাতাইশ যবে বট বিচার।
আশি তিলে বটঙ্কর, লেখার গুরু শুভঙ্কর।

জমি কালি।

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে।
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে॥
কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ।
বিশ গণ্ডা হয় কাঠার প্রমাণ॥
গণ্ডাবাকি থাকে যদি কাঠা নিলে পর।
ষোল দিয়ে পুরে তারে সারা গণ্ডা ধর॥
ছটাক ধরিতে হবে ছটাক বিঘায়।
গণ্ডা ধরি লখে হবে ছটাক কাঠায়॥
ছটাকে ছটাক হলে কাক ধরি লবে।
একুন করিলে পর কালি ঠিক হবে॥

সরল জমাবন্দি।

জমি বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর॥
যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট।
কাঠার দর — গণ্ডা প্রতি ষোল তিল ঘুচাও কপট॥
কড়া প্রতি চারি তিল শুভঙ্কর ভণে।
জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে॥

অর্থ। ।/১ কাঠার দর নিরূপণ করিবার নিয়ম—এক বিঘার যত দর বলা আছে তাহার প্রতি টাকার জন্য ।১৬ গণ্ডা, প্রতি আনার জন্য ।১; প্রতি গণ্ডার জন্য ।।১৬ তিল ও প্রতি কড়ার জন্য ।। তিল লইতে হইবে। ফলগুলি একুন করিলে ১ কাঠার দর বাহির হইবে। ১/ বিঘা ও ।/১ কাঠার দর হইতে যত বিঘা ও যত কাঠা দেওয়া আছে তাহার দাম বাহির করিতে হইবে।

জমিদারি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী।

১। জমিদার কাহাদিগকে বলা যায়; দশসালার বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমিদারদিগের স্বত্ব কিরূপ ছিল; অধুনা জমিদারদিগকে ভূমির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী বলা যাইতে পারে কি না?

২। হুজুরি তালুকদার কাহাদিগকে বলা যায়; জমিদার এবং হুজুরি তালুকদারদিগের মধ্যে অধুনা কোন প্রভেদ আছে কি না?

৩। মৌজা কাহাকে বলা যায়; পরগণা, সরকার, চাকলা, ডিহি, তপ্পা, তোক, তরফ, লাট ইত্যাদি শব্দের অর্থ কি; পঞ্চসনা ও দেহাবন্দি কাগজ কি?

৪। পত্তনি তালুকের সৃষ্টি কোন্ সময়ে হয়. পত্তনি বন্দোবস্ত করিলে জমিদারের কিরূপ স্বত্ব থাকে।

৫। জরিপ কয় প্রকার; জরিপি চিঠায় কি কি বিষয় লিখিত থাকে?

৬। থাক নক্সা কাহাকে বলে; থাক নকসার দ্বারা মৌজার সীমা কিরূপে পরিচিহ্নিত হয়। আদম নিশান ও ইজাদ মহাল কাহাকে বলে?

৭। ক্ষেত্রবণ্টক নক্সা কিরূপ; কি প্রকার জরিপ করিলে ক্ষেত্রবণ্টক নক্সা প্রস্তুত করা যায়।

৮। একন্দাজ জরিপ কাহাকে বলে।

৯। এক বিঘা দীর্ঘ এবং এক কাঠা প্রস্থ জমির ক্ষেত্রফল কত?

১০। যে পরগণায় ২২ ইঞ্চি হাত কাটি এবং ৮৭ হাত রসি সেই স্থানের এক বিঘা জমিতে ১৮ ইঞ্চি হাত কাটি এবং ৮০ হাত রসির মাপ অনুসারে কত বিঘা হয়?

১১। ২০ ইঞ্চি হাত কাটি এবং ১০১ হাত রসির বিঘার নিরিখ যদি ১।০ হয় তাহা হইলে ১৮ ইঞ্চি হাত কাটি ও ৮০ হাত রসির এক বিঘার নিরিখ কত হইবে?

১২। পরগণার প্রচলিত হাতকাটি এবং রসির মাপ কোন্ কাগজ দেখিলে জানা যায়?

১৩। নিরিখ নামা কাগজ কাহাকে বলে এবং তাহা কোন্ সময়ে কাহাদের দ্বারা কালেক্টরিতে দাখিল হয়?

১৪। পরগণার হার নিরিখ শব্দের অর্থ কি? দশসালার বন্দোবস্তের পূর্ব্ব হইতে যে প্রজার হার নিরিখ পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহার নিরিখ বৃদ্ধি হইতে পারে কি না।

১৫। গয়েরবলনি তায়দাদ কাহাকে বলে; দোয়েম খালাসি এবং সুনখালাসি এই সকল শব্দের অর্থ কি?

১৬। জরিপ বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না জানিতে হইলে কি কি বিষয় দেখা উচিত। ঠিকসহ, কষট্টসহ, খতিয়ানসহ, দাগছাট এবং রকম ফের কি? জরিপ আমিন জমি রকম ফের করিলে তাহা কিরূপে গ্রেপ্ত হইতে পারে?

১৭। জরিপি চিঠাতে তউ, তপু, তদ, তপ ইত্যাদি যে সকল সঙ্কেত থাকে তাহার অর্থ কি?

১৮। বাস্তু, উদ্বাস্তু, সালি, সুনা, লায়েক পতিত, খামার পতিত, সড়ক পতিত ইত্যাদি শব্দের অর্থ কি?

১৯। খতিয়ান এবং জমাবন্দি কি প্রণালীতে লিখিত হয়? দেহাতি তহসিলের চলিত হিসাব কি কি কাগজে লিখিত হয়?

২০। জমিদারি বৎসর কোন্ তারিখে আরম্ভ হয় এবং কোন্ তারিখে শেষ হয়।

২১। দেহাতি জমাওয়াশিল বাকিতে কি কি বিষয়ের পৃথক লতা থাকা উচিত?

২২। দেহাতি নিকাসি ফর্দ্দি কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয়?

২৩। দেহাতি নিকাস বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না জানিতে হইলে কি কি বিষয় দেখা উচিত?

২৪। দেহাতি নিকাসে যে বাকি অবধারিত হয় তাহা মহালে প্রজাদিগের নিকট বাস্তবিক বিলাত আছে কিম্বা গমস্তা তহবিল মৎসরফ হইয়াছে তাহা কিরূপে জানা যায়?

২৫। আটসাট্টা নিকাস কাহাকে বলে

২৬। পরগণাতি কাছারির প্রধান আমলার নাম কি? পরগণাতি কাছারির কার্য্য বিভাগের রীতি কিরূপ?

২৭।—সুমার সেরেস্তায় কি কি কার্য্য হয়—আমদানি সুমার, তৌজি, খতিয়ান, ওয়াসিলাত, নিকাসি জমাখরচ এই সমস্ত কি প্রণালীতে লিখিত হয়—আমদানি সুমারে এবং নিকাসি জমা খরচে কি প্রণালীতে বাকিয়ান করিতে হয়?

২৮। বদ খরচ জমা, সাধুনি জমা, করজ কর্জ্জন জমা, আমানত জমা দাখিল হাওলাৎ এই কয়েক শব্দের অর্থ কি এবং কোন স্থলে প্রয়োগ হয়?

২৯। যদি কোন জিনিস খরিদ কিম্বা অন্য কোন কার্য্যের জন্য তহবিল হইতে কোন ব্যক্তিকে আগামি দাদন দেওয়া হয়, তাহা সুমারে কিরূপে ঠিকানা থাকে এবং সেই ব্যক্তি জমা খরচ দাখিল করিলে কিরূপে সুমার ভুক্ত হয়?

৩০। সম্বৎসরের মধ্যে চাকরান দরমাহা ইত্যাদি যে দেনা হয় তাহা যদি সমুদয় পরিষ্কার করিয়া দেওয়া না হয়, অথবা যাহার যত পাওনা তদপেক্ষা অধিক দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিকাসি জমাখরচে কিরূপ লেখা হয়।

৩১। পরগণাতি জমা সেরেস্তায় কি কি কার্য্য হয়?

৩২। পরগণাতি ওয়াসিল বাকির সদর পৃষ্ঠায় কি কি লতা থাকা আবশ্যক? কোন কোন জমিদারের সেরেস্তায় জমাওয়াসিল বাকি কাগজে নিলাত বাকি আমলওয়ারি তফরিক করে থাকে; তাহা আবশ্যক কি না। ওয়াশিল বাকিতে কমি বেশির লতা কিরূপ থাকা আবশ্যক। ঠিক সহ কমি, খতিয়ান সহ কমি, নদী ভঙ্গ কমি, পলাতক কমি, ইস্তফা কমি, ইত্যাদি পৃথক লতা থাকা আবশ্যক কি না?

৩৩। পরগণাতি নিকাস কি প্রণালীতে হইয়া থাকে?

৩৪। পত্তনি তালুকদার নিয়মিত সময়ে খাজনা না দিলে কি উপায় করা যাইতে পারে?

৩৫। কোন প্রকার প্রজার জোতজমা ক্রোক করা যাইতে পারে?

৩৬। বাকি খাজনার নালিস কত দিবসের মধ্যে না করিলে তামাদি হয় ?

৩৭। কত দিনের খাজনা বাকি থাকিলে প্রজার জোত উচ্ছেদ হইতে পারে ?

৩৮। প্রজা সরাসরি করিয়া খাজনা আদায় না করা সাব্যস্ত হইলে কি পরিমাণ খেসারত পাওয়া যায় ?

৩৯। উচ্ছেদ সহ খাজনা বাকির নালিসি আরজি প্রস্তুত করিতে হইলে কি কি ঠিকানা আবশ্যক ?

৪০। কোন মধ্যবর্ত্তী তালুক হস্তান্তর হইলে নূতন দখলিকার যদি আপন নাম জমিদারের সেরেস্তায় পত্তন না করে তাহা হইলে জমিদার কি উপায় করিতে পারে ? পত্তনি তালুক কোন্ আইন অনুসারে দাখিল খারিজ হয়। জোত স্বত্ববান প্রজার নাম দাখিল খারিজ করিতে জমিদার বাধ্য কি না ?

৪১। উত্তরাধিকার সূত্রে যদি কোন মধ্যবর্ত্তী তালুকদার দখলিকার হইয়া দাখিল খারিজের প্রার্থী হয়, তাহা হইলে জমিদারের সেরেস্তা হইতে কিরূপ তদন্ত আবশ্যক।

৪২। খোসকবালায় খরিদ মূলে দাখিল খারিজের প্রার্থনা হইলে কি কি বিষয় দেখা আবশ্যক ?

৪৩। জোত বাটোয়ারা কিরূপে করিতে হয় ?

৪৪। বয়ছোলতানিতে জমিদারি খরিদ করিতে হইলে কিরূপ তদন্ত আবশ্যক ; খোসকবলায় খরিদ করিতে হইলে তদতিরিক্ত আর কি কি বিষয় অনুসন্ধান করিতে হয় ?

৪৫। জমিদারি পত্তনি কিম্বা ইজারা কিরূপে লইতে হয় ?

৪৬। সরিকান মহাল তৌজি পৃথক্ এবং ছাহাম বাটোয়ারা কিরূপে করিতে হয় ? তৌজি পৃথক এবং ছাহম বাটোয়ারায় কি কি সুবিধা হয় ?

৪৭। যদি কোন জমিদারির ।৵৷৷= রকম অংশে ।২৩৭ টাকা স্থিত থাকে তাহা হইলে ঐ জমিদারির ৵৹৷৷= রকম অংশে কত টাকা স্থিত হয় ?

৪৮। যে মহালের মোট স্থিত ১২৪৯ টাকা সেই মহালের ।৴৹।।= হইতে ২৬ টাকা মাথট করিয়া আদায় করিতে হইলে কি নিয়মে হার পড়ত করিতে হয়?

৪৯। যে বকেয়া বাকি গুজস্তা ওয়াশিলবাকি ভুক্ত তদতিরিক্ত যদি আর কোন বকেয়া বাকি আদায় হয়, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত বকেয়া হাল ওয়াশিল বাকির কোন্ হেডের নীচে বার হইবে?

৫০। ওয়াশিলবাকি রীতিমত লেখা হইয়াছে কি না জানিতে হইলে কি কি বিষয় দেখা উচিত? বকেয়া বাকি যাহা বার থাকে তাহা প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নাম নাম গুজস্তা ওয়াশিলবাকির খাটি বাকির সহিত মোকাবেলা করিয়া দেখা আবশ্যক কি না? হাল ওয়াশিলবাকির অন্তর্গত খাটি বাকির অঙ্ক প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এবং জমাবন্দির ঠিক দেখিয়া সদরের সহিত ঐক্য করিয়া না দেখিলে কিরূপ দোষ হইতে পারে?

৫১। রোডসেস ধার্য্যের কাগজ কিরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত?

৫২। দৈনিক সুমারের সহিত তৌজি মোকাবেলা না করিলে কিরূপ দোষ হইতে পারে? সুমারে যদি সাবেক আমদানি এবং নিজ রোজ আমদানি প্রত্যহ একুন করিয়া মবলগবন্দি করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে তৌজি মোকাবেলা আবশ্যক হয় কি না?

৫৩। জমিদারি সুমার কিরূপে লিখিত হইলে সালিয়ানা ওয়াসিলাত প্রস্তুত করা আবশ্যক হয় না।

মহাজনী প্রশ্নাবলী

১। বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা ভারতবর্ষের কিরূপ উপকার বা অপকার হইতেছে।

২। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয় পণ্য দ্রব্য কোন্ কোন্ জাতির দ্বারা ইউরোপে নীত হইত।

৩। ইংরাজ এবং ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিগণ এতদ্দেশের সহিত কোন্ অবধি বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন ?

৪। অধুনা এতদ্দেশ হইতে কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে রপ্তানি হয়; এবং কি কি সামগ্রী আমদানি হয় ?

৫। হাউসওয়ালা সওদাগর কাহাদিগকে বলা যায়। ব্যাঙ্করদিগের কার্য্য কিরূপ ?

৬। নীল, চা, রেশম, অহিফেণ এই সকল মাল কিরূপে কোথায় প্রস্তুত হয় ?

৭। তিসি চাউল গোধুম প্রভৃতি মাল যাহারা মফঃস্বল হইতে সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করতঃ হৌসওয়ালাদিগকে বিক্রয় করে তাহারা কি নামে খ্যাত ?

৮। তিসির খাইদ কিরূপে অবধারিত হয়; এক শত মণের মধ্যে যদি ৪/০ চারি মণ খাইদ থাকে তাহা হইলে ১/ মণের মধ্যে কত সের খাইদ হয় ?

৯। /৫ পাঁচ সের খাইদ যুক্ত তিসি যদি ৩।।৵০ হয় এবং যদি ঐ তিসি মণ করা ৵০ অর্দ্ধ আনা খরচ করিয়া এরূপ ঝাড়াই করা যায় যে শতকরা ৭/০ মাত্র খাইদ থাকে তাহা হইলে কি দর পড়তা হয় ?

১০। ৯০ সিক্কার ওজনে যদি ২।।৵০ দরে চাউল খরিদ করা যায়, তাহা হইলে ৮০ সিক্কার ওজনে কি দর পড়তা হয় ?

১১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে দ্বারা তিসি প্রভৃতি কোন কোন মাল ২৭০ মণ এক যোগে পাঠাইতে হইলে ভাড়ার কিছু সুবিধা হয়। উক্ত রেলওয়ের ওজন ৮০ সিক্কা; অতএব ১০৫ সিক্কার ওজনের কত মণ মাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এক গাড়িতে পাঠান যাইতে পারে ?

১২। ৭২সিক্কা ওজনে ৩০৴০ ত্রিশ মণে এক টন হয়, অতএব ৯৬ সিক্কার কত মণ মাল হইলে ১০০ টন হয়।

১৩। ওজন বলতা, শুকতি, ঝড়তি এই সকল শব্দের অর্থ কি?

১৪। আড়তদারদিগের কার্য্যের প্রণালী কিরূপ?

১৫। দালাল, ওজন সরকার, চাপাদার, কয়াল, কাহাদিগকে বলা যায়?

১৬। জমিদারি সেরেস্তা এবং মহাজনী কারবারে যে প্রণালীতে হিসাব লিখিত হয় তন্মধ্যে প্রভেদ কিরূপ?

১৭। মহাজনী কারবারে মাল ধারে খরিদ বিক্রয় হইলে কিরূপ জমাখরচ করিতে হয়; নৌকা ভাড়া, গাড়ি ভাড়, বাটী ভাড়া, চাকরান দরমাহা, লোয়াজিমা খরিদ ইত্যাদি জন্য যখন যে টাকা দেনা হয় তাহা তৎক্ষণাৎ নগদ দেওয়া না হইলে রোকড়ে কিরূপে জমাখরচ করিয়া রাখা হয়?

১৮। আড়তদারি জমাখরচ কি প্রণালীতে লেখা হয়? হুণ্ডির জমাখরচ কিরূপে করিতে হয়?

১৯। রোকড় হইতে কিরূপে খতিয়ান এবং খতিয়ান হইতে কিরূপে নিকাসি রেওয়া প্রস্তুত হয় তাহা লিখ।

২০। কারবারে নিট মুনফা কত টাকা হইয়াছে তাহা কিরূপে জানা যায়?

২১। হিসাব মোরত্তব করিবার সময় কি প্রকারে তহবিল মিলাইতে হয়।

২২। মুদ্দতি হুণ্ডি, খাড়া হুণ্ডি, খোকা হুণ্ডি, কাহাকে বলে? মেগি হুণ্ডিয়ানি এই সকল শব্দের অর্থ কি?

২৩। হুণ্ডি দ্বারা মহাজনি কারবারের কিরূপ সুবিধা হয়?

২৪। কোম্পানির কাগজের কারবার কিরূপ; ডিস্কৌণ্ট প্রিমিয়ম কাহাকে বলে?

২৫। এক হাজার টাকার কাগজ যদি ৯৮০ টাকায় খরিদ হয় তাহা হইলে শতকরা কত টাকা ডিস্কৌণ্ট পড়তা হয়; এবং ঐ কাগজ যদি ২ টাকা প্রিমিয়মে বিক্রয় হয় তাহা হইলে কত টাকা লাভ হয়?

২৬। শতকরা ৪ টাকা সুদের ১০,000 টাকার কাগজ ৯৫০০ টাকায় খরিদ করতঃ কোন ব্যাঙ্কে কিম্বা কুঠিতে বন্ধক রাখিলে যদি মূল্যের টাকা অর্থাৎ ৯৫০০ টাকা, ৩ টাকা সুদে ঋণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি মাসে নিট মুনফা কত টাকা হয়।

২৭। ১৮।৶০ টাকা দরের ১০ ভরি সোণায় যদি ।০ আনা খাইদ মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে কি দর পড়তা হয়?

২৮। তামা ও দস্তার মণ যদি যথাক্রমে ৩২ ও ১০ টাকা হয় এবং যদি একভাগ তামা ও তিনভাগ দস্তা মিশ্রিত করিলে পিতল হয় তাহা হইলে পিতলের কি দর পড়তা হয়?

২৯। ১০০ মণ লবণের মূল্য যদি ৭৫ টাকা হয় এবং প্রতি মণ শতকে যদি ২00৲ টাকা শুল্ক দিতে হয় তাহা হইলে মণ হিসাবে কি মূল্য পড়তা হয়?

৩০। এতদ্দেশে কোন্ কোন্ স্থানে তূলা উৎপন্ন হয়?

৩১। এতদ্দেশ হইতে প্রতি বৎসর কত লক্ষ মণ তূলার রপ্তানি হয়?

৩২। এতদ্দেশে কত টাকার বিলাতি কাপড় আমদানি হয়?

৩৩। এতদ্দেশীয় তূলা এবং খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাতের কাপড় ক্রয় করায় দেশের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন কর।

৩৪। অনেকে বলিয়া থাকে যে এতদ্দেশে পূর্ব্বে যে পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য ছিল এক্ষণে বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা তাহা বিদেশে রপ্তানি হওয়ায় এতদ্দেশ দরিদ্র হইতেছে। এই কথা সত্য কি না? বাস্তবিক প্রতি বৎসর কি পরিমাণ স্বর্ণরৌপ্য আমদানি হয়।

৩৫। অনেকে বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষে ভূমি অপেক্ষা লোক সংখ্যা অধিক হইয়াছে; তন্নিবন্ধন সকল লোকে পূর্ণ মাত্রায় আহার পাওয় সম্ভব নহে। এই কথা কতদূর সত্য।

পারিভাষিক শব্দ।

অঙ্কছাট—যে অঙ্ক জমাভুক্ত করা উচিত তাহা গ্রেপ্ত না করিলে অঙ্কছাট হয়।

অজজমা—সুদ খরচা ইত্যাদি বাদে আসল জমা।

অষ্টম—বাকি খাজনার জন্য পত্তনি তালুকের যে নিলাম হয় তাহাকে অষ্টম কহে।

আউল—উৎকৃষ্ট।

আখরাজাত—খরচ শব্দের বহুবচন।

আটবাট্টা—যদি কোন কারণে রীতিমত নিকাস না হইয়া মোটামুটি বিলাত তহবিল বুঝা হয়, তাহা হইলে আটবাট্টা নিকাস কহে।

আয়মা—পূর্ব্বকালীন মুসলমান সম্রাটগণ বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক মৌলবিদিগের পারিতোষিক স্বরূপ অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন কার্য্যের জন্য নিষ্কর কিম্বা সামান্য করযুক্ত যে জমি দান করিয়াছেন, তাহাকে আয়মা কহে।

আরজি—আবেদন।

আধি—বন্ধক দেওয়া। ভাগে জমি বিলি করা।

আবয়াব—বাজেঅঙ্ক; অতিরিক্ত কর।

আমদানি সুমার—যে খাতায় আমদানি টাকা জমা হয় এবং দৈনিক খরচ লেখা হয়, তাহাকে আমদানি সুমার কহে।

আদম নিসান—যে মৌজার নাম পঞ্চসনা কাগজে আছে অথচ থাকবস্তার সময় ঠিকানা হয় নাই, তাহার নাম আদম নিসান।

আমূল মামুল—পূর্ব্বাপর যেরূপ রীতি আছে।

আমিন—যে ব্যক্তি দ্বারা জমি জরিপ হয়।

আসামী—পারস্য ভাষায় ইছম অর্থ নাম, তাহার বহুবচনে আসামী হয়, বঙ্গ-ভাষায় আসামী শব্দে কোন প্রজা খাতক বা যে ব্যক্তির নামে কোন অভিযোগ হইয়াছে তাহাকে বুঝায়; কোন দ্রব্যাদির নামের ফর্দ্দ করিতে হইলে উপরে কোন কোন স্থলে আসামী শব্দ লেখা হয়।

আরিন্দা—আরিন্দা শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি লইয়া আইসে ; খাজনা ইরসালের সময় যে ব্যক্তি পত্র ও চালান লইয়া যায়, তাহাকে আরিন্দা কহে।

আড়তদার—যে মহাজনের মোকামে নানা স্থানীয় ব্যাপারি সকল মাল আমদানি করে তাহাকে আড়তদার কহে ; ব্যাপারিদিগের মাল আড়তদারের দ্বারা বিক্রয় হয় ; তজ্জন্য আড়তদার যে দস্তুরি পাইয়া থাকে, তাহাকে আড়তদারি কহে।

ইজা—এক ফর্দ্দের ঠিক অন্য ফর্দ্দের নিম্নে টানিলে ইজা কহে।

ইজাদ মহাল—যে মৌজার নাম পঞ্চসনা কাগজে নাই অথচ থাকবস্তার সময় প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে ইজাদ মহাল কহে।

ইজাফ—বেশি অঙ্ক বার করিবার সময় ইজাফা লিখিতে হয়।

ইজারা—নিরূপিত জমায় মেয়াদি বন্দোবস্তের নাম ইজারা।

ইনছাপ—বিচার।

ইসমি—নামযুক্ত।

ইস্তমুরার—চিরস্থায়ী।

ইরসাল—ইরসাল শব্দের অর্থ প্রেরণ ; জমিদারি সেরেস্তায় ইরসাল শব্দে খাজনার টাকা পাঠান বুঝায়।

উদয় হাওলাৎ—যে টাকা হাওলাৎ দেওয়া হয় তাহা আদায় হইলে উদয় হাওলাৎ বলিয়া জমা হয়।

উদ্বাস্তু—বাসের ভূমির সম্মুখের স্থানকে উদ্বাস্তু কহে।

একরার—প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি পত্র।

এওয়াজ—বিনিময়।

ওজন সরকার—হৌসের যে কর্ম্মচারী মাল খরিদের সময় ওজন বুঝিয়া লয় তাহাকে ওজন সরকার কহে।

ওটবন্দী—যে সকল প্রজাকে এক বৎসরের জন্য জমি দেওয়া হয় তাহাদিগকে কোন কোন স্থানে ওটবন্দি প্রজা কহে ; হাজিরা পলাতকা উঠিত পতিত তদারক জন্য যে তজবিজ হয় তাহাকে ওটবন্দি তজবিজ কহে।

ওয়াশিল—আদায়।

ওয়াশিলাত—কোন্ মহালে কত টাকা খাজনা আদায় হইয়াছে, তাহা তদন্ত করাকে ওয়াশিলাত কহে।

একজাই চালান—বৎসরের সুরু হইতে আখিরি পর্য্যন্ত যতবার খাজনা ইরসাল হয়, তাহার সমুদয় চালান যে ফর্দ্দে একোয়াল করা হয়, তাহাকে একজাই চালান কহে।

একন্দাজ—কোন মৌজার জমি কিতায় কিতায় মাপ করিয়া নূতন চিঠা পৈঠা প্রস্তুত হইলে একন্দাজ জরিপ কহে।

কবজ—প্রজাগণ খাজনা দাখিল করিলে যে রসিদ দেওয়া হয় তাহাকে কবজ কহে।

কবুলতি—প্রতিজ্ঞাপত্র।

কবুলা বেশি—প্রজাগণ জরিপ, জমাবন্দি অথবা নিরিখ বৃদ্ধি স্বীকার না পাইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি গুজস্তা জমার উপর পড়তা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ বেশি খাজনা দেওয়া স্বীকার পায়, তাহা হইলে বেশি জমাকে কবুলা বেশি কহে।

কয়াল—মহাজনদিগের গদিতে যে ব্যক্তি ওজন বুঝিয়া লয়।

করজ কর্দ্দন—টাকা করজ করিয়া জমা করিবার সময় করজ কর্দ্দন জমা বলিয়া লিখিত হয়।

কারকুন—জমা সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারী।

কাননগো—আইনজ্ঞ ব্যক্তি। মুসলমান বাদসাহদিগের সময় পরগণার আয় স্থিত জানিবার জন্য যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত।

কানকুত—ভূমির শস্য বিভাগ করা।

কারপরদাজ—কর্ম্মচারী।

কষট্ট সহ—সুদ কষিতে কিম্বা জমির হার নিরিখ অনুসারে জমাবন্দি করিতে অথবা অন্য কোন প্রকারে গুণ কিম্বা ভাগ করিতে যদি ভুল হয় তাহাকে কষট্টসহ কহে।

কড়চা—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার নাম এবং আদায় ও বাকির পৃথক্ হিসাব থাকে তাহাকে কড়চা কহে।

কালি—জমির দীর্ঘ প্রস্থ গুণ করিয়া যে ক্ষেত্রফল হয় তাহাকে কালি কহে।

কিতা—নির্দ্দিষ্ট আইলের অন্তর্বর্ত্তী ভূমিখণ্ড।

কিসামৎ—অংশ।

কিস্তিবন্দি—করজা কিম্বা খাজনার টাকা কোন্ তারিখে কি পরিমাণ প্রাপ্য হইবে তাহা যে কাগজে লিখিত থাকে তাহাকে কিস্তিবন্দি কহে।

কোরফা—জোতদারের অধীন প্রজাকে কোন কোন স্থানে কোরফা প্রজা কহে।

ক্রয়লেখ্য—কবালা।

ক্ষেত্রবণ্টক নক্সা—যে নক্সায় প্রত্যেক কিতা জমির সীমা পরিচিহ্নিত থাকে।

খতিয়ান—যে কাগজে পৃথক্ নামে নামে হিসাব থাকে তাহাকে খতিয়ান কহে।

খতিয়ান সহ—খতিয়ান করিতে ভুল হইলে খতিয়ান সহ হয়।

খাইদ—কোন মালের মধ্যে অন্য যে কোন দ্রব্য মিশ্রিত থাকে তাহাকে খাইদ কহে।

খাজাঞ্চি—যাহার হস্তে তহবিল থাকে।

খাইখালাসি—উপস্বত্ব হইতে ঋণ পরিশোধের সরত থাকিলে খাই খালাসি বন্ধক বলা যায়।

খামার—যে জমি প্রজাদিগকে জমা বিলি না থাকে সেই জমি খামার বলিয়া উক্ত হয়।

খালাড়ি—নিমক মহালের জমা।

খাড়া হুণ্ডি—যে হুণ্ডির টাকা দৃষ্টিমাত্র দিতে হয়।

খারিজ—বাদ দেওয়া।

খেরাজ—রাজস্ব, কর।

খেসারত—ক্ষতিপূরণ।

খোটাগাড়ি—নৌকা লাগাইলে যে জমা আদায় হয়।

খোদকস্তা—জোত যে মৌজায় প্রজার বাসস্থান যদি সেই মৌজায় হয় তাহা হইলে খোদকস্ত. প্রজা কহে।

খোসকবলা—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যদি কেহ কোন সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহা খোসকবলা বিক্রয় কহে।

গয়ের বলনি—নিষ্কর জমির যে সকল তায়দাদ জেলার কালেক্টরিতে দাখিল আছে তাহাকে গয়ের ব॰নি তায়দাদ কহে।

গাতি জমা—চিরস্থায়ী জমা।

গুজস্তা—সাবেক।

গোসোয়ারা—একোয়াল অর্থাৎ সমষ্টি।

ঘাটোয়ালি—পর্ব্বতীয় প্রদেশে পথ রক্ষার নিমিত্ত যে ভূমি স্থানীয় সৈনিকদিগকে পূর্ব্ব রাজগণ বৃত্তি দিয়াছেন।

চকনামা—থাকনক্সার মধ্যে কোন লাখরাজ কিম্বা ছিটা জমির পৃথক্ জমাবন্দি।

চাকরান—কোন চাকরকে দরমাহার পরিবর্ত্তে যে জমি দেওয়া হয় তাহাকে চাকরান কহে।

চাকলা—কতকগুলি পরগণার সমষ্টি।

চাপাদার—মাল ওজনের সময় যে ব্যক্তি কাঁটায় চাপাইয়া দেয়।

চালান—খাজনা কিম্বা কোন জিনিস পাঠাইবার সময় যে কাগজে তাহার পরিমাণ বা ওজন লিখিয়া দেওয়া হয় তাহাকে চালান কহে।

চাহরম পত্তনি—ছেপত্তনিদারের অধীন ত.লুক।

চুকানিদার—জোতস্বত্বহীন প্রজা বিশেষ।

চৌবং—চতুর্থবার

চৌহদ্দি—চতুঃসীমা।

ছাট—কোন অঙ্ক বাদ পড়িলে ছাট কহে।

ছাহম—জমি বাটওয়ারা।

ছিটা—কোন মৌজার জমি এক চাপে না হইয়া স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র কিতা থাকিলে ছিটা কহে।

জব্দ মহুকুফি—জমিদার জরিপ করিতে উদ্যত হইলে প্রজাগণ জমিদারকে নিরস্ত করিবার জন্য যে বেশি জমা স্বীকার করে তাহাকে জব্দ মহুকুফি কবু্‌লবেশি কহে।

জবাব—উত্তর।

জমাওয়াশিল বাকি—বৎসরের আখিরিতে মহালের মোট জমা, মোট আদায়, মোট বাকি, নির্ণয় করিবার জন্য যে কাগজ প্রস্তুত হয়।

জমানবিস—জমা সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারী।

জমাবন্দি—মহাল জরিপ হইয়া কোন্ প্রজার দখলে কত জমি অবধারিত হইলে হারনিরিখ অনুসারে যে কাগজে জমা ধার্য্য হয়।

জয়লেখ্য—ডিক্রি।

জরিপ—ভূমি পরিমাপ।

জলকর—নদী বিল পুষ্করিণী প্রভৃতি বন্দবস্ত করিয়া যে জমা স্থিত হয় তাহাকে জলকর জমা কহে।

জাতবাট্টা—বাজে অঙ্ক বিশেষ।

জাবেদা—দস্তুর।

জামিন—এক ব্যক্তির কার্য্যের জন্য অন্য ব্যক্তি দায়ী থাকিলে তাহাকে জামিন কহে।

জায়গির—বেতনের পরিবর্ত্তে যে ভূমি কেহ বৃত্তি স্বরূপ ভোগ করে।

জায়দাদ—সম্পত্তি।

জিম্মাদার—ইজারদার।

জেরায়ত—ফসল।

ঠিকসহ—ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক সমষ্টি করিতে ভ্রম হইলে ঠিকসহ হয়।

ডিস্কৌণ্ট—বাটা, মেথি।

ডিহি—পরগণার অংশ বিশেষ।

ডৌল—কবুলিয়ত।

তকয়ারি—মহাজনি জমা খরচ।

তপসিল—তালিকা।

তনখি—তজবিজ।

তপ্পা—কয়েক মৌজার সমষ্টি।

তফরিক—পৃথক করা।

তরফ—এক মহালের ভিন্ন ভিন্ন অংশ।

তলবি হাজত—যে হাজত জমা বার হইবেক।

তামাদি—ব্যবহার হানি।

তায়দাদ—যে কাগজে জমি জমার বিবরণ থাকে।

তালুকদার—ভূম্যধিকারি বিশেষ।

তাহুত জমা—সদর জমা।

তুমার—কোন্ মহালে কত টাকা খাজনা আদায় হইয়াছে তাহা তদন্ত করাকে তুমার বা ওয়াশীলাত কহে।

তেরিজ—সমষ্টি।

তেসীমানা—তিন মৌজার জমি যে স্থলে মিলিত।

তোক—কয়েক মৌজার সমষ্টি।

থাকনক্‌সা—থাক বস্তার জরিপ অনুসারে প্রত্যেক মৌজার নক্‌সা।

থানি—উড়িষ্যা দেশে জোত স্বত্ববান প্রজা।

দরপত্তনি—পত্তনিদারের অধীন তালুক।

দরইজারা—ইজারদারের অধীন ইজারা।

দরমিয়ানি—নামজারি সংক্রান্ত একপ্রকার রেজষ্ট্রী।

দরিঅঙ্ক—নূতন কর।

দরোবস্তহকুক—সমুদয় স্বত্ব।

দশসালার বন্দবস্ত—ইংরাজ ১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশে জমিদারদিগের সহিত যে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয় তাহা প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্য হওয়ায় দশসালার বন্দবস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দেওয়ান—প্রধান কর্ম্মচারী।

দাখিল খারিজ—কোন তালুক কিম্বা মৌরসি জোত হস্তান্তর হইলে জমিদারের সেরেস্তায় পূর্ব্ব মালিকের নামের পরিবর্ত্তে নূতন দখলিকারের নাম পত্তন করাকে দাখিল খারিজ কহে।

দাখিল হাওলাৎ—টাকা হাওলাৎ দিবার সময় দাখিল হাওলাৎ উল্লেখে খরচ লেখা হয়।

দাখিলা—কবজ বা খাজনার রসিদ।

দাগছাট—জরিপিচিঠায় কোন কিতা জমি গ্রেপ্ত না হইলে দাগছাট হয়।

দালাল—যে ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া মাল খরিদ বিক্রয় হয়।

দুরবার—এক হিসাব হইতে বাদ দিয়া অন্য হিসাবে ভুক্ত করাকে দুরবার করা কহে।

দেহাবন্দি—প্রত্যেক জমিদারির অন্তর্গত সমুদয় মৌজার নাম সম্বলিত যে কাগজ জেলার ফৌজদারি আদালতে দাখিল আছে।

দোয়েমখালাসি—দোয়েম কানুন অর্থাৎ ১৮১৯ সালের ২ আইন অনুসারে যে সকল লাখেরাজ বাজেয়াপ্তে রুজু হইয়া বিচারে নিষ্কর সাব্যস্ত হইয়াছে।

দ্বাবৎ—দ্বিতীয় বার।

নানকর—জমিদারের নিজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে জমি নির্দ্দিষ্ট থাকে।

নায়েব—নায়েব শব্দের অর্থ প্রতিনিধি; পরগণাতি কাছারির প্রধান কর্ম্মচারীকে নায়েব কহে।

নিরিখ—যে নিয়মে জমা নির্দ্ধারিত হয়।

নিরিখ নামা—প্রত্যেক পরগণার প্রচলিত প্রথার বিবরণ সম্বলিত কাগজ অর্থাৎ যাহাতে পরগণার নিরিখ হাতকাঠি রসির মাপ ইত্যাদি লিখিত থাকে; পূর্ব্বকালে কাননগোদিগের দ্বারা এই কাগজ কালেক্টরিতে দাখিল হয়।

নিম্পি—অর্দ্ধেক।

নূনখালাসী—১৮১৯ সালের ২ আইন অনুসারে যে সকল লাখেরাজ জমি ৫০ বিঘার ন্যূন হেতু বাজেয়াপ্ত হয় নাই।

পঞ্চক—অতি সামান্য জমায় যে ভূমি বৃত্তি স্বরূপ দান করা থাকে।

পঞ্চসনা—পূর্ব্বে জমিদারদিগের পাঁচ বৎসর অন্তরে আপন আপন মহালের

প্রত্যেক মৌজার নাম ও জমি জমা হাসিল পতিত মাল লাখেরাজ ইত্যাদির খোলসা সহ যে কাগজ দাখিল করিতে হইত তাহাকে পঞ্চসনা কহে।

পটিদার—গ্রামের অংশ বিশেষের মালিক।

পয়মায়েস—জরিপ।

পয়স্তি—নূতন চর উদ্ভব।

পরগণা—পরগণা অথবা পরকোণা শব্দের প্রকৃত অর্থ বিভাগের অন্তর্গত উপবিভাগ; অধুনা পরগণা শব্দে কতকগুলি মৌজার সমষ্টি বুঝায়।

পরতাল—জরিপ বিশুদ্ধ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য দ্বিতীয় বার জরিপ।

পাইক—পদাতিক।

পাইকস্তা—এক গ্রামের প্রজার অন্য গ্রামে জোত থাকিলে পাইকস্তা কহে।

পাইকার—ব্যাপারি।

পাটোয়ারি—যাহার দ্বারা দেহাতি আদায় তহসিল এবং হিসাবাদি লিখিত হয়।

পিতলগোলা—ভিন্ন ভিন্ন মৌজার জমি এক সীমানা মধ্যে থাকিলে পিতলগোলা কহে।

প্রিমিয়ম—ধরাট।

পুণ্যাহ—যে দিবস জমিদারগণ নূতন বৎসরের প্রথম কর গ্রহণ করেন।

প্রতিবাদী—প্রত্যর্থী।

ফয়ছালা—জয়পত্র।

ফিল—অতিরিক্ত।

বকেয়া—পূর্ব্ব বৎসরের বাকি।

বয়ছোলতানি—খাজনা বাকির জন্য জমিদারি নিলাম হইলে বয়ছোলতানি কহে।

বয়নামা— নিলাম খরিদের সার্টিফিকট।

বটাই— বিভাগ।

বখরাদার—অংশী।

।=ং গ

বসন—ওজন বেশি।

বাকিজায়— যে কাগজে বাকির ঠিকানা থাকে।

বাকিয়ান—রোকোড়ে মজুদ তহবিলের যে কৈফিয়ৎ থাকে তাহাকে বাকিয়ান কহে।

বাজে বাবতান—আবোয়াব।

বাস্তু—বসত বাটি।

বৃদ্ধি—বাড়ি।

ব্যাটোয়ারা—বিভাগ করা।

বার—সমষ্টি করা।

বিমজ্জম--পারস্য ভাষায় বামাজব শব্দে অমুক কারণেবুঝায়।

বিয়োগ—টাকা বা জিনিসের সঙ্গে পরিমাণ লিখিয়া যে কাগজ রাখা হয়।

বিলাত—মফস্বল পাওনা।

ভেড়িবন্দি—নিম্নপ্রদেশে গ্রামের চতুর্দ্দিকে যে সেতু নির্ম্মিত হয়।

ভোগপলাতকা—কোন প্রজা ফসল মৎসরফ হইয়া পলায়ন করিলে ভোগপলাতকা কহে।

মকররি—চিরস্থায়ি জমায় বন্দবস্ত হইলে মকররি কহে।

মনকুজি—গত মাসের কিম্বা গত বৎসরের অনাদায়ি বাকি।

মণ্ডল—গ্রামের প্রজাদিগের প্রধান।

মোকাবিলা—মিলন করিয়া দেখা।

মবলগ—টাকা র পরিমাণের পূর্ব্বে মবলগ ব্যবহারাহয়।

মস্তাজের—ইজারাদার।

মহুকুফ— রেয়াত।

মাজ্জা—মিলিত।

মুদাফত—সংক্রান্ত।

মেথি—হুণ্ডিয়ানি।

মিনাহ—বাদ দেওয়া।

মায়াজি—জমির পরিমাণের পূর্ব্বে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

মোরত্তক—শেষ। জা

মৌজা—মৌজা কাহাকে কহে তাহা ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

মৌরসি—পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিবার সরত থাকিলে মৌরসি কহে।

রকবা ক্ষেত্র ফল।

রকমফের—এক শ্রেণীর জমি অন্য শ্রেণীভুক্ত করিলে রকমফের হয়।

রদ খরচ জমা—একবার খরচ হইয়া পুনরায় যদি জমা হয় তাহা হইলে রদ খরচ বা ফেরত খরচ জমা বলিয়া লিখিত হয়।

রপ্তাওয়ারি—পতিত আবাদ পলাতকা পত্তন ইত্যাদির তেরিজ সম্বলিত যে কাগজ, কোন কোন স্থানে দেহাতি কর্ম্মচারিগণ, বৎসরের প্রারম্ভে জমিদারের প্রধান কাছারিতে দাখিল করে।

রুজুনবিস—আমিনের কার্য্য সুচারু মত হইতেছে কি না দেখিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয়।

রসদ—হার নিরিখ অনুসারে যে জমা ধার্য্য হয় তাহা, প্রজা দিতে অক্ষম, বা অসম্ভব হইলে অতিরিক্ত অংশ হাজত বা মহকুফ থাকে; রসদ জমা যদি কোন কালে উদয় হওয়ার সম্ভব থাকে, তাহা হইলে তলবি রসদ কহে।

রসিদ—কোন টাকা বা জিনিস প্রাপ্তি স্বীকার যে কাগজে লিখিত থাকে, তাহাকে রসিদ কহে।

রেওয়া—মহাজনি নিকাসি দেনা পাওনা লাভ লোকসানের কাগজ।

লতা—লতা শব্দে ইংরাজিতে যাহাকে হেড কহে।

লহোনা—বিলাত বাকি।

লাখেরাজ—নিষ্কর।

লোকসান জমা—প্রজা পলায়ন কিম্বা ইস্তাফা করিলে তাহার জমি লোকসান বলিয়া লিখিত হয়।

শুকা—বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল নষ্ট হইলে শুকা কহে।

সদর কর্ত্তনি—সদর সেরেস্তায় নিকাস দেওয়ার সময় বাজে বাবতান আদি যে সকল অঙ্ক কর্ত্তন করিয়া লওয়া হয়।

সদর জমা=সরকারি রাজস্ব।

সনন্দ—শাসন পত্র।
সরজমিন—যথাস্থানে।
সারাকালি—ক্ষেত্রফল।
সরঞ্জামী—অনাবশ্যকীয় ব্যয়।
সফা—পৃষ্ঠা।
সড়ক পতিত—জরিপি চিঠায় সড়ক ভুক্ত জমি সড়ক পতিত বলিয়া লিখিত হয়।
সাজোয়াল—মহাল ক্রোক হইলে যাহার দ্বারা খাজনা আদায় হয়।
সাধুনি জমা—প্রকৃত প্রস্তাবে যে টাকা আদায় হয়।
সায়রাৎ—জলকর ঘাসকর হাটের তোলা ইত্যাদি জমাকে সায়র জমা কহে।
সারাকালি—ক্ষেত্রফল।
সালি—নিম্ন।
সিকস্তি—ভগ্ন হইয়া যাওয়া।
সীমানদার—সীমানির্দ্দেশক।
সুনা—উচ্চ।
সুমার নবিস—সুমার সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারী।
সেবং—তৃতীয় বার।
সেহা—হিসাব ভুক্ত করা।
স্বস্থল পয়স্তি—কোন ভূমি ভগ্ন হইয়া পুনরায় সেই স্থানে নূতন চর উদ্ভব হইলে স্বস্থল পয়স্তি বলা যায়।
হস্তবুদ—স্থিত জমা।
হদ্দ বন্দি—সীমাবন্দি।
হাজা—জলপ্লাবনে ফসল নষ্ট হইলে হাজা কহে।
হাজিরা—যে প্রজা পলায়ন করে নাই।
হাজত জমা—যে জমা তলব না হয়।
হাল—বর্ত্তমান।
হাল সানা—সীমানির্দ্দেশক কর্ম্মচারী।
হুমকা—মাল ঝাড়া না হইলে হুমকা কহে।
হুণ্ডি—টাকার বরাত চিঠি।
হুণ্ডিয়ানি—মেথি।

সম্পূর্ণ

OPINION OF THE PRESS.

This appears to be after all a genuine work on zamindari acounts and way of transacting business written by a person who has had some connection with the management of zamindari work and therefore able to treat of this important matter in a correct way. The Mahajani Nikash and Tukrari Jammakharach, very important parts of mahajani business, have been carefully explained, and the general principles of zamindari management have been elucidated.—Calcutta Gazette, Bengal Librarian's Remark.

We beg to acknowledge with thanks the receipt of a copy of "Zamindari and Mahajani book-keeping," by Babu Jogendra Nath Bhattacharjia, M, A, B, L, Legal adviser to His Highness the Maharajah of Bardwan. It is a very neatly printed book containing much valuable information relating to Zamindari matters, and appears to us to be the best that has been published on the subject. The author has evidently taken much pains to convey, in an easy and popular language, the elementary principles of the rent law to his law readers, and has given forms of Zamindari and Mahajani book-keeping, which it would do good to Zamindari agents to follow. We think the work should be made a text book in Vernacular Schools. The information it contains, is both interesting and instructive—Brahmo Public Opinion.

"Zamindari and Mahajani book-keeping," is the title of a Bengali book edited by Baboo Jogendra Nath Bhattacharjia, M, A, B, L, Legal adviser to His Highness the Maharaja of Burdwan. It is a neatly printed book and contains much valuable information on a subject, which is of very great importance to all connected with land or engaged in trade, and on which, notwithstanding its primary importance to nearly half the population of this country, strange to say not one book worth the perusal, has been published. In a simple and easy style the author gives the details of the several accounts which

[illegible] of the Mahajan is [illegible]; in [illegible] is "treatise on book-keeping in the Bengali language. The author also dwells upon several matters, which, though not strictly falling under the head of book-keeping, are yet of very great importance to all connected with zamindari matters to be acquainted with, namely, the Survey and measurement of land, and the author also gives a glossary of the several expressions used in legal documents and generally met with in the Zamindar's and mahajan's sherista. We would recommend this unostentatious but really useful work to the notice of those who are engaged in the instruction of the youth, for whom specially this book is intended, the elementary principles of an important subject being explained in an easy and popular style.—Amita Bazar Patrika

Baboo Jogendra Nath Bhattacharjee M. A., B. L, Legal Member of His Highness the Maharajah of Burdwan, has published a useful work in Bengali, entitled Zamindari and mahajani book-keeping. We have had time only to glance at the book, which seems to be a very useful guide for learners of the system of accounts which it professes to teach. It may fitly be introduced into our vernacular schools.—The Hindu Patriot.